১৪

সাদিক

নবী (দ.) স্মারক-২০১২

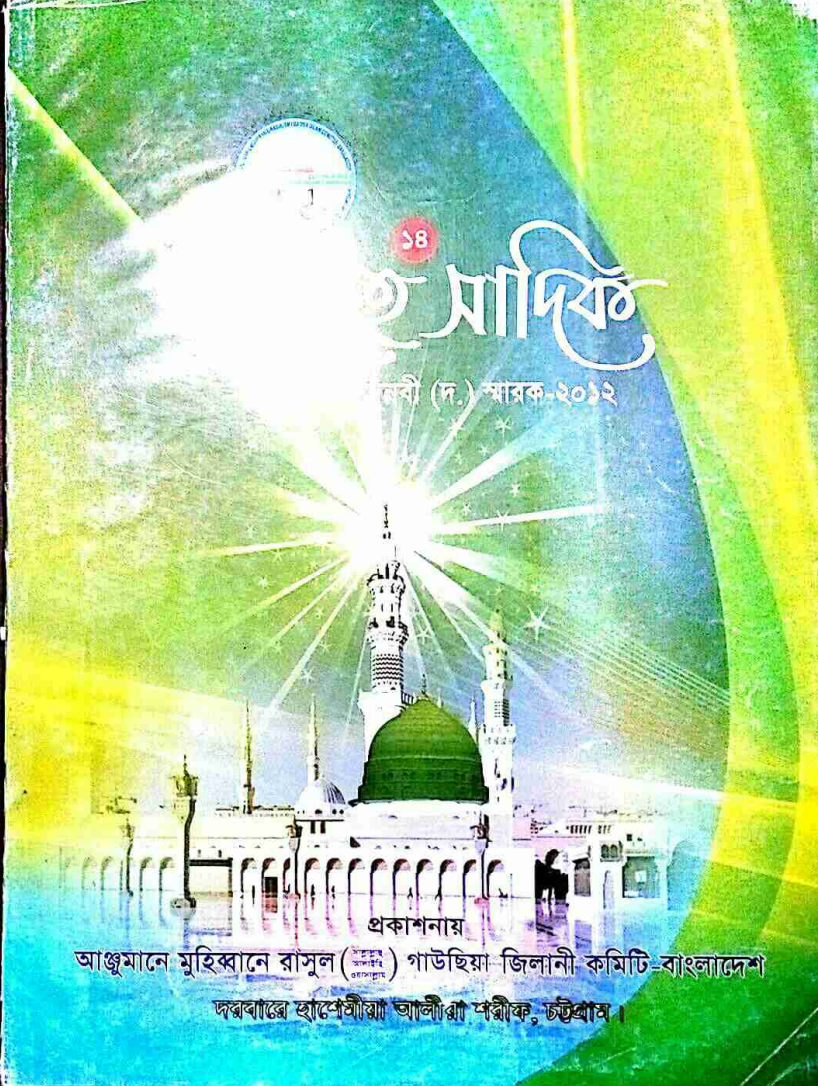

প্রকাশনায়

আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাউছিয়া জিলানী কমিটি-বাংলাদেশ

দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হি. ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং

সুব্হে সাদিক

ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) সংখ্যা ২০১২

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক

আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, পীরে কামেল,
শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর ওয়াল ফিক্‌হ ওয়াল আদব
শাইখুল আরব ওয়াল আযম আল্লামা শাহসুফী

কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

সাহেব কেবলা (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)

সম্পাদক
কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী
সহ-সম্পাদক
মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহছান
মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী
সম্পাদক সহযোগী
মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী
আবু সায়াদাত মুহাম্মদ সায়েম
মুদ্রণে
হাশেমী শাহ্ এন্টারপ্রাইজ, বটতলী বাজার, চট্টগ্রাম
পরিবেশনায়
আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ
শুভেচ্ছা ফি (২০) বিশ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দঃ) গাউছিয়া জিলানী কমিটি-বাংলাদেশ
দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ
হাশেমী নগর, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ০১৭১১৪৪৭৫৬২

উৎসর্গ

উস্তাজুল উলামা আল্লামা আহমদ হাসান (রহ.),
আহল্লা দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন মাওলানা
এ.জেড.এম. সাহাবুদ্দীন খালেদ (রহ.),
মাইজভান্ডার দরবার শরীফের মাওলানা মুঈনুদ্দীন
আহমদ আল হাসানী (রহ.),
অধ্যক্ষ আল্লামা মুছলেহ উদ্দীন (রহ.),
অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বশর নঈমী (রহ.) ও
আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী
কমিটি আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী
(দ.) শীর্ষক সেমিনারে বিগত বছরে যাঁরা উপস্থিত
হয়ে, আর্থিক সহযোগীতা করে ইন্তেকাল করেছেন,
তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনায়।

সভাপতি মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয়নবী সরকারে দো'আলম রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের বরকতপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত মাস মাহে রবিউল আউয়াল সমাগত। নবী প্রেমিক সুন্নী জনতার হৃদয় এ মহান মাসে প্রেমে রাসূলের দরিয়ায় অবগাহন করে থাকে। প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে এক নবজাগরণ ও উৎসাহ উদ্দীপনার ঢেউ খেলে যায়। আপন নবীর শুভাগমনের আনন্দে মহান ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর খুশী উদ্‌যাপনের নিমিত্তে আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে আপন সামর্থানুযায়ী হৃদয় উজাড় করে নানা অনুষ্ঠানাদি ও ইবাদতের নজরানা পেশ করে থাকে, আমিও আপ্রাণ চেষ্টা পরিশ্রম ও সামর্থ দিয়ে ১২ দিন ব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে থাকি। নবী প্রেমিক সুদক্ষ দ্বীনি ওলামাদের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতে তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক বিষয় ভিত্তিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ অনুষ্ঠান আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এতে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর তাৎপর্যবহ বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হচ্ছে। প্রিয় নবী (দ.) এর নূরানী জিন্দেগীর বিভিন্ন দিক অবগত হয়ে একদিকে ঈমান আক্বীদাকে মজবুত করতে সক্ষম হচ্ছে, অপরদিকে নবী (দ.) এর আদর্শে নিজের জীবনকে গঠন করে উপকৃত হবার সুযোগ লাভে ধন্য হচ্ছে। এ মহান সেমিনার তথা নূরানী মাহফিল আয়োজনের তাওফিক দান করার জন্য রাব্বুল আলামীন আহকামুল হাকেমীনের শাহী দরবারে অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে যাঁরা মহান আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক করার জন্য আর্থিক, শারিরীক, কায়িক সর্বাঙ্গিন সহযোগিতা দান করে আসছেন, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১২ দিন ব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক সেমিনার ও মাহফিলের উপর প্রতিবেদন ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণামূলক লেখার সমন্বয়ে সুবহে সাদিক এর প্রকাশনা নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী ও সার্থক পদক্ষেপ। আমি এ ধরণের সময়ে সাহসী উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আরও বৃহৎ উদ্যোগ নেওয়ার তাওফিক হয় তজ্জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকলের জন্য দোয়া করছি।
আমীন। বেহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।।

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর ওয়াল ফিকহ
ওয়াল আদব, শাইখুল আরব ওয়াল আজম শাহসুফী

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী

(মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)
প্রেসিডেন্ট-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-বাংলাদেশ।
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসুল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি-বাংলাদেশ।
প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক-আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলিয়া মাদরাসা।
হাশেমী নগর, জালালাবাদ, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সম্পাদকীয়

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বর্ষ পরিক্রমায় আমাদের কাছে শুভাগমন করেছে সকল ঈদের সেরা ঈদ মহান ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোবারক মাস মাহে রবিউল আউয়াল, এ মহিমান্বিত মাসেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য এক মহান নেয়ামত মানবতার ত্রাণ কর্তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল নবীকুল শিরোমণি প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরায় প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন-"লাক্বাদ মান্নাল্লাহু আলাল মু'মিনিনা ইয়া বা আছা ফিইহিম রাসূল"।

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি একজন মহান রাসূল প্রেরণ করে এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। (আল-কুরআন) প্রিয় নবীর শুভাগমণের প্রাক্কালে আরব দেশ হয়ে পড়েছিল হত্যা, রক্তপাত, মদ্যপান, ব্যভিচার, রাহাজানি ইত্যাদি পাপ পঙ্কিলতায় ভরে গিয়েছিল, মানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী হুজুরে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের অমীয় বাণী ও সুশীতল ছায়াতলে এনে এক অনুপম ও আদর্শগত ও শিক্ষার মাধ্যমে বর্বর আরব জাতিসহ গোটা বিশ্বমানবতাকে শান্তি ও মুক্তির পথে পরিচালিত করেন।

এ মাসের আগমনে তাই মু'মিনের হৃদয়ে এক নবজাগরণ ও উৎসাহ উদ্দীপনার তরঙ্গ উঠে। নবী প্রেমিক মু'মিনগণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে ধুমধামের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবীর আনন্দ উদ্‌যাপন করে থাকে। কারণ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। নবীজীর আদর্শ ও শিক্ষাই মানবতার মুক্তি একমাত্র পথ। যুগ যুগ ধরে চিরসত্যই প্রতিভাত হয়ে আসছে। এ জন্য প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী হায়াতের সার্বিক জ্ঞান লাভ মু'মিন মাত্রই সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। বিশেষতঃ বর্তমানে ফিতনা ফ্যাসাদে যুগে নবী বিদ্বেষী ইহুদী নাসরা ও বাতিল মতবাদীরা যখন মাথাচাড়া দিয়ে ইসলামকে বিকৃত করে প্রিয় রাসূলের কুৎসা রটনা করা, সহ নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে এমতাবস্থায় প্রিয় নবীজী ও দ্বীন ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অবহিত হওয়া ব্যতীত ঈমান রক্ষা করা মুশকিল।

ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহবুরে শরীয়ত পীরে কামেল হযরতুল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব কেবলা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত তরিকত ভিত্তিক আধ্যাত্মিক সংগঠন আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাউছিয়া জিলানী কমিটি এর উদ্যোগে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলিয়া মাদরাসা'র ব্যবস্থাপনায় সুদীর্ঘ ৩৫ বছর যাবত ২৯ সফর থেকে ১১ই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রিয়নবী এর নূরানী হায়াতের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, প্রিয় হাবীবের আদর্শ ও শিক্ষাকে নবী প্রেমিক মু'মিনদের সম্মুখে উপস্থাপনা করার বিরাট দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন, এতে প্রিয় নবী (দ.) এর অন্যান্য গুণান্বিত সত্ত্বার সৃষ্টি পবিত্র বেলাদত শরীফ থেকে আরম্ভ করে তাঁর মহান আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণালব্ধ আলোচনা পেশ করে থাকেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দেশবরেণ্য সুযোগ্য সুন্নী বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম কোরআন হাদীসের আলোকে বক্তব্য পেশ করেন। হুযুর কেবলা আল্লামা হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলি উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করে পরিশেষে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ নসিহত পেশ করে থাকেন। খতমে কোরআন, খতমে বোখারী থেকে শুরু করে বহু বরকতময় খতমাদি আদায় করা হয়। প্রিয় নবী (দ.) এর রেজামন্দী হাসিলের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, এ মাহফিল বর্তমানে দেশের বৃহদাকার মাহফিলগুলোর মধ্যে গণ্য হয়েছে। ওয়ায়েজীনে কেরামগণের রূহানী বক্তব্য এবং আশেক শ্রোতামণ্ডলীর নিবিড়ভাবে শ্রবণ মনোনিবেশ নবীপ্রেমে আত্মহারা হয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই আশেকদের অন্তরে এশকের জোয়ার বইয়ে দেয়। অগণিত মানুষকে ইসলামের বাতিল দল-উপদলের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামত অবধি এ মহান মাহফিলকে জারী রাখুন। এ বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে নবী প্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে সুন্নীয়তকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মহতি প্রয়াস জাগরুক হোক এ উপলক্ষে আমরা প্রতিবছরের মতো সুবহে সাদিক প্রকাশের পদক্ষেপ নিলাম। আশা করি আমাদের ম্যাগাজিন ঈদে মিলাদুন্নবী এর আনন্দকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। সময়ের স্বল্পতা ও মুদ্রণ প্রমাদ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। সুন্নীয়ত ভিত্তিক ইসলামী সমাজ বির্নিমাণে পথ সুগম হোক। এটাই আমাদের কামনা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেবা ও তাঁর শানে কাসিদা রচনার সওগাত

তাকরীর: ইমামে আহলে সুন্নাত পীরে কামেল
আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী

যাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশেক প্রেমিক হয়ে নিজের জীবনকে, নিজের কর্মকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উপহার দিয়ে ধন্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি তৎকালীন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়ের (কবি) ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শানে প্রশংসা ও পরিচয় মূলক অসংখ্য কসিদা লিখেছিলেন এবং বিধর্মী কবিদের রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে লিখিত কবিতার জবাব দিয়েছিলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হয়ে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতের জন্য মসজিদে আলাদা মিম্বর তৈরী করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন-হাস্‌সান! তুমি আমার শানে কসিদা লিখতে থাক আর আমার সমালোচনাকারীদের জবাবও কাসিদা আকারে দিতে থাক, তোমাকে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) সাহায্য করবেন। অন্য একজন সাহাবা যাঁর নাম হযরত রবীয়া ইবনে কাব আসলমী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যিনি আজীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করেছিলেন। বিশেষ করে এক রাতে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে সারা রাত জাগ্রত রইলেন। শেষ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অজু করার জন্য ঘর হতে বের হলেন, দেখলেন কোন নির্দেশ ছাড়া অজু করার পানি মিসওয়াক, গামছা, নামাজের জায়নামায সব আগে থেকে তৈরি করে রাখেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কে করেছে? হযরত রবিয়া ইবনে কাব আসলমী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি করেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিয়া ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সবাই বাড়িতে চলে গেছে, তুমি যাওনি, বিশ্রাম পর্যন্ত নাওনি। তুমি যে এত কষ্ট করেছ, বল তুমি কী চাও? তুমি যা চাও আমি তা দেব। খোদার খোদায়ীর নেয়ামত, বরকত, দৌলত, রহমত, হেফাজত, শান্তি, উন্নতি, নাজাতি, মুক্তি, কামিয়াবী সব নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে। এই সুযোগে রবিয়া ইবনে কাব আসলমী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি চাই দুনিয়াতে যেমন আপনার সামনে বসা আছি, আপনার গোলামীতে হাজির আছি, আখেরাতেও যেন আপনি বেহেস্তের যে রুমে যাবেন (বেহেস্ত আটটি, আমার নবী থাকবেন জান্নাতুল ফেরদাউসে) বেহেস্তের যে রুমে থাকবেন। এখন যেমন আপনার সামনে বসা আছি ওখানেও যেন আপনার সামনে বসে থাকতে পারি, আপনার গোলামীতে নিয়োজিত থাকতে পারি। (সুবহানাল্লাহ্)

"আস্‌আলুকা মোরা ফাকাতাকা ফিল জান্নাত"

দুনিয়াও চাই না, আখেরাতও চাই না, বেহেস্তও চাই না। কিন্তু বেহেস্তে আপনার গোলামী চাই।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-'আওয়া গাইরা যালিকা'।

রবীয়া আরো চিন্তা করে বল আর কি চাও?

এছাড়া তোমার আর কি চাওয়ার আছে। তিনি উত্তর দিলেন, আপনার সাথে যদি বেহেস্তে থাকার সুযোগ পাই, তাহলে আর কিছু লাগবেনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে ঠিক আছে, বেহেস্তে তোমাকে আমার সাথে থাকার সুযোগ দিলাম। তবে তার আগে একটি শর্ত আছে। তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

"পা আইয়িদ আলা নাফসিকা বে কারাতিস সুজুদ"

আমি তো তোমাকে বেহেস্তে আমার সামনে আমার রুমে জায়গা দিলাম, আমি যেমন বেহেস্তে তোমার জন্য আমার রুমে, আমার সামনে বসার জন্য রিজার্ভ করে দিলাম। তোমাকেও একটি কাজ করতে হবে, কি করতে হবে?

"বে কাসরাতিস সুজুদ"

"সিজদার বহুবচন" 'সুজুদ'। তোমাকে আজীবন নামায পড়তে হবে। নামায যাতে বাদ না যায়। সব কিছু ছাড়তে রাজি কিন্তু নামায ছাড়তে রাজি না। যত দরকারী কাজ হোক, যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হোক, যত সমস্যা হোক, যে রকম সংকটাপন্ন অবস্থা হোক, সমস্ত কাজের আগে নামায, তুমি নিয়মিত নামায পড়। যদি নিয়মিত নামায পড় তাহলে দুনিয়াতে যেমন আমার সামনে বসা আছ, আখিরাতেও আমার সাথে থাকবে। হযরত কাব ইবনে জুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাহাবা, যাঁর মাজার শরীফ দুবাইর আল আইনে অবস্থিত। আরব আমীরাতে ওহাবী হুকুমতের কারণে মাজার শরীফের তেমন চিহ্ন নেই। তবুও সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসীরা সেই মাজারে যিয়ারত করে, গিলাফ ছড়ায়, অতর-গোলাপ দেয়। হুকুমত (সরকার) এসে সে গুলো ফেলে দেয়। সে জন্য মাজারে যাওয়া, যিয়ারত করা বা গিলাফ বন্ধ হয়নি। আমরা সুন্নী মুসলমানরা নবী সাহাবা ও অলীর দরবারের আশেখ, ভক্ত। যত তাড়াবে তত বেশী যাই। কারণ লাভের জন্য। আমাদের দেশ থেকে যারা দুবাই গিয়েছে, তারা অনেকে হযরত কাব ইবনে জুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র মাজার যিয়ারত করেছেন। হযরত কাব ইবনে জুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শানে অনেক কাসিদা লিখেছেন। তাঁর একটি কসিদার নাম হচ্ছে-'কাসিদা-ই-বানত সোয়াদ' (যে কাসিদা আঙ্গুমানে মুহিব্বানে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীর্ষক সেমিনারে একদিন সম্মিলিত ভাবে তেলাওয়াত করা হয়) এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন-১০ জন লোককে যেখানে পাও হত্যা কর। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শানে বেয়াদবী, কটূক্তি এবং তাঁর মান ক্ষুন্ন হয় সে রকম কাসিদা লিখেছে। তারা মারাত্মক পাপী এবং দোষী। তাদের মধ্যে বড় আসামী হচ্ছে-কাব ইবনে জুহাইর। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষিত ১০ জনের ১ জনকে হত্যা করা হয়েছিল বায়তুল্লাহ্ শরীফের গিলাফের ভিতর লুকানো অবস্থায়। অথচ বায়তুল্লাহ্ শরীফ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন-

"ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা"

বায়তুল্লাহ্ শরীফে যে প্রবেশ করবে সে আশ্রয় পাবে। তার জান-মালের নিরাপত্তা আল্লাহ্ দান করবেন। সুবহানাল্লাহ্। এখনো যদি বাঘ হরিণকে বা ছাগলকে দৌড়ায় আর হরিণ যদি কোন মতে দৌড়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের এলাকায় ঢুকে যেতে পারে তাহলে বাঘ আর হরিণের দিকে তাকায় না। বরং বাঘ দৌড়ে পলায়ন করে। সুবহানাল্লাহ্। কেন দৌঁড়ায়? কারণ বাইতুল্লাহ্ শরীফে যে প্রবেশ করে তার জান-মালের নিরাপত্তা হয়ে যায়। ওই ১০ জনের ১ জন বায়তুল্লাহ্ শরীফে আশ্রয় নিয়েছিল। জানের নিরাপত্তার জন্য বাইতুল্লাহ্ শরীফে ঢুকে গিলাফের মধ্যে লুকিয়ে রইল। কিন্তু বাইতুল্লাহ্ তাকে নিরাপত্তা দিল না। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র ঘোষণা মতে সেখানেই হত্যা করা হল। বায়তুল্লাতে আশ্রয় নিয়েও রক্ষা হয়নি। কিন্তু কাব-ইবনে জুহাইর জান রক্ষার জন্য আশ্রয় নিল নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে। এসে বেশ-রূপ বদলে শেরে খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে কলেমা পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুয়ারে যেতে প্রথমে অলির আশ্রয় নিতে হয়। সে জন্য ওই দোষী আসামী কাব ইবনে জুহাইর জান মালের নিরাপত্তার জন্য প্রথমে আশ্রয় নিল শাহে বেলায়ত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে। বর্তমানে তো প্রত্যেকে আপন পীরকে শাহে বেলায়ত দাবী করে। প্রকৃত শাহে বেলায়ত হচ্ছেন একজন। তিনি হচ্ছেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র হাতে কাব ইবনে জুহাইর কলেমা পড়ার পর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। না জানি এই আসামীকে আশ্রয় দিয়ে আমার উপর কি বিপদ আসে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র

পরামর্শে হযরত কাব ইবনে জুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেশ-রূপ পরিবর্তন করে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দরবারে গেলেন। সেখানে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাযের পর সুযোগ বুঝে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই লোকটা বাইরের। সে বড় কবি, সাহিত্যিক, জীবনে অসংখ্য কবিতা-কসিদা লিখেছেন। আপনার শানেও একটি কাসিদা নাত লিখেছেন। সে তা শুনাতে চায়, অনুমতি দিলে শুনাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে চাইলেন। কাব ইবনে জুহাইর অনুমতি পেয়ে শুনাতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামও শুনতে লাগলেন এবং আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসলেন। কাসিদায় কাব ইবনে জুহাইর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান-মান, রূপ-গুণ এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন যে, এতে রাসূল খুশি হয়ে নিজের চাদর মোবারক তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। এটাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দুনিয়া থেকে পর্দা করার পূর্বে। পর্দা করার পরও যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শান-মান, রূপ-গুণ, সানা-সিফাত প্রশংসা করে কাসিদা-নাত লিখে পাঠ করেছেন তাদেরকেও চাদর মোবারক সহ বিভিন্ন উপহার দিয়েছেন। {তাদের মধ্যে একজনের কাসিদাও আমরা ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীর্ষক সেমিনারে পড়ে থাকি} । সে কাসিদার নাম কাসিদা-ই বোরদা, লিখেছেন হযরত শরফুদ্দীন বুসিরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র একজন আশেক-প্রেমিক ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে পর্দা করার ৮০০ বছর পরের ঘটনা। ওই কাসিদার লেখক অর্ধাঙ্গ রোগে (প্যারালাইসেস) আক্রান্ত হলেন। ডাক্তার তিনি আর সুস্থ হবেন না বলে জবাব দিয়েছেন। তিনি ডাক্তারদের থেকে বিমুখ হলেও, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিমুখ হননি। তিনি এত কঠিন ভাবে রোগাক্রান্ত হলেন যে, শরীর নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছিলেন না। শরীর অচল হয়ে গেল, তারপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে একটি কাসিদা লিখে আরোগ্য লাভের আশায় দুরূদ পড়তে পড়তে শুয়ে পড়লেন। ঘুম আসল, ঘুম আসার পর স্বপ্নে দেখলেন তাঁর শয্যার পাশে আল্লাহ্র মাহবুব রাহমাতুল্লীল আলামীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভাগমন করেছেন। তাঁর ঘর পূর্ণ আলোকিত হয়ে গেল এবং সুগন্ধময় হয়ে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে এসে তাঁর শয্যার পাশে বসে বললেন-শরফুদ্দীন! তুমি আমার শানে যে কাসিদা লিখেছ, পড় দেখি। শরফুদ্দীন বুসিরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো জীবনে আপনার শানে অনেক কবিতা কাসিদা লিখেছি। কোনটা পড়ব? রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-কিছুক্ষণ আগে তুমি যে কাসিদা লিখেছ এবং পড়েছ ওই কাসিদা।

যার প্রথম লাইন-

আমিন তাযাক্কুরি জীরানিন বে-যি সালামী

মাযাজাদ দামযান জারা মিন মুক্বি লাতিন বি-দমী।

শরফুদ্দীন বুসিরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বপ্নের মধ্যে অচল রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে ওই কাসিদা পড়া আরম্ভ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাসিদা শুনতে ছিলেন আর আনন্দিত হয়ে মুচকি হেসে আন্দোলিত হয়ে শরফুদ্দীন বুসিরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র রোগাক্রান্ত শরীরে হাত বুলাচ্ছিলেন। যত কাসিদা পাঠ করতে ছিলেন তত আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগলেন। শরফুদ্দীন বুসিরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাসিদা পড়া শেষ হলে তাঁর শরীর পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন এবং স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে তাঁকে নিজের চাদর মোবারক উপহার দিলেন। সেই জন্য ওই কাসিদার নাম কাসিদা-ই বোরদা (চাদর) শরীফ। [উপরে উল্লেখিত কাসিদা দু'টি আল্লামা হাশেমী সংকলিত "ওয়াযাইফ-এ হাশেমীয়া" গ্রন্থে বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সংকলিত আছে-সম্পাদক] সূত্রঃ মাসিক মাহফিল: রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী, মাদ্‌রাসা মসজিদ।

✍ সংগ্রহে: মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহছান

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

পার্শ্বে মরহুম আবু তাহের কোম্পানী প্রকাশ তাহের মিঞার বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেহেতু আহছানুল উলুম মাদ্রাসা তখন সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত ছিলো না, সেহেতু তিনি ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষা দিয়ে ছিলেন।

১৯৭৯ সালে মুর্শিদে বরহক্ব হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ সাহেব কেবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লামা হাশেমী সাহেবকে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় শুধুমাত্র বুখারী শরীফটুকু পড়ানোর আহবান জানান। ইমামে আহলে সুন্নাত এ মহান বুজর্গের প্রস্তাবে আন্তরিকতার সহিত সম্মত হয়েছেন। এমন কি নিজ খরচে যাতায়াত করে অবৈতনিক ইলমে হাদীসের খেদমত আন্জাম দিয়ে, এ খ্যাতনামা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর আন্তরিকতা এভাবেই ছিল তিনি প্রথম ঘন্টা বুখারী শরীফ পড়াতে বসলে চতুর্থ ঘন্টা পর্যন্ত একটানা পড়াতেন। আর যে দিন যোহরের পর বসতেন, সেদিন শুধু নামাযের বিরতী দিয়ে একটানা এশা পর্যন্ত পাঠ দান করতেন। এভাবেই একজন অলী আরেকজন অলীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এশিয়ার খ্যাতনামা এ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে সময় যারা বুখারী শরীফের পাঠ দান করতেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা হাশেমী ছাড়া অন্যান্য বুজর্গ মুহাদ্দিসিন-ই কেরাম যথাক্রমে-আল্লামা আবদুল গফুর নোমানী (উপাধ্যক্ষ), আল্লামা আবদুল হামীদ ও আল্লামা আবদুল আউয়াল ফোরকানী আলাইহিমুর রহমাতু ওয়ার রিদ্বওয়ান আজ আমাদের মধ্যে নেই।

বর্তমানে জামেয়ার প্রধান ফক্বীহ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী, জামেয়ার অন্যতম মুফতী আল্লামা কাযী আবদুল ওয়াজেদ, ড. আল্লামা শাহ্ আলম আল মারুফ, জামেয়ার আরবী প্রভাষক আল্লামা আমিনুল করীম, ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আনোয়ার হোসেন, আল আমীন বারীয়ার নুরুল ইসলাম আনসারী সহ অসংখ্য যোগ্য আলেমগণ আল্লামা হাশেমী সাহেবের কাছে বুখারী শরীফ পড়েছেন। আল্লামা তৈয়ব আলী, অধ্যক্ষ লালিয়ার হাট হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, আল্লামা খাইরুল্লাহ্ (উপাধ্যক্ষ শাহ চান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা) সহ অনেকেই জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়াতে আল্লামা হাশেমীর নিকট বুখারী শরীফ পড়েছেন।

বর্তমানে যেসব বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের সামনে বিদ্যমান সেগুলো কামিল হওয়া কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্ব থেকে আল্লামা হাশেমী সুন্নীয়তের বিশাল অঙ্গনে শিক্ষকতা, বিশেষভাবে হাদীস পড়ানো, ওয়াজ-নসীহত, প্রতিষ্ঠান করা সহ সুন্নীয়তের বহুমুখী খেদমত আন্জাম দিয়ে আসছেন।

দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা (কামিল-১৯৪৯) ও ওয়াজেদীয়া কামিল মাদ্রাসার (কামিল-১৯৫২) তৎপর যেসব বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৎমধ্যে-

- জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া- কামিল প্রতিষ্ঠা-১৯৭৩ইং।
- ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসা-১৯৬৫ইং।
- নাজিরহাট আহমদীয়া মাদ্রাসা-১৯৭৭ইং।
- আলমশাহ পাড়া আলীয়া মাদ্রাসা-১৯৭৭ইং।
- গহিরা এফ.কে. জামেউল উলুম কামিল মাদ্রাসা-১৯৮৮ইং।
- চট্টগ্রাম নেছারীয়া আলীয়া মাদ্রাসা-১৯৮৫ইং।
- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া আলীয়া মাদ্রাসা-১৯৮৪ইং।
- চুনুতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা-১৯৭৬ইং
- শাহ্ চান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা-১৯৮২ইং।
- গারাঙ্গিয়া আলীয়া মাদ্রাসা-১৯৮১ইং।
- শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসা-১৯৯৬ইং
- শীতাকুন্ড কামিল মাদ্রাসা-
- মিরশ্বরাই কামিল মাদ্রাসা-

এভাবে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত কামিল মাদ্রাসাগুলোতে নিয়োজিত অধিকাংশ মুহাদ্দিস হয়ত হুযূরের ছাত্র, না হয় তাঁর ছাত্রের ছাত্র বা পরবর্তী ছাত্রদের ছাত্র। এতে তাঁর যোগ্যতা ও খেদমত প্রসার লাভ করে। সুন্নী অঙ্গনে তিনি প্রবীণ বক্তা। তাঁর ওয়াজ নসীহতের উপস্থাপনা দেখে বাতিলপন্থীরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতো। ৩, ৪, ৫, ৬ ঘন্টা পর্যন্ত একটানা তাকরীর করতে আমরা দেখেছি। জীবনে তাঁর স্বর ভাঙ্গতে দেখিনি। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে পর্যন্ত মাহফিল করেছেন। সুন্নীয়তের পক্ষে ঈমান-আক্বীদার বিষয়গুলো বড়ই পান্ডিত্বের সাথে তথ্য নির্ভর বক্তব্য দিয়ে আজ এ ময়দান উর্বর করে রেখেছেন। বাতিলের দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লামা হাশেমীর বিকল্প এখনো তৈরি হয়নি। আল্লামা হাশেমীর উপস্থিতি এখনো বাতিলদের উপর প্রভাব ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আসরের নামাজের পর সুন্নী সম্মেলনে বসলে, সেখানে শুধু নামাজের জন্য দাঁড়ানো ছাড়া কখনো কোন দিন মাহফিল থেকে উঠে কোন প্রয়োজন এমনকি পায়খানা-প্রস্রাব করতে যেতে কেউ দেখিনি। এভাবে তাঁর এক অলৌকিক জীবন চলে আসছে। আশি উর্ধ্ব এ বয়বৃদ্ধ লোকটি কোন মাহফিলে গিয়ে আযু করা, পায়খানা প্রস্রাব করা, কারো বিছানায় বিশ্রাম করতে দেখা যায়নি।

বর্তমানে যাঁদেরকে আমরা দেশের প্রথম সারির আলেম হিসেবে মূল্যায়ন করছি, তাঁদের কাউকে তাঁর সাথে তুলনা করার অবকাশ নেই।

আল্লামা হাশেমী যখন প্রাথমিক অবস্থায় সহীহ বুখারী শরীফের পাঠ দান করেছেন, তখন দাখিল পাশ করেছেন, এমন ব্যক্তির সংখ্যাও বর্তমান সময়ে নগন্য। আমাদের মধ্যে বয়স্ক আলেমদের কয়েকজনের নাম নবীনদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি।

(১) আল্লামা এনামুল হক ওয়াজেদী, (কামিল ১৯৫৯ইং)
সাবেক অধ্যক্ষ, ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা।
(২) আল্লামা সৈয়্যদ নুরুল মুনাওয়ার (কামিল ১৯৬০/৬১ইং)
সাবেক অধ্যক্ষ, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসা।
(৩) আল্লামা মোছলেহুদ্দীন (রহ.) (কামিল ১৯৬০ইং)
(৪) আল্লামা হাফেজ সাইফুর রহমান নিজামী (কামিল ১৯৬০ইং)
(৫) আল্লামা মুফতী ওবাইদুল হক নঈম (কামিল ১৯৬৫ইং)
(৬) আল্লামা আজিজুল হক আল কাদেরী (কামিল ১৯৬৬ইং)
(৭) আল্লামা খাইরুল বশর হক্কানী (কামিল ১৯৬৬ইং)
(৮) আল্লামা জাফর আহমদ বদরী (কামিল ১৯৬৭ইং)
(৯) আল্লামা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী (কামিল ১৯৭০ইং)

উল্লেখিত কয়েকজন প্রবীন আলেমের মধ্যে ১,২, ৫, ৬ ও ৭নং এর লিখিত সকলেই আল্লামা হাশেমীর ছাত্র এবং সহীহ বুখারী শরীফ তাঁর কাছে পড়েছেন।

আজকাল আমাদের অনেক ছাত্ররা মনে করে হাশেমী সাহেব কি আমার ওস্তাদ? তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে আমাদের বাঁধা কোথায়? তারা হয়ত জানে না যে আল্লামা হাশেমী তাঁদের ওস্তাদ, না হয় দাদা ওস্তাদ, নতুবা পরদাদা ওস্তাদকে পড়িয়েছেন। সুতরাং সেও ছাত্রের তালিকা ভূক্ত হয়েছে।

আল্লামা হাশেমী সাহেবকে তখনই ইমামে আহলে সুন্নাত ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো, যখন যুগের শ্রেষ্ঠ অনেক বড় বড় বুজর্গ ব্যক্তিবর্গ তথা ওলামায়ে কেরাম জীবিত বা উপস্থিত ছিলেন। যেমন-আল্লামা আমিনুল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ আমীন, আল্লামা ফোরকান, আল্লামা মুফতী আজিজুর রহমান, আল্লামা মুফতি ওক্বারুদ্দীন বেরলভী, আল্লামা সৈয়্যদ নুরুচ্ছফা নঈমী (আলাইহিমুর রহমাতু ওয়ার রিদ্বওয়ান)সহ আরো অনেকেই।

ষাট বছরের উর্ধ্বকাল যার খেদমত, তাঁর নিজের ও ছাত্রদের খেদমতের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবুও আমাদের যে সব নবীনরা মনে করে যে, আমাদের উস্তাদগণ হয়তো আল্লামা হাশেমীকে বুড়া হিসেবে সম্মান করে থাকেন। অথচ তারা জানে না যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা কী? বস্তুতঃ আমরা তাঁকে তাঁর যোগ্যতা ও খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান করে থাকি।

PDF by (Masum Billah Sunny)

ইমামে আহলে সুন্নাত হিসেবে তাঁর আচার-ব্যবহার অত্যন্ত প্রসংশনীয়। যে কোন স্থানে দোয়া করার সময় তিনি স্বীয় সিলসিলা ছাড়াও অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীনের ঈসালে সওয়াব করে থাকেন। বিশেষ করে কুতুবুল আউলিয়া সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ঈসালে সওয়াব করে থাকেন। এতে ওই দরবারের মহান বুজর্গগণের প্রতি আল্লামা হাশেমীর আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। বর্তমান হুযুর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব মুদ্দাজিলহুল আলী সম্পর্কে কোন রকম বিরূপ মন্তব্য করতে আল্লামা হাশেমীর মুখে শুনিনি। পক্ষান্তরে আমি হুযুর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের সাহেব কেবলাকেও খুবই কাছে থেকে দেখার বহুবার সুযোগ হয়েছে। আমি কখনো তাঁকে এদেশের কোন পীর বা ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনিনি এবং করেছেন বলে, অন্য কারো থেকে শুনিনি। বর্তমানে যারা অবাঞ্ছীত কথা-বার্তা বলছেন বা স্ব-নামে বা বে'নামে লিখছেন, তাদের প্রলাপ বকাতে বিশ্বাস করা বা কান দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই। তারা এ দু'দরবারের কোন মূল দায়িত্বশীল নয়।

আমাদের ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে একটি দিকনির্দেশনা পেশ করছি:

আল্লামা কাযী নূরুল ইসলাম হাশেমী উল্লেখযোগ্য কয়েক জন ছাত্রের নাম। যথাক্রমে

(১) আল্লামা অধ্যক্ষ জাফর আহম্মদ ছিদ্দিকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বুড়িচর, (২) আল্লামা অধ্যক্ষ মুঈনুদ্দীন আহমদ, নানুপুর, ফটিকছড়ি, (৩) আল্লামা অধ্যক্ষ এনামুল হক ওয়াজেদী, (৪) আল্লামা অধ্যক্ষ সৈয়্যদ মুহাম্মদ নুরুল মুনাওয়ার, অধ্যক্ষ গহিরা, (৫) আল্লামা আহমদ নজীর, সাতকানিয়া, (৬) পীরে কামেল আল্লামা মুফতি আব্দুর রব চিশ্‌তী, ঢাকা, (৭) মাওলানা আবুল মোহছেন শমসী, মুহাদ্দিস গহিরা ও ছিপাতলী আলীয়া, (৮) পীরে তরীকত আল্লামা মুফতি কাজী আমিনুল ইসলাম হাশেমী (৯) আল্লামা বজলুর রহীম হাশেমী, (১০) আল্লামা খাইরুল বশর হক্কানী, (১১) অধ্যক্ষ আল্লামা আজিজুল হক আল কাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা ছিপাতলী আলীয়া মাদ্রাসা, (১১) আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী, (১২) ড. আল্লামা শাহ্ আলম আল মারুফ, ডাইরেক্টর ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, (১৩) আল্লামা মুফতি কাজী আবদুল ওয়াজেদ, (১৪) মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল করীম, (১৫) মুহাদ্দিস আনোয়ার হোসেন, (১৬) উপাধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল্লাহ্, (১৭) অধ্যক্ষ আল্লামা তৈয়্যব আলী, (১৮) আল্লামা আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, (১৯) পীরে কামেল আল্লামা মুজিবুল হক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), পীর সাহেব শুনিয়া দরবার, চাঁদপুর, সহ অসংখ্যা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, ফকিহ্, পীর-মশায়েখ রয়েছেন।

আল্লামা অধ্যক্ষ জাফর আহম্মদ ছিদ্দিকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বুড়িচর,-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী, (২) আল্লামা অধ্যক্ষ জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, (৩) অধ্যক্ষ এস.এম. ফরিদ, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য আলেম রয়েছেন।

আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) মাওলানা এম.এ. মান্নান (সাবেক মুহাদ্দিস ছোবহানীয়া আলীয়া ও উপাধ্যক্ষ গহিরা আলীয়া), (২) আল্লামা মুফতি অছিয়র রহমান আল কাদেরী, (৩) আল্লামা আবুল হাশেম শাহ্, (৪) অধ্যক্ষ আল্লামা আবু তৈয়্যব, (৫) উপাধ্যক্ষ আল্লামা মুজাম্মেল হক আল কাদেরী, (৬) অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়্যদ হোসাইন, (৭) আল্লামা মুফতি কাজী আবদুল ওয়াজেদ, (৮) মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল করীম, (৯) আল্লামা আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, (১০) অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, (১১) অধ্যক্ষ মোখতার আহম্মদ, (১২) মুহাদ্দিস মুসতাক আহম্মদ, (১৩) উপাধ্যক্ষ আবুল কাশেম ফজলুল হক, (১৪) অধ্যক্ষ বদিউল আলম রেজভী, (১৫) আল্লামা আবদুল হালিম রেজভী, (১৬) আল্লামা আলা উদ্দীন কাদেরী, (১৭) আল্লামা নুরুন্নবী কাদেরী, (১৮) উপাধ্যক্ষ আবদুল অদুদ, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য আলেম রয়েছেন।

আল্লামা অধ্যক্ষ মুঈনুদ্দীন আহমদ(রহ.), নানুপুর, ফটিকছড়ি -এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা হোসাইন আহম্মদ ফারুকী, (২) আল্লামা সৈয়্যদ আলা উদ্দীন মুহাম্মদ আবু তালেব (৩) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলাহ, (৪) আল্লামা হাফেজ সোলাইমান ছিদ্দিকী, (৫) আল্লামা আবু জাফর ছিদ্দিকী,

(৬) আল্লামা কাযী সাঈদুর রহমান, (৭) অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আইয়ুব আনচারী (৮) মাওলানা আবদুল মোতালেব হাশেমী, (৯) আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, (১০) উপাধ্যক্ষ আল্লামা ফজলুল হক ইসলামাবাদী, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

আল্লামা অধ্যক্ষ এনামুল হক ওয়াজেদী-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা আবদুস সাত্তার আনোয়ারী, (২) উপাধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ ছগির ওসমানী, [তাঁর ছাত্রও পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে; এমনকি তাঁর অন্যতম ছাত্র আল্লামা সোলায়মান আনচারী সাহেব এর খেদমতও ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করেছে] (৩) আল্লামা মফিজুল হক আল কাদেরী, (৪) আল্লামা অধ্যক্ষ শামসুল আলম, (৫) আল্লামা জাফর আহাম্মদ জাহানাবাদী, (৬) মাওলানা হাফেজ মুমিনুল হক, (৭) অধ্যক্ষ আল্লামা ছফওয়ানুল করিম, (৮) মাওলানা হাফেজ সোলাইমান ছিদ্দিকী, (৯) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য আলেম রয়েছেন।

আল্লামা অধ্যক্ষ সৈয়্যদ মুহাম্মদ নুরুল মুনাওয়ার, অধ্যক্ষ গহিরা এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা মুহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী (২) মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ মোয়াজ্জমান হোসেন আনচারী, (৩) মরহুম মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ তৈয়্যবী, (৪) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, (৫) আল্লামা ইব্রাহীম হানফী, (৬) আল্লামা ইব্রাহীম নঈমী, (৭) মাওলানা নুরুল মুনাওয়ার চৌধুরী (৮) হাফেজ আব্দুল হাই চৌধুরী, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

আল্লামা আহমদ নজীর, সাতকানিয়া, -এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা মুফতি আবদুল ওয়াজেদ, (২) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, (৩) অধ্যক্ষ মোখতার আহম্মদ, সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

অধ্যক্ষ আল্লামা আজিজুল হক আল কাদেরী-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়্যদ হোসেন, (২) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, (৩) শাইখুল হাদীস আল্লামা হাফেজ সোলাইমান আনচারী, (৪) আল্লামা ইব্রাহীম হানফী, (৫) মুফাচ্ছেরে কোরআন আল্লামা কাযী ছালেকুর রহমান আল কাদেরী, (৬) মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার হোসেন, (৭) উপাধ্যক্ষ মুজিবুল হক, (৮) মাওলানা জসিম উদ্দীন আল কাদেরী, (৯) আল্লামা আবুল কাশেম নূরী, (১০) আল্লামা শফিউল আলম নেজামী, (১১) আল্লামা আনোয়ারুল আলম ছিদ্দিকী, (১২) আল্লামা নুরুন্নবী আলকাদেরী, (১৩) আবু তৈয়্যব মুহাম্মদ মুছা হেলালী, (১৪) উপাধ্যক্ষ আল্লামা নুরুল আমিন, (১৫) মাওলানা নুরুল ইসলাম আনচারী, (১৬) মাওলানা আবদুল হাই (ফার্সি), সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

পীরে তরীকত আল্লামা মুফতি কাজী আমিনুল ইসলাম হাশেমী (রহ.)- এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) অধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল বশর হক্কানী, (২) আল্লামা মুফতি অছিয়র রহমান আল কাদেরী, (৩) আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, (৪) মাওলানা মামুনুর রশীদ আনোয়ারী, (৫) মাওলানা কামাল উদ্দীন রেজভী, (৬) মাওলানা সুলতানুল আলম আনচারী, (৬) অধ্যক্ষ কাজী মুহাম্মদ আবুল বয়ান হাশেমী- সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

মাওলানা আবুল মোহছেন শমসী-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, (২) মাওলানা সোলাইমান আনচারী (৩) আল্লামা আবুল কাশেম নূরী, (৪) আল্লামা ইব্রাহীম হানফী, (৫) আল্লামা শফিউল আলম নেজামী, (৬) উপাধ্যক্ষ আবদুল অদুদ (৭) অধ্যক্ষ খোরশেদ আহমদ, (৮) মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী (৯) মাওলানা মোয়াজ্জম হোসেন আনচারী (১০) মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ তৈয়্যবী। সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

আল্লামা বজলুর রহীম হাশেমী-এর উল্লেখযোগ্য কয়েক ছাত্র যথাক্রমে:

(১) অধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল বশর হক্কানী, (২) আল্লামা অছিয়র রহমান আলকাদেরী, (৩) আল্লামা আবুল কাশেম নূরী (৪) মাওলানা সুলতানুল আলম আনচারী, (৫) মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, (৬) অধ্যক্ষ

PDF by (Masum Billah Sunny)

কাজী মুহাম্মদ আবুল বয়ান হাশেমী, (৭) হাফেজ মুহাম্মদ মুনিরুদ্দীন- সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন।

মোট কথায় আল্লামা হাশেমীর ছাত্র, ছাত্রদের ছাত্র, পরবর্তীদের ছাত্র এবং তৎপরর্তীতের ছাত্রের নাম লিখতে গেলে আমার মনে হয় এদেশের সিংহভাগ আলেম এ তালিকায় এসে যাবে। যেমন: আল্লামা নঈমীর ছাত্র, আল্লামা অছিয়র রহমানের ছাত্র, আল্লামা ওয়াজেদ সাহেবের ছাত্র, অধ্যক্ষ মোখতার আহমদ (শাহ্চাঁন্দ আলীয়া মাদ্রাসা) এর ছাত্র, আল্লামা মোস্তাক আহম্মদ (মুহাদ্দিস মুহাম্মদপুর কাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া) এর ছাত্র, আমি নগন্যের ছাত্রের মধ্যে মাওলানা ছালেকুর রহমান এবং তার ছাত্র মাওলানা নুরুন্নবী আলকাদেরী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ নুরুল আমিন, মাওলানা শফিউল আলম নেজামী, মাওলানা আবুল কাশেম নূরী, মাওলানা জসিম উদ্দীন আলকাদেরী, মাওলানা জালাল উদ্দীন, মাওলানা মনিরুল্লাহ্ আহমদী, (তাঁর উস্তাদ মাওলানা আনোয়ারুল আলম ছিদ্দিকীও এ অধমের ছাত্র) মাওলানা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন রশীদী (মুহাদ্দিস ছোবহানীয়া আলীয়া), মাওলানা মনিরুল্লাহ্ আহমদী পীর সাহেব কাগতিয়া-সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম রয়েছেন। আর আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব কেবলার ছাত্র মাওলানা এমএ. মান্নান এর ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন: উপাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, জননেতা মাওলানা এম.এ. মতিন, মাওলানা স.ও.ম. আবদুস সামাদ সহ আরো অগণিত-অসংখ্য যোগ্য ওয়ামায়ে কেরাম। জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়ার খেদমত যে বিশাল বিস্তৃত, তা যেমন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা; তেমনি উক্ত মাদ্রাসার কয়েক জন শিক্ষক বা সাধারণ শিক্ষকদেরকে বাদ দিলে হয়তো কেউ জাফর আহম্মদ ছিদ্দিকীর মাধ্যেমে, কেউ আল্লামা নঈমীর মাধ্যমে, কেই আল্লামা এনামুল হক ওয়াজেদীর মাধ্যমে, কেউ আল্লামা অছিয়র কাদেরী এর মাধ্যমে, কেউ আল্লামা সোলায়মান আনচারী এর মাধ্যমে, আল্লামা মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরীর মাধ্যমে এ প্রবীণ শিক্ষাগুরু আল্লামা হাশেমীর শিষ্যত্বের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সুতরাং তিনি যে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় তা আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আমাদের নবীন ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্ররা এসব তথ্য না জানার কারণে কোথাও যেন বিভ্রান্ত না হয়।

লেখক: শাইখুল হাদীস-গহিরা এফ.কে. জামেউল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

বাল্লাগাল উলা বি-কামেলিহী, কাশাফাদ্ দোজা বিজামালিহী # হাছুনাত যমীয়ু খিছা-লিহী, ছাল্লু-আলাইহি ওয়া আলিহী

থ্রী ষ্টার ট্রাভেল্স

THREE STAR TRAVELS

ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সৌদি দূতাবাস কর্তৃক অনুমোদিত হজ্ব এজেন্ট

ট্রেড ইনফরমেশন লিঃ

TRADE INFORMATION LTD.

Recruting licence No. RL: 626

চট্টগ্রাম অফিসঃ	ঢাকা অফিসঃ
৫২৯, ঘোষাল কোয়ার্টার	১৯২ ফকিরাপুল
হাজী সালেহ ম্যানশন (৩য় তলা)	হোটেল ফকিরাপুল (৩য় তলা)
ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।	মতিঝিল, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৬১৪০০৮, ৬১৫২০২, ৬৩৮২৭০	ফোনঃ ০২-৮৩১৭২৬০
মোবাইলঃ ০১৮১৯-৬২০৭৩	ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪১৫৪২
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-৩১-৬১০৪১১	
E-mail: threestat@spnetctg.com	

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব

✍ আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশ্রাফী

ইসলাম মহান আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বিধায় এটি–একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামী শরীয়তে। মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সফল সমাধান ইসলামের মধ্যে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান বলেই তো এটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। বিশ্ব মানবতার সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যুগোপযোগী বিধানসমূহ দিয়ে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ মানুষকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের সাফল্যের দিকে আহ্বান করতে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এসব প্রকিকূলতার মোকাবিলার জন্যও রয়েছে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। জিহাদ তারই অন্যতম একটি। এ জিহাদ শুধু আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তে নয়, পূর্বেকার অনেক নবী-রাসূলের শরীয়তেও এর বিধান অনুমোদিত ছিল। মহান আল্লাহ্র মনোনীত এ দ্বীন মানবজাতির সঠিক সাফল্য ও উভয় জগতের কল্যাণের নিশ্চয়তা থাকলেও মানুষ শয়তানি প্ররোচনা ও কামনা-বাসনার মোহে পড়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর বিরোধিতায় সদা তৎপর ছিল। নবী-রাসূলগণ প্রথমত: মানুষকে গ্রহণযোগ্য পন্থায় আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানান। এতে যারা সহজে আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবী-রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে, তারা সঠিক নিরাপত্তা লাভ করেছেন। আর যারা মহান আল্লাহ্র আদেশ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তাদের অনুগত করার জন্য এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান রাখা হয়েছে। সাধারণ অর্থে সত্য ও ন্যায়-এর প্রতি অনুগত করার এ বিধান শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিদ্যমান। যেমন–যখন কোন সন্তান মাতা-পিতার অবাধ্য হয়, অন্যায় পথে পা বাড়িয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে, তখন মা-বাবা প্রথমে সন্তানকে বুঝানোর পথ বেছে নেয়। যখন সেটা সুফল ভয়ে আনে না, তখন তাকে শারীরিক শাস্তি দেয়ার পথ বেছে নেয়। শুধুমাত্র সন্তানকে সঠিক পথে আনার উদ্দেশ্যে। জিহাদের বিষয়টি অনেকটা এভাবে ধরে নেয়া যায়।

জিহাদ শব্দটি জাহদুন্ বা জুহ্দুন শব্দ থেকে উদ্ভুত। আভিধানিক অর্থে–কষ্ট ও প্রচেষ্টাকে বুঝায়। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জান-মাল এর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। এতেই ইসলামে জিহাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ফুটে উঠে। অর্থাৎ ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তৃতি অর্জন আসল নয়। মূল উদ্দেশ্য হল এর মাধ্যমে বেদ্বীনদেরকে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে এনে তাদের উভয় জগতের সাফল্যের অধিকারী করা। এছাড়া ভিন উদ্দেশ্যে জিহাদ করলে এতে মহান আল্লাহ্ ও প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টিতো পাওয়া যাবেই না, বরং পেছনে তাদের ক্ষতির ঘোষণা রয়েছে।

পবিত্র ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ পর্যালোচনা করলে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম বলে প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ্র নিকট জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের উঁচু মর্যাদার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্রতি নিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে কেউ প্রাণ হারালে তার জন্য "শাহাদাতের" মহান মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে শহীদদের মর্যাদার একাধিক আয়াত বিদ্যমান। ইসলামী জিহাদ যে দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হবে, তা পবিত্র ক্বোরআন মজিদ থেকে প্রমাণিত। যথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– حتى يكون الدين كله لله অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর, আল্লাহ্র দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং জিহাদ যে দ্বীনের স্বার্থে এটাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের পর আল্লাহ্র রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করাকে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। যথা ইরশাদ হচ্ছে–

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون –

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান স্থাপন করছ এবং আল্লাহ্র পথে তোমাদের মাল এবং জান দিয়ে জিহাদ করছ, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উত্তম বলে জান। (সূরা সাফ)

PDF by (Masum Billah Sunny)

আলোচ্য আয়াতে জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাকে উত্তম ব্যবসা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পবিত্র হাদীস শরীফে দ্বীনের স্বার্থে জিহাদের বেলায় কোন যুগকে নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে–জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অনুরূপভাবে দ্বীনের স্বার্থে হিজরতের বিধানও অব্যাহত থাকবে। যথা বর্ণিত আছে– لاتنقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة অর্থাৎ হিজরত তাওবা করার সময় শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ)।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করার দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতে হবে। অন্যথায় তার মৃত্যু হবে মোনাফেকী চরিত্রের উপর। (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ)

উল্লেখ্য যে, জিহাদ মানে সর্বক্ষেত্রে অস্ত্রযুদ্ধ বুঝাবে এমনটি নয়, বরং দ্বীনের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টাও জিহাদের পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানে কিছু কিছু ইসলামী দল জিহাদের অপব্যাখ্যা করে দলীয় কর্মীদেরকে তাদের বিরোধীতাকারীদের হত্যাকে জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে জিহাদের নামে এক ধরণের সন্ত্রাসকে বৈধ করার অপতৎপরতায় লিপ্ত। এটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য বড় ধরণের ক্ষতি ডেকে আনবে। বর্তমানে মুসলমানদের উচিত ইসলামী জিহাদের রূপ-রেখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। অনুরূপভাবে জিহাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে অবগত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আজকের দিনে বিভিন্ন পন্থায় জিহাদের দায়িত্ব পালন করা যায়। (১) কলমের মাধ্যমে, অর্থাৎ লিখনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রকৃত মত ও পথ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। বিশ্বব্যাপী সঠিক ইসলামী ভাবধারাকে মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পন্থায় প্রচারের ব্যবস্থা করা।

সাহাবায়ে কেরাম মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন বিধায় ওরা অল্প-স্বল্পতা ও সৈন্য স্বল্পতা কোনটাই তাঁদেরকে জিহাদী প্রেরণা থেকে পিছপা করতে পারেনি। ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ "বদর যুদ্ধে" সাহাবায়ে কেরাম তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা জিহাদের ময়দানে যে কোন পরিস্থিতিতে কাফির মুশরিকদের সফল মোকাবিলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন। তাঁরা আনুগত্যের ক্ষেত্রে অকৃত্রিমভাবে হুযুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন এবং সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রেখে অগ্রসর হয়েছেন।

বর্তমানে মুসলমানগণ কারো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সামরিক শক্তির কারণে ভীত-সন্ত্রস্থ না হয়ে সম্মানিত সাহাবা কেরামের আদর্শকে সামনে রেখে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের অস্থিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা উচিত। অন্যথায় কেউ ইসলামের চিরশত্রুদের অন্যায় আক্রমন থেকে রেহাই পাবে না। আজ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর কোন অপশক্তির অন্যায় আক্রমনের ক্ষেত্রে বিশ্ব মুসলিম সম্মিলিতভাবে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার এবং সম্মিলিতভাবে নিজেদের দাবী বিশ্ব আদালতে পেশ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। এটাই বর্তমান বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট সকলের প্রত্যাশা। লেখক: মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

সবছে আওলা ওয়া আ'লা হামা-রা নবী, সবছে বা'লা ওয়া আ'লা হামা-রা নবী

প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ

বিশ্বমানের আধুনিক এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

চিটাগাং এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট পরিচালিত

শাহীন ভিলা, অক্সিজেন আ/এ, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম। ফোন: ৬৮৫১২২

মি'রাজ দর্পন

✍ শাহজাদা মুফতি কাযী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর। রাসূল পাকের বংশধর ও সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পবিত্রতা তারই জন্য যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার আশে পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ ফরমান, নবুয়ত প্রকাশের অষ্টম সালের ২৭শে রজব সোমবার তিনি আবু তালেবের মেয়ে উম্মে হানি (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) এর ঘরে ছিলেন। তাঁর নাম ফাখ্‌তা, তাঁর নিকট হযরত ফাতেমাও (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) ছিলেন। তখন তাঁর বয়স নয় বছর। তখনো তাঁর শাদী হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাথে হয়নি। তাঁদের বিয়ে মদীনা মানাওয়ায়ে সম্পন্ন হয়।

কাঙ্খিত রত্নের খোঁজে হঠাৎ রাতের বেলায় কোন আগন্তুক করাঘাত করলো। তখন ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) ঘরের বাইরে আসলেন, যেন দরজায় করাঘাতকারীকে দেখেন। এসে তিনি ব্যক্তিকে দেখতে পান, যিনি অলংকার এবং নতুন পোষাকে সুসজ্জিত। তাঁর পরণে আছে সোনালী রংয়ের চাদর। যা দ্বারা লোকটি পূর্ব পশ্চিম প্রান্তকে ঢেলে নিয়েছেন। আর তাঁর মাথার উপর মণি মুক্তা খচিত তাজ শোভা পাচ্ছে। তাঁর কপালের উপর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখিত। তখন তাঁকে ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) বললেন, তুমি কে? তুমি কাকে খোঁজছ? লোকটি বলল, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোঁজছি। ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) রাসূলে হাশেমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে আরজ করলেন, আব্বাজান দ্বার প্রান্তে এমন একজন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, যিনি আমাকে ভীতি প্রদর্শন করে দিয়েছেন। সে লোকটি আমাকে বললেন, আমি কাসিম-ই খুলদ (স্থায়ী বন্টনকারী) আলাইহিস্ সালাম এর সন্ধানে এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে ঘরের বাইরে আসলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)কে পেলেন। আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র হাবীব আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের সরদার আপনার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! বর্ণনাকারী বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-জিবরাঈল! কি জন্য এতো রাতে আসা হলো? কোন পায়গাম আছে কি? না অঙ্গীকার পূরণের সময় হলো কি? না অন্য কোন ব্যাপার?

তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার আক্বা ও মাওলা উঠুন! পোষাক পরিধান করুন। নিশ্চিন্ত থাকুন, চিন্তার কোন কারণ নেই। বরং খুশীরই সময়। কেননা আজকের রাতে ওই সত্তার সাথে গোপনীয় আলাপ হবে যার মধ্যে তন্দ্রা ও নিদ্রার অবকাশই নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি প্রিয় জিবরাঈলের কথাশুনে খুশীতে দাঁড়ালাম এবং উত্তম রূপে পোষাক পরিধান করলাম।

অতুলনীয় বাহন:

সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম, হঠাৎ একটা দণ্ডায়মান বোরাকের নিকট পৌঁছে গেলাম। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যাকে ধরে আছেন। ওই বোরাকটি দুনিয়ার কোন জন্তুর মতো ছিলোনা। গাধার চেয়ে উঁচু, খচ্চরের চেয়ে নিচু। সেটার চেহারা মানুষের মতো ছিলো। আর শরীর ছিলো ঘোড়ার মত। সেটা দুনিয়া ও দুনিয়ার বসবাসকারী বস্তু অপেক্ষা সুন্দর ছিলো। আর সেটা তরুতাজা মুক্তা খচিত ঝুটি পদ্মরাগের পাখা দ্বারা সজ্জিত এবং আলোক রশ্মি বিকিরিত হচ্ছিলো। কান দু'টি সবুজ মূল্যবান পাথরের ছিলো। চক্ষু দু'টি ছিলো যেন চমকিত তারকা যুগল। সেটার আলোক রশ্মি সূর্যের কিরণের মতো ছড়ানো ছিলো। গায়ের রং সাদা কালো মিশ্রিত। তবে খাকী রঙ্গের দেখায়। অগ্রভাগের ডান পা

PDF by (Masum Billah Sunny)

সাদা ছিলো না। তবে বাকীগুলোও সাদা ছিলো। সেটার উপর মণি মুক্তা জড়ানো গদি ছিলো। সেটার যথার্থ গুণাবলী আল্লাহই ভালো জানেন। মোট কথা অতি মাত্রায় সুন্দর। মানুষের মতো শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতো।

অনুপম আরোহী:

নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-আমি বোরাকের সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখে অবাক হলাম। জিবরাঈল আমীন আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সামনে অগ্রসর হোন, আরোহণ করুন। আমি যখন বোরাকে আরোহণ করতে সম্মুখে অগ্রসর হলাম তখন বোরাক এমনিভাবে নাচতে লাগলো যেমন জালের মধ্য মাছ লাফাতে থাকে। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, শপথ ওই সত্তার যিনি তোমার এবং আমার প্রভু! তোমার উপর ইনার মতো আল্লাহ্‌র দরবারে অধিক কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি আরোহন করেনি। বোরাক তদুত্তরে বললো আমার উপর আদম সফী উল্লাহ্, ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ আরোহণ করেছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে বোরাক! ইনি তো আল্লাহ্‌র হাবীব ও সমস্ত সৃষ্টি জগতের রাসূল। তাঁর ব্বিবলা কা'বা। দ্বীন হলো ইসলাম। কিয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টি তাঁর শাফা'আতের অপেক্ষায় থাকবে। বেহেশ্‌ত তাঁর ডানে এবং জাহান্নাম তাঁর বামে আছে। যে তাকে সত্য বলে মেনে নেবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে সে দোযখে যাবে। এতে বোরাক আরজ করলেন, হে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)! উজ্জ্বলতম চেহারা ও কপাল লালচেতম মুখমণ্ডল হাওয-ই কাউসার এবং কিয়ামত দিবসে শাফা'আত করার মালিককে আমার পক্ষ থেকে আরয করুন, যেন আমাকেও তাঁর শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত করে আমার পৃষ্ঠদেশকে উপহার স্বরূপ পেশ করতে পারি। আর তিনি যেন আপন বরকতময় কদমযুগল স্পর্শে আমার বক্ষকে ধন্য করেন। ফলে আমার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি পাবে। আর এটা যেন কিয়ামত দিবসে আমার পুঁজি ও মূলধন হয়। ফখরে কায়েনাত (আরাইহিস সালাম) এটা শুনে এরশাদ করলেন, তুমি আমার শাফা'আতের অন্ত র্ভুক্ত হবে। আর কিয়ামত দিবসে তুমি আমার বহন হবে। এটা শুনামাত্রই বোরাক আমার কদমে ঝুকে পড়লো। অত:পর আমি তার পৃষ্ঠে আরোহণ করলাম। সে আমাকে জমিন ও আসমানের মধ্যভাগে উড়িয়ে নিয়ে চললো।

আক্বীকা উপত্যকা:

অত:পর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নেমে দু'রাকাত নামায আদায় করে নিন। হুযুর এরশাদ ফরমান, আমি নেমে দু'রাকাত নামায পড়ে নিলাম। আর জিবরাঈলকে (আলাইহিস সালাম) বললাম, এখানে নামায পড়ার হেতু কি? জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আক্বীকা উপত্যকা। অত:পর আমি বোরাকে আরোহণ করলাম। হঠাৎ আমার ডান দিকে কেউ আওয়াজ দিলো এবং বলতে ছিলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ান। আমি আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য মঙ্গলজনক কথা বলতে চাই। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সম্মুখে অগ্রসর হলাম। বস্তুত: এটা বিশেষ আল্লাহ্‌র দয়া, সেহেতু আমি আহ্বানকারীর অনিষ্ট থেকের রক্ষা পেয়েছি। অত:পর আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী চলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার বাম দিক থেকে কেউ ডেকে বলছিলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ান! আমি আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য মঙ্গলজনক কথা বলতে চাই। আমি ওই আহ্বাণাকরীর আহ্বান উপেক্ষা করে চলতে ছিলাম। এটাও মহান আল্লাহ্‌র খাস্ অনুগ্রহ ছিলো যে, আমি তার প্রতারণার শিকার হইনি। অত:পর আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী সামনে চলতে থাকলাম। ক্রমশ: আমি বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নারীর নিকট পৌছে গেলাম। যে আকর্ষণীয় সৌন্দর্যময় পোষাক, মূল্যবান অলংকারাদি। মনি মুক্তা ও ইয়াকুত অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট রকমারি সৌন্দর্যে সুসজ্জিত বস্তু পরিহিত ছিলো। তার সৌন্দর্য ও লাবণ্য চমকাচ্ছিলো। সে ডেকে বলছিলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ান। যেন আমি আপনার সাথে কথা বলতে এবং আপনার ও আপনার উম্মতের মঙ্গলের জন্য কিছু বলতে পারি। আমি ওই নারীর কথা তোয়াক্কা না করে চলতে থাকলাম। এটাও মহান আল্লাহ্‌র দয়া ছিলো যে, এবার ও তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলাম। অত:পর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলাম। তথায় দেখলাম-আমার ডান পার্শ্বে সুন্দর পোষাক পরিহিত এক যুবক আমাকে দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে আমার প্রতি সালাম নিবেদন করলেন। আর আমার

সাথে আলিঙ্গন করেই কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি বললাম, হে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)! আমাকে এ কথা বলোতো যে, রাস্তায় আহ্বানকারীরা কারা? তখন জিবরাঈল (আলাইহিস) বললেন, প্রথমে খৃষ্টানদের প্রতি আহ্বানকারী ছিলো। যদি আপনি তার কথা শুনতেন, আপনার পরে আপনার সকল উম্মত নাসারা (খৃষ্টান) হয়ে যেতো। দ্বিতীয়জন ইয়াহুদীদের প্রতি আহ্বানকারী ছিলো, যদি আপনি তার কথা শুনতেন, তবে আপনার পরে সকল উম্মত ইয়াহুদী হয়ে যেতো। আর বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালা উত্তম পোষাকে সুসজ্জিত নারীটা হচ্ছে এ দুনিয়া। যদি আপনি তাঁর কথা শুনতেন তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতো। আর যে লোকটি আপনার প্রতি সালাম দিল ও আলিঙ্গন করেছিলো, তা হলো আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দ্বীন ও ধর্ম। কেননা আপনার উম্মত ইসলামী জিন্দেগীই অতিবাহিত করবে। অত:পর পর্যায়ক্রমে জিবরাঈল আমীন আমাকে বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সে মনোযোগ ফিরালো। তাঁর নিকট তিনটি পিয়ালা (পাত্র) ছিলো। একটার মধ্যে দুধ দ্বিতীয়টার মধ্যে মদ এবং তৃতীয়টায় পানি ছিলো। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটা পান করুন। আমি দুধের পাত্র নিয়ে সামান্য পান করলাম। এতে হযরত জিবরাঈল আমীন (আলাইহিস সালাম) আমাকে সম্বোধন করে বললো, আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিই পেয়েগেছেন। যদি আপনি মদ্য নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতো। যদি পানি নিতেন আপনার উম্মত ডুবে যেতো। যদি সম্পূর্ণ দুধই পান করতেন তবে আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ দোযখে যেতোনা। আমি বললাম, হে আমার ভাই! দুধের পেয়ালা আমাকে পুনরায় দাও! তখন জিবরাঈল বললেন, যা হবার আছে হয়ে গেছে। পুন: দেয়ার অনুমতি নেই।

আশ্চর্যজনক অদ্ভুত সিড়ি:

অত:পর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে একটা পাথরের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি সিড়ি আসমানের উচ্চতা থেকে পাথর পর্যন্ত এসে লাগানো রয়েছে। আমি ইতোপূর্বে এটার মতো সুন্দর বস্তু দেখিনি। সেটার একটা পায়া স্বর্ণের, দ্বিতীয়টা রৌপ্যের, তৃতীয়টা জবরজদ (পান্না বিশেষ) এবং চতুর্থটি ছিলো লাল ইয়াকুত পাথরের। অত:পর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং আপন পাখাগুলোর মধ্যে ঢেকে নিলেন। আর আমার দু'চক্ষের মধ্যভাগে চুম্বন দিলেন। অত:পর আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সিড়িতে কদম মুবারক রাখুন। আমিও জিবরাঈল উভয়ে সিড়িতে আরোহন করলাম। তখন আমার দৃষ্টি ইবাদতকারীদের বিভিন্ন স্তরের উপর পড়লো। আর আমি ফিরিশতাদের এমন এক বিরাট দলকে দেখেছি যাঁদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আর তাঁরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাহ্‌লীল পাঠে নিমগ্ন।

প্রথম আসমান:

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান আমি প্রথম আসমানের তারকা রাজি এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম যেমন মসজিদ গুলোতে ফানুস ঝুলন্ত দেখায়। সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট তারকাও এক বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পাহাড়ের চেয়ে বড়ো। অত:পর জিবরাঈল আমীন (আলাইহিস সালাম) চক্ষের পলক মারার পূর্বেই প্রথম আসমানে নিয়ে গেলো। প্রথম আসমান ও ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্ব ও অনুরূপ। অতি আশ্চর্য জনক ভ্রমণ। জিবরাঈল (আলাইহিস) আসমানের দরজায় করাঘাত করলো। ফিরিশতারা জিজ্ঞাসা করলো কে, তাঁরা বললো, আপনার সাথে কেউ আছে কি? জিবরাঈল বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ফিরিশতারা বললো, তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ, অত:পর ফিরিশতারা বললেন, আপনাকে এবং আপনার সাথীকে স্বাগতম। আপনাদের উভয়ের শুভাগমন বরকতময়। তাঁরা দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভিতরে চলে গেলাম। তা ছিলো ধোঁয়া যুক্ত আসমান সেটার নাম রাফিয়াই। সেখানে এমন তিল বরাবর স্থান ছিলোনা, যেখানে ফিরিশতারা রুকু বা সিজদাতে মগ্ন নেই। আমি সেখানে দু'টি বড়ো বড়ো প্রবাহিত নদী দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে প্রিয় জিবরাঈল! এ নহর দু'টি কেমন! তিনি জবাবে বললেন, এটা হচ্ছে লীন আর এটা হচ্ছে ফোরাত। এ দু'টিরই উৎস হচ্ছে বেহেশত।

PDF by (Masum Billah Sunny)

হাওয-ই কাওসার পরিদর্শন:

অত:পর আমরা আর একটি নহরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। সেটার উপর মণি মুক্তা ও যবরজদের অট্টালিকা নির্মিত ছিলো। আর তা থেকে সুঘ্রাণ প্রবাহিত হচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এ নহরটা কি? সে বললো, এটা হচ্ছে হাওয-ই কাওসার? যা আল্লাহ্ আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। অত:পর আমি এক বিরাটকার ফিরিশতা দেখলাম। সে ফিরিশতাটা একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী ছিলো। সে নানা রংয়ের পোষাক ও বিভিন্ন অলংকারে সুসজ্জিত ছিলো। সে সত্তর হাজার ফিরিশতাদের হাতে একেকটি নূরানী বল্লম ছিলো। তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার সৈন্যদল। যখন কেউ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ্ তায়ালার বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন তাঁরা উচ্চ স্বরে ঘোষণা দেয় অমুকের ছেলে অমুকের উপর আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তখন তারাও ওই বান্দার উপর রাগান্বিত হয়। আর যখন বান্দা আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তারা ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ অমুকের ছেলে অমুকের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাঁরাও ওই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে প্রিয় জিবরাঈল! এই বড়ো আকৃতির ফিরিশতাটা কে? তখন তিনি জবাবে বললেন, তাঁর নাম ইসমাঈল প্রথম আসমানের দারোয়ান। আমি নিকটে গিয়েতাঁকে সালাম করলাম। সে আমার সালামের জবাব দিলো এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে সম্মানিত করার জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে আরজ করলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সুসংবাদ যে, এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার এবং আপনার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বৈশিষ্ট্য গচ্ছিত রাখা হলো। এতে মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অত:পর আমি তাঁর অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হলাম।

আগুন ও বরফের ফিরিশতা:

অত:পর আমি এমন এক ফিরিশতার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যারা অর্ধেক আগুনে আর অর্ধেক বরফে। মহান আল্লাহ্র এক অপূর্ব নিদর্শন যে, না আগুন বরফকে গলাচ্ছে, না বরফ আগুনকে নির্বাপিত করছে। তার এক হাজার মাথা ছিলো আর মুখ। আর প্রত্যেক মুখ হাজার জিহ্বা। আর এক হাজার ধরণের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জল ও স্থলের মালিক মহান আল্লাহ্র এমনভাবে পবিত্রতা বর্ণনা করছিলো যা একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এমন তাসবীহ্র মধ্যে একটা এ যে, পবিত্রতা তাঁরই জন্য যিনি বরফও আগুনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। হে মহান সত্তা আপনার মুমিন বান্দাদের মধ্যে ভালবাসা ঢেলে দিন। আর অন্যান্য ফিরিশতা আমীন বলেছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রিয় জিবরাঈল! সে কে? তিনি আরজ করলেন, সে সমস্ত আসমানের তত্ত্বাবধায়ক। ফিরিশতাদের মধ্যে আদম সন্তানের অত্যন্ত হিতাকাঙ্খী। তারপর ফিরিশতারা কয়েকটি কাতারে দণ্ডায়মান হলো। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে ইমামের মুসাল্লায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দ্বীন ও মিল্লাত অনুযায়ী তাঁদেরকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করি।

দ্বিতীয় আসমান:

তারপর আমার চোখের পলক মারা প্রথম আসমান ও এ আসমানের মধ্যকার পাঁচ'শ বছরের দূরত্ব অতিক্রম করে ছিলো। তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্তও ছিলো।

কুদরতের হাতে সৃষ্ট বস্তু সমূহের দৃশ্য:

হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসমানের দরজায় করাঘাত করলেন তখন আসমানের ফিরিশতাদের সাথে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর প্রথম আসমানের মতো কথোপকথন হলো। অত:পর দরজা খুলে দেয়া হলো। ফিরিশতারা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমরা ভিতরে চলে গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, এটা ছিলো একটা লোহার আসমান, যাতে কোন ধরণের জোড়া তালি ছিলোনা। সেটার নাম মা'উন। যেখানে আমি একটি উত্তম অশ্বারোহী দল দেখতে পেলাম। যার স্বীয় যুদ্ধবাজ হাতগুলোর মধ্যে তলোয়ার রয়েছে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি আরজ করলেন, এরা হচ্ছে আল্লাহ্র ফিরিশতাদের একটি সেনাদল। যাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আমি তাদের মধ্যে একই আকৃতির দুজন যুবক দেখতে পেলাম। আমি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, এরা হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে

যাকারিয়া ও হযরত ঈসা ইবনে মরয়ম (আলাইহিমাস সালাম)। আমি তাঁদের নিকটে গিয়ে সালাম আরজ করলাম। তাঁরা আমার সালামের জবাব দিলেন। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর আকৃতি মুবারক এরূপ ছিলো যে, তাঁর চুল লম্বা, চেহারা সুন্দর, ললাট সাদা। হযরত ইয়াহ্ইয়াহ্ (আলাইহিস সালাম) এর আকৃতি ছিলো এরূপ যে, আমি তাঁর চেহারায় ভদ্রতা ও নম্রতার চিহ্ন পেয়েছি। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিয়ে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ইজ্জত আমি পেয়েছি, তজ্জন্য আমাকে মুবারকবাদ জানালেন আর বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার জন্য সুসংবাদ যে, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে। এতে আমি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অত:পর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাকে ইমামতির জন্য আরজ করলেন। আমি তাঁদেরকে নিয়ে 'মিল্লাত-ই ইবরাহীম' অনুযায়ী দু'রাকাত নামায আদায় করলাম।

লেখক: মুহাদ্দিস-আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক

মাষ্টার সুজ

MASTER SHOES

Madina Shoe Manufactacuring Company.

Aturar Depo, Ctg. Rrgt. 4736

সতর্কীকরন বিজ্ঞপ্তি:

সম্মানীয় ক্রেতা সাধারণের জানান যাইতেছে যে, আমাদের প্রস্তুতকৃত উপরোক্ত প্রসিদ্ধ "মাষ্টার" ব্রান্ড জুতা, সেন্ডেল ইত্যাদি কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক "মাষ্টার" এর পরিবর্তে মাষ্টর, মাষ্টাব, নিউ মাষ্টার ও ১নং মাষ্টার ইত্যাদি ব্রান্ড বসাইয়া বাজারে ছাড়িতেছে। অতএব, ক্রয়ের সময় "মাষ্টার" ব্রান্ড রেজিঃ নং ৪৭৩৬ দেখিয়া কিনুন। জুতা এবং সেন্ডেলের তলায় মাষ্টার লিখা দেখিয়া কিনুন।

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

মিলেনিয়াম পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

প্লে/নার্সারী হতে নবম শ্রেণী

(প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও বৃত্তি পরীক্ষায় সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত)

আধুনিক পদ্ধতি অনুসরনে পড়াশুনা করার জন্য একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান

ক্যাম্পাস ০১: বটতলী বাজার, কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

ক্যাম্পাস ০২: খাজা রোড ২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

প্রগতি কোচিং হোম

৬ষ্ঠ-ডিগ্রী (নিয়মিত), এস,এস,সি ও এইচ, এস,সি এর স্পেশাল কোচিং মডেল টেষ্ট।

এইচ,এস,সি ও ডিগ্রী শ্রেণীর স্পেশাল হিসাব বিজ্ঞান ও ইংরেজী কোচিং।

খাজা রোড (২নং ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন), কুলগাঁও, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৯-০৭৬০৬৭

PDF by (Masum Billah Sunny)

১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক সেমিনার আয়োজন ইমামে আহলে সুন্নাত, আলামা হাশেমী (মুদ্দাজিলুহুল আলী)'র এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

✍ কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী

সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজন মান্য যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওস্তাযুল ওলামা, শাইখুল হাদীস, পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিলুহুল আলী) সুন্নী মুসলমানদের জন্য যেসব যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন-তন্মধ্যে "১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক সেমিনার আয়োজন অত্যন্ত যুগোপযোগী কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আজ প্রায় সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরে এ বর্ণাঢ্য আয়োজন করে আসছেন। এটা তাঁর অকৃত্রিম 'হুব্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) [রাসূল প্রেম]'র বহিঃপ্রকাশ। যা প্রতি বছর অগণিত মানুষকে অভাবনীয় ভাবে উপকৃত করে আসছে। অনুসরণ ও অনুকরণ করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কে কাকে অনুসরণ করবে? কার অনুসরণ করলে মানুষের উপকার কল্যাণ হবে? স্বাভাবিকভাবে মানুষ তারই অনুসরণ করবে, যাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় অনুসরণীয়-অনুকরণীয়, যাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম ও অনুমোদন অনন্য ও কল্যাণকর আদর্শ, অব্যর্থ ও নির্ভুল। তিনি কে? আমাদের মহান সৃষ্টি কর্তার মহানবাণীতে তার জবাব পাওয়া যায়। তিনি তাঁর মহা পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফে বলেছেন-"লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসানাহ"। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে নিহিত রয়েছে উত্তম আদর্শ। বাস্তবেও এটা আজ প্রামাণ্য সত্য। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এ সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য। সুতরাং নিশ্চনবীর এ আদর্শ চর্চা, আলোচনা যত বেশী হবে, সেই মহান আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ তত বেশী সহজ হবে। এ আদর্শও অতিমাত্রায় ব্যাপক। কারণ বিশ্বে তিনিই একমাত্র আদর্শ ব্যক্তিত্ব যাঁর নূরানী জীবনের প্রতিটি বিষয় অলৌকিক। প্রতিটি পবিত্র বাণী ও কর্ম অনুকরণীয় অনুসরণীয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন আপাদমস্তক শরীফ মু'জিযা। তাঁর কর্ম বিশাল তাৎপর্যবহ। তাই তাঁর আদর্শ জীবনের কোন একটি দিকও ক্ষুদ্র পরিসরে ও স্বল্প সময়ে আলোচনা করলে তা অপূর্ণ ও অতৃপ্ত থেকে যায়। সে জন্য চাই ব্যাপক পর্যায়ের আয়োজন।

আমাদের দেশেও অতি গুরুত্ব সহকারে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন করা হয়। দেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারীভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল, সেমিনার, জশনে জুলুস, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয় ব্যাপক ও ক্ষুদ্র পরিসরে, আপন আপন সামর্থ অনুসারে গোটা রবিউল আউয়াল মাস জুড়ে, বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পর্যন্ত বরকতময় আয়োজন করা হয় সুন্নী মুসলিম সমাজে। বাস্তবিক পক্ষে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপিত হয় একদিন আর "ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)"র আয়োজন করা হয় সারা মাস, সারা বছর। সকল ঈদের সেরা ঈদ "ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটাই আজ অকট্য প্রমাণিত সত্য। উলেখ্য এসব আয়োজনের গুরুত্ব কম নয়। তবুও বিশ্বনবীর নূরানী জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে বিশদভাবে দক্ষ, আশেকে রাসূল ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচনার প্রয়োজনীয়তাটুকুই থেকে যায়। কারণ উপরোক্ত আয়োজনগুলোতে এমনি ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এবং সময় থাকে না। তাছাড়া এসব অনুষ্ঠানে একাধিক বক্তা একই বিষয়ের উপর আলোচনা করে থাকেন নির্দিষ্ট কোন বিষয় না থাকায়। তদুপরি এইসব আয়োজনের ধরন এবং উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র ধরণের। অতি সুখের বিষয়-বিশ্বনবীর আদর্শ জীবনের উপর ব্যাপক পর্যায়ে তাঁর ৬৩ বছরের হায়াতে জিন্দেগীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোচনাধর্মী মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাটুকু তিলে তিলে অনুভব করেছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, ওস্তাযুল ওলামা, আলামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিলুহুল আলী)। তাই তিনি আজ দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবত এ ধরণের

বর্ণাঢ্য আয়োজন করে আসছেন তাঁরই হাতে গড়া দ্বীনি সংগঠন আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম নগরীর জালালাবাদে তাঁরই দক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা ময়দানে।

এ আয়োজন নিচক আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং মানগত দিক দিয়েও অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ফলপ্রসূ এবং সফলও। কারণ যে কোন আয়োজনের সফলতা নির্ভর করে অনেকটা আয়োজনকারীর ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও নিষ্ঠার উপর। আলামা হাশেমী ছাহেব কেবলার মধ্যে এর প্রতিটিই রয়েছে পূর্ণাঙ্গভাবে। জ্ঞানের সমুদ্র এ মহান ব্যক্তিত্বের রয়েছে অনন্য বংশ মর্যাদা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। দেশের সর্বস্তরের ওলামা ও পীর মাশাইখ তাঁকে "ইমামে আহলে সুন্নাত" হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী যোগ্যতার ভিত্তিতে ইমামে আহলে সুন্নাত, আলামা গাজী আজিজুল হক আল কাদেরী শেরে বাংলা (রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি) তাঁকে "ইমামে আহলে সুন্নাত" এর সুমহান পদে আসীন করে গেছেন। তদুপরি তাঁর 'ইশকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)' (নবী প্রেম) পূর্ববর্তী ইমামদের অকৃত্রিম নবী প্রেমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার প্রসারেও তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের ইতিহাসে বিশ্ব নবীর বিশাল নূরানী জীবনের আদর্শ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বর্ণাঢ্য ও অকল্পনীয় ফলপ্রসূ আয়োজন সংযোজন করলেন আমাদের এ মহান ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আলামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিলুহুল আলী) যা একমাত্র তাঁর মতো মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্ভব বলে এ পর্যন্ত তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন।

তিনি নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক সেমিনার উদযাপন করেন। নিজেই সারাদেশের খ্যাতনামা দক্ষ ও জ্ঞানী আলোচকবৃন্দ নির্বাচিত করেন। তারপর আগে ভাগে তাদের দাওয়াত ও আলোচনার বিষয়বস্তু নিশ্চিত করেন। ফলে যথা সময়ে তাদের আলোচনা হয় জ্ঞানগর্ভ, সারগর্ভ এবং গবেষনাধর্মী। তাছাড়া তিনি নিজেই ২৯ সফর হতে ১১ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ১২-১৩ দিনব্যাপী সেমিনারের প্রতিদিন সভাপতিত্ব করেন এবং প্রতিটি বক্তা ও আলোচকের আলোচনা শ্রবণ করেন এবং পরবর্তীতে সভাপতির ভাষণে তিনি সেগুলোর মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সারগর্ভ বক্তব্য সংযোজন করেন। যাতে এর অনন্য সারগর্ভ বক্তব্য ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা ফুটে ওঠে। প্রতিদিন অগণিত শ্রোতা হন জ্ঞান তৃপ্ত এবং দিক্ষিত হয় অকৃত্রিম নবী প্রেমের শিক্ষায়। প্রতিদিন দু'তিনজন আলোচক নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার সুযোগ পান। সুতরাং দীর্ঘ ১২/১৩ দিনের সর্বমোট ৩৫/৩৬টি বিষয়বস্তুর উপর স্বতন্ত্র আলোচনা হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে ঈমান, আক্বিদা, আমল, ফিক্‌হ-ফাতওয়া, মাসআলা-মাসাইল, সমসাময়িক যুগজিজ্ঞাসার জবাবও পাওয়া যায়। প্রতি বছর বিশেষ করে যেসব বিষয়ের উপর আলোচনা হয় সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরছি। এতে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুমান করা যাবে।

১। ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের গুরুত্ব ও মহত্ব। এটা দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের অন্যতম উপায়। ২। সৃষ্টির গোড়াপত্তনে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই সর্বশেষ নবীরূপে আবির্ভূত হন। ৩। রাহমাতুলিল আলামীনের এ ধরাধামে পদার্পণের পূর্বে পবিত্র খানা-ই কা'বাকে আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পবিত্র জম জম কূপ পুনঃ আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা। ৪। হাবীবে দু'জাহানের নুরুয়ত প্রকাশের পূর্ববর্তী জীবন চরিত। তিনি বর্তমান বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্য মডেল। ৫। হালফুল ফুযুল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সর্বজন কর্তৃক 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত প্রিয় নবী মানব অধিকার প্রতিষ্ঠার জনক হবার অনন্য দৃষ্টান্ত। ৬। হাবীবে খোদার ওফাত শরীফ তাঁর হায়াতুন্নবী হবার অন্তরায় নয়। তাঁর মু'জিযা অনন্তকাল যাবত প্রকাশ পেতে থাকবে। ৭। আঁ হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র সম্মানে পূর্ববর্তী নবীগণ ও জগতখ্যাত মনীষীদের ভবিষ্যত বাণী। ৮। বিশ্ব মানব সভ্যতা পুনরুদ্ধারে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা। হুযূর করীমের পিতামাতার ইসলাম গ্রহণ তাঁর অনন্য মু'জিযা। বিশ্ব নবীর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অনন্য আদর্শ। ৯। মীলাদুন্নবী ও

PDF by (Masum Billah Sunny)

সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনা। মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনই বেশী যুক্তিযুক্ত ও প্রমাণ সমৃদ্ধ কেন? ১০। সফল রাষ্ট্র পরিচালনায় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সমরনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি আতংকবাদ ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে অব্যর্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ১১। মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আধুনিক জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের জন্য অনন্তকালের গবেষণার মাইল ফলক। ১২। শামাঈল ও খাসাইসে মোস্তফা। ১৩। রসূলে পাকের সমাজসেবা ও আধুনিক এন.জি.ও গুলোর কার্যক্রমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। ১৪। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য ও মাহাত্ম অনুসরণের অপরিহার্যতা। ১৫। বিশ্বনবীর জিহাদগুলোর তাৎপর্য আলোচনা। ১৬। বিশ্বনবীর পারিবারিক জীবন। ১৭। বিশ্বনবীর 'আসমত' (নিষ্পাপ হওয়া) ও তাঁর বংশীয় ধারার পবিত্রতা বর্ণনা। ১৮। হুযুর করীমের বেলাদত বা জন্ম মুবারকের তাত্ত্বিক আলোচনা। ১৯। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম এর আদর্শ জীবনের উপর ১২ দিন ব্যাপী সেমিনার আয়োজন একটি যুগান্তকারী ও সময়োচিত পদক্ষেপ ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও না'তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র মাধ্যমে প্রতিদিন সেমিনার আরম্ভ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা, মীলাদ, কিয়াম, আখেরী মুনাজাত ও তাবাররুক বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। প্রত্যেহ বাদ জোহর হতে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দীর্ঘ ১২ দিনে খতমে কোরআন, খতমে বোখারী থেকে আরম্ভ করে ২০/২৫টি বিভিন্ন বরকতময় খতম শরীফ সুসম্পন্ন করা হয়। প্রত্যহ অগণিত মানুষের জমায়েত হয় এ বিশাল পরিসরের সেমিনারে। কড়া পর্দার আড়ালে প্রজেক্টর সমৃদ্ধ ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ পৃথকভাবে মহিলাদের জন্যও সুব্যবস্থা করা হয় উক্ত সেমিনারে। মোট কথা ঈদের খুশীর অনন্য আমেজে এখন অগণিত আশেকে রাসূলের মিলনকেন্দ্র এ সেমিনারস্থল। প্রত্যেক দিন প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতমানা পীর মাশাইখ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বর্গ, বুদ্ধিজীবিবৃন্দ। সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত এ সেমিনার নি:সন্দেহে মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় বিষয়।

লেখক: চেয়ারম্যান-আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) সফল হোক

EKUSHEY একুশে HOSPITAL

স্বাস্থ্যসেবায় একুশ শতকের আধুনিকতা

১১৬, ১১৭ সুগন্ধা আবাসিক এলাকা, মির্জারপুল, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ৬৫৭৬২৯, ৬৫৭৯২৬, ৬৫৭৯৪১

ekusheyhospital@spctnet.comE-mail:

সর্বকালে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই

✍ মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী।

মহান রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও প্রেমের কারণে যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের দিকনির্দেশনার জন্য তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি সর্বশেষ আবির্ভূত হয়েছেন এই পৃথিবীতে। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আর্দশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ৬৩ বছরের জীবনের সদাচার, সদ্ব্যবহার, সংস্বভাব, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, মমতা, সরলতা, ধৈর্যশীলতা, সৌন্দর্যস্পৃহা, পরহেযগারী, মহানুভবতা যাবতীয় মানব জাতির শাশ্বত কল্যাণের পাথেয়। তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ ও সাহায্যের জন্য কিশোর বয়সে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'হালফুল ফুযুল'। আর ঠিক একইভাবে নবুওয়াত প্রকাশের পর মানব জীবন তথা নবুওয়াত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মহাপবিত্র লগ্নে মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল মি'রাজেও মানবপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শান্তশিষ্ট গুণের অধিকারী। কলহ, বিবাদে যাঁকে কখনও দেখা-যায়নি। মানুষের শান্তির জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেও যাঁকে কখনো অহংকার করতে দেখা যায়নি। জীবনে তিনি কোন দিন কারো সাথে রূঢ় কথা বা অসৌজন্যমূলক কথা বলেননি। বিনয়ী ও নম্র এবং সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। সব সময় যাদেরকে সবাই নীচু মনে করতো সেই দাসীদের সাথে তিনি খুব সুন্দর ব্যবহার করতেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে পাশ্চাত্য মনীষীগণ পর্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েছেন। এতিম, অনাথ, দুঃস্থ, অসহায় মানুষদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি। আর্তমানবতার সেবায় তিনি নিজের জীবনকে সবসময় ব্যয় করতেন। সর্বহারা মানুষ তাঁর এই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব দেখে ছুটে আসত প্রাণপনে তাঁর কাছে। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কত যে লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চনা, হাসি ঠাট্টা, উপহাস তাকে সইতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। চরম মুহূর্তেও তিনি সারা পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে যদি মহানুভবদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়, তাহলে শীর্ষস্থানে যার নাম থাকবে তা হলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি চেয়েছিলেন, সবার জন্য প্রযোজ্য একটি সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজ-রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। যে সমাজে নাস্তিকতা থাকবে না, শ্রেণীবাদ মাথাছাড়া দিতে পারবে না, মানুষ মাত্রতেই ভাই বলে চিনবে, গরীব না খেয়ে মরবে না, নারী শুধু ভোগের পন্য হয়ে থাকবে না। এরূপ একটি সাম্য ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রই ছিল শেষ নবীর মতাদর্শ, প্রাণের আকাঙ্খা, মনের স্থির লক্ষ্য। তিনি ছিলেন প্রিয় স্বামী, স্নেহময় পিতা, সম্মানিত প্রতিবেশী ও একজন আদর্শ সমাজকর্মী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর্বিভাবের পূর্বে দুনিয়ার সর্বত্রই নারী সমাজের অবস্থা খুব নাজুক ছিল। তাদের কোন মর্যাদা ছিল না, অধিকার ছিল না, সম্মান ছিল না। নারীদেরকে গণ্য করা হতো গৃহপালিত পশু হিসেবে। কিংবা ঘরের আসবাব পত্র হিসেবে। কোন স্ত্রী যদি কন্যা সন্তান প্রসব করতো সেই স্ত্রীর উপর নেমে আসতো অত্যন্ত অত্যাচার ও নির্যাতন। দৈহিকভাবে তাকে নিগৃহীত করা হতো কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হত। ক্ষেত্র বিশেষে হত্যাও করা হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী মুক্তির যে অনন্য সাধারণ শিক্ষা প্রদান করেছেন, তা নারীর মান-মর্যাদাকে শুধু সমুন্নতই করেনি, তাঁর অধিকারকেও সংহত করেছে। এভাবে তিনি আমাদেরকে কতই না সুন্দর আদর্শ জীবন বিধান দিয়েছেন। যেগুলো অনুসরণ করলে আমরা সহজেই সফলতার শীর্ষে পৌছতে পারি। নিম্নে তার কিছু বাস্তব নমুনা সংক্ষেপে প্রদত্ত হল।

জননীর পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এবং পিতার অসন্তুষ্টি সকল পূণ্য কাজের অন্তরায়-ইহা ইসলামের বিধান। পিতাকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। পিতামাতা আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান পথ প্রদর্শক, শ্রেষ্ঠতম বন্ধু ও মহান দার্শনিক। পিতামাতাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখার জন্য চেষ্টা করা সন্তান মাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে মাতা-পিতা যখন অক্ষম ও দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের দ্বিতীয় শৈশবকাল আরম্ভ হয়। সেই সময় মাতাপিতাকে সেবা যত্ন দিয়ে প্রতিপালন করা উচিত। তাদেরকে কোন ধরনের বড় কথা না বলা এবং সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। তাঁদের পথে-মতে, আদেশ-উপদেশ মেনে চলা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না, যাতে পিতামাতার মনে বিন্দুমাত্র অসন্তোষের কারণ হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে দেখুন পিতামাতার মর্যাদা ও আমাদের আদর্শ কি রকম হওয়া উচিত। পবিত্র কোরআনের বাণী-

PDF by (Masum Billah Sunny)

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُ هُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا ..... اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا —

"এবং আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলোনা এবং তাদেরকে তিরস্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে।" "এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও নম্র হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনিভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন।" "তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে। যদি তোমরা উপযুক্ত হও, তবে নিশ্চয় তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।" "এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের পাপ্য দাও এবং মিস্কীন ও মুসাফিরকেও, এবং অপব্যয় করোনা।" "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান আপন প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" "এবং যদি তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরাও আপন প্রতিপালকের দয়ার প্রতীক্ষায়, যার প্রতি তুমি আশাবাদী, তবে তাদের সাথে নম্র কথা বলো।" "এবং আপন হাত আপন ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ রেখোনা এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে।" "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে চান রিয়ক্ব প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদেরকে ভালভাবে জানেন।" [সূরা বনি ইসরাঈল, পারা: ১৫, আয়াত: ২৩-৩০]

হাদীসে পাকে দেখুন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য কী ধরণের সুন্দর আদর্শ রেখেগেছেন যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই। বুখারী শরীফে আছে, জননীর অবাধ্যাচরণ করাকে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের হক ঠিকমত আদায় করে আর অপরের প্রতি নিজের হক পুরা না করে, সেটাও হারাম হবে। তাছাড়া বেশী কথা বানিয়ে বলা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও জননীর হক নষ্ট করাও হারাম করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে মারাত্মক গুনাহ্ হলো, আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। ইবনে আছেম বর্ণনা করেছেন, পিতামাতার অবাধ্যচারণকারীর ফরয কিংবা নফল কিছুই কবুল হয় না। হাকেম এ বর্ণিত হয়েছে, পিতামাতার অবাধ্যচরণকারীকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। তিবরানীর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার স্থাপন, পিতামাতার অবাধ্যচরণ ও ধর্মযুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন-এগুলো এত জঘন্য কাজ, যে ব্যক্তি এসব কর্মে লিপ্ত থাকবে তার কোন নেক আমলই কবুল হবে না। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ এ বর্ণিত হয়েছে, পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ্গুলোর মধ্যে একটি। উপস্থিত সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি করে সম্ভব যে, কেউ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? তিনি জওয়াব দিলেন: অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়া নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়াই সমতুল্য। কেননা, তুমি যখন কারো পিতামাতাকে গালি দিবে, তখন সে নিশ্চয়ই তোমার পিতামাতাকেও গালি দিবে। ইমাম আহমদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং যাকাত আদায় করি। আমার কিরূপ প্রতিদান মিলবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, অবশ্য যদি পিতামাতার অবাধ্যচারণকারী না হও। ইমাম আহমদ আরও বর্ণনা করেছেন, পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তারা তোমাকে পরিবার-পরিজন ও সম্পদ ত্যাগ করার নির্দেশ দান করে। তিবরানীতে আছে, যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্যচরণ করে ও তাদের গালি-গালাজ করে, সে মালাউন, অভিশপ্ত ও হতভাগ্য। হাকেম এর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক গুনাহরই শাস্তিদান ও হিসাব-নিকাশ বিলম্বে (আখিরাতে) করা হবে, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যচরণ এমনি গুনাহর কাজ যে, মৃত্যুর পূর্বেই তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়ে যায়। বুখারী ও মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে, এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তম আমল কোন্‌টি, যা আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন, সময় মতো নামায আদায় করা। সাহাবী বললেন, তারপর? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোন আমল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: সন্তান-সন্ততির উপর পিতামাতার কিরূপ হক (দাবী) রয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন পিতা-মাতা তোমার জান্নাত ও দোযখ। আবু দাউদ এর বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কোন কারণে তার পিতা [হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)'র] স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য বললেন। তখন

তিনি তার পিতার আদেশ পালন না করে বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তাকে তালাক দিয়ে ফেল। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নাসিকা ধূলি ধূসরিত হউক (অমঙ্গল হউক)। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর কার? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন, যে ব্যক্তি নিজের বৃদ্ধ পিতামাতাকে জীবিত পেয়েও জান্নাত হাসিল করতে পারলো না। তিবরানীর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন পিতামাতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল। ঠিক তেমনি পিতামাতার অবাধ্যতা আল্লাহ্র অবাধ্যতার শামিল।

তিবরানীর বর্ণনায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, আলকামা নামক এক ব্যক্তি নামাযের বড় পাবন্দ ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পূর্বে কলেমা শাহাদত বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে তা উচ্চারণ করতে পারছিল না। এই অবস্থা দেখে আলকামার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একজন লোক প্রেরণ করে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে জেনে নিলেন যে তার পিতা-মাতা কেউ জীবিত আছেন কি-না। সংবাদে জানা গেল, কেবলমাত্র আলকামার মাতা জীবিত আছেন। কিন্তু তার মা তার উপর অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামার মা'কে সংবাদ দিলেন যে তিনি তার সাথে দেখা করতে চান। হয় সে-ই যেন রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসে; নয় তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করবেন। আলকামার বৃদ্ধা জননী একথা শুনে জানালো: আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হউক, আমি তাঁকে কষ্ট দিতে চাই না। আমিই হযরতের দরবারে উপস্থিত হচ্ছি। অতঃপর বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো। তিনি তাকে আলকামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধা জানালো: আলকামা খুব পুণ্যবান। কিন্তু সে তার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে সর্বদাই আমার কথার অবাধ্য হয়। সে জন্য আমি তার উপর অসন্তুষ্ট আছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি তার ত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তার জন্য লাভ হয়। কিন্তু বৃদ্ধা তাতে রাযী হলো না। তখন রা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-কে কিছু জ্বালানি কাষ্ঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিলেন এবং সেই অগ্নিতে আলকামাকে নিক্ষেপ করতে বললেন। এ নির্দেশ শুনে আলকামার মা ভীত হয়ে পড়লো এবং বললো: সত্যিই আমার পুত্রকে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন: হ্যাঁ, আল্লাহ্র শাস্তির চাইতে আমাদের শাস্তি অনেক সহজ। আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কিংবা সদকা কিছুই কবুল হবে না। বৃদ্ধা বললো: আমি আপনাকে এবং অন্যান্যকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আলকামার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে ডেকে বললেন: তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখ তো, আলকামার জিহ্বায় কালেমা শাহাদত উচ্চাতি হচ্ছে কিনা? সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে, হ্যাঁ, তার জিহ্বায় কালেমা শাহাদত উচ্চারিত হচ্ছে। এভাবে কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করতে করতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামার গোসল ও কাফনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং জানাযায় গমন করলেন। আলকামার দাফন কার্য শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত সকলকে সম্বোধন করে বললেন: ওহে মুহাজির ও আনসারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করছো, তার উপর আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা ও সারাজাহানের মানুষের অভিশাপ পতিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করবে, পিতামাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করবে এবং যে প্রকারেই হউক, তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা তার ফরয কিংবা নফল কিছুই কবুল করবেন না। কেননা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি জননীয় সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল এবং জননীর ক্রোধের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ লুকায়িত থাকে।

প্রসঙ্গত আল্লাহ্ তায়ালা তার কিতাবে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে কাফের-মুশরিকদের সাথে যুক্তিতর্ক করতে হয়। কাজেই মুসলমান ভাইদের মধ্যে যাদের কোন কোন মতের আমরা বিরোধিতা করি তাদের সাথে আচরণ করার আদব ও রীতি বুঝানোর প্রয়াসে আমরা কি তার কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারি না? আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষাপটে বলছেন- والله يعلم المفسد من المصلح 'আল্লাহ্ জানেন কে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী আর কে সংশোধনকারী।' মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে- انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم – "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একে অপরের মাঝে সংশোধন হও।" আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী সকলকে একই ভ্রাতৃত্বগ্রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ভ্রাতৃত্বের মানদন্ডে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী এবং একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ সম্পর্ক মুমিনের মাঝে অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধন কাজ করে। তাছাড়া এ ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে অধিকার ও

PDF by (Masum Billah Sunny)

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم ..... মান-মর্যাদা সংরক্ষণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন-

— "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি; আর তোমাদের বহু সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।" অর্থাৎ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বর্ণ, বংশ, গোত্র ইত্যাদি ভুলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে মানুষদের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন করে ন্যায় ও সাম্যের সমাজ গঠন করে। ইসলামে স্বার্থপরতার স্থান নেই। তাই ইসলাম নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন করে। বর্তমানে আমাদের দেশে তো চলছে কে কাকে কোন্ দিকে টেক্কায়ে বড় হতে পারে। কোন নিয়মনীতির তুয়াক্কা করছে না। যে যত বেশী ধোঁকাবাজি করতে পারে সে তত বেশী বড়। ধোঁকাবাজ ও দাগাবাজদের স্থান জাহান্নামে এটি হাদীসের বাণী। বুখারী ও মুসলিম এ বর্ণিত হয়রত হাকীম ইবনে হোযাম (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বর্ণনা করেছেন, বিক্রেতা যদি সত্য কথা বলে, তবে তার জিনিসে বরকত হয়। যদি কিছু গোপন করে কিংবা মিথ্যা বলে, তবে তাতে বরকত থাকে না। মিথ্যা শপথ করে কোন জিনিস বিক্রি করলে তার জিনিসটা অবশ্য বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু তাতে বরকত হয় না। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, ওযনে কম দাতাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এমন কাজ করছো, যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজ সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলিম ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত একদা এক ব্যক্তি শুকনো গম উপরে রেখে নীচে ভেজা রেখেছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে তা দেখতে পেয়ে বললেন, যে মানুষকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিবরানীর বর্ণনায় আছে, ধোঁকাবাজ ও দাগাবাজের স্থান জাহান্নামে। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে, দাগাবাজ ও আমানত নষ্টকারীর স্থান জাহান্নামে। বায়হাকীতে বর্ণিত রয়েছে, একদা এক ব্যক্তি দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করেছিল। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তাকে বলেছিলেন, দেখ, কিয়ামতের দিন তোমাকে যখন পানি ও দুগ্ধ পৃথক করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন তোমার কী দশা হবে?

কাল পরিক্রমায় অনেক কিছুর পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়; এটি দুনিয়ার রীতি। কিন্তু ইতিহাস চির অম্লান, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তিত। ইতিহাসকে অস্বীকার করার দুঃসাহস আদৌ কারো হয়নি। আমরা যদি ইতিহাসের বৈচিত্রময় অধ্যায়গুলো পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করি, তবে অতল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করে মুক্তা সন্ধানকারী বীর ডুবুরীর মত ইতিহাসের অতল সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে এক বিশাল অধ্যায় অনুধাবন করতে পাই। তবে আমাদের সামনে মধ্যাহ্নের সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন বাতিল শক্তি মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই মহান আল্লাহ পাক অপশক্তিকে অপনোদনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন কোন না কোন তাঁর প্রিয় বান্দা। যিনি দৃঢ়তার সাথে চির উৎখাত করে দেন গজিয়ে উঠা বাতিল শক্তির অপতৎপরতা। ফেরাউনী অপশক্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে যেভাবে হযরত মূছা (আলাইহিস সালাম)কে প্রেরণ করেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে নমরুদের মোকাবেলা করতে পাঠালেন হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)কে। ইসলামী নবজাগরণের এ ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকবে। তাইতো কবি বলছেন; "আদর পেয়েই স্বজন হলো দেখ সালমান; পুত্র হয়েও আত্মীয় নয় নূহের কেনান।" আবু জেহেল বংশীয় সাজরা গুনতেই রয়ে গেল; কোথাকার ওই হাবশী বেলাল আত্মীয় হয়ে গেল। এটিই হল মহান সত্তার রীতি।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। উম্মতের আলেম সম্প্রদায় তো তারও উর্ধে। কেননা বিতর্কিত কোন ছোটখাট মাসআলা নিয়ে এমন কিছু হৈ চৈ করা-যাতে সে সব মহান মুজতাহিদ আলেমদের প্রতি খারাপ মনোভাব সৃষ্টি হয় অথবা অপপ্রচার পায়-এ কাজটি দ্বীনের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক এবং উম্মাহ্ চেতনায় বিরাট ধ্বংস সৃষ্টি করে। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই শাখা-প্রশাখা বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ চলে আসছে-চাই তা হোক আক্বীদাগত বিষয় বা পারস্পরিক সম্মান, সংহতি ও সহানুভূতির বিষয়। তারা সবাই ধর্মানুরাগী এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওই সব নব্য পণ্ডিতমন্যদের ধারণা অনুযায়ী নয়, যারা নিজেদেরকে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত ও গবেষক মনে করেন অথচ তারা হচ্ছে সবচে অজ্ঞ ব্যক্তি। তাদের কাছে ইজতেহাদ গবেষণার আদৌ কোন উপকরণ নেই, যা আছে তা হচ্ছে শুধু মুখে দাবী করা। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে এমন কিছু বিভ্রান্ত লোকের অন্ধ অনুকরণকারী-মোকাল্লেদ যারা মুসলিম উম্মাহের মধ্যে এমন কিছু তীব্র সমালোচনা ছুঁড়ে দিয়েছে সেই সব বিশ্ববরেণ্য আলেমদের ইজতেহাদের প্রতি, যাদের জ্ঞান, পান্ডিত্য এবং পরহেযগারী সম্পর্কে এক সময় গোটা উম্মাহ সাক্ষ্য দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরাইশ মুশরেকদের সম্বোধন করে তাঁর নবীর জবানীতে কত বিনয় ও আদবের সাথে বলেন: وانا او اياكم لعلى هدى اوفى ضلال مبين "আমি অথবা তোমরা হয় হেদায়েতে আছি, নয়তো

সুস্পষ্ট গোমরাহীতে।" এ থেকে কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না? অথচ আমরা দাবী করি যে, আমরা এই কুরআনের বাহক ও প্রচারক এবং এই কুরআন-সুন্নাহর জন্য আমরা নিবেদিতপ্রাণ।

তারগীব ও তারহীব গ্রন্থকার সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দশটি নীতিমালা নির্ধারণ করে শাসন কাজ চালিয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল: তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটি তার সবচেয়ে ভাল কাজটির সাথে তুলনা কর; তাহলে তার কোন কাজে তুমি সন্তুষ্ট হয়েও যেতে পার। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের মুখ নিঃসৃত কোন বাক্যের ভাল কোন অর্থ খোঁজে পাও ততক্ষণ পর্যন্ত এর খারাপ অর্থটি গ্রহণ করবে না .... । কাজেই মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমানের নিকট এই প্রার্থনা, যেন তিনি আমাদের নতুন প্রজন্ম তথা যুব সমাজকে এই খারাপ চেতনা থেকে দূরে রাখেন এবং তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন যাতে তারা দ্বীনকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং তাদের মহান পূর্বসূরী ও আলেমদের নিয়ে গর্ব করতে শেখে, যারা আমাদের কাছে এই মহান দ্বীনকে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁদের মূল্যবান জীবন ও সুদীর্ঘ বয়স ক্ষয় করেছেন, যাতে আমাদের কাছে এমন মহান ঐতিহ্য পৌঁছে যা দিয়ে ইসলামী উম্মাহ্ গর্ব বোধ করতে পারে। এমন ঐতিহ্যের কথা বলছি যার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি নেই। কী ধর্মতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি সন্ধানে, কী সমালোচনায় আর কী চিন্তা গবেষণা ও সঙ্কট উত্তরনে-সর্বক্ষেত্রে এই বিরাট ঐতিহ্য আমাদের আজকের অহংকার। বুখারীতে আবু হুরায়রা বর্ণিত একটি হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন-'যে আমার কোন প্রিয়ভাজন ব্যক্তির সাথে দুষমণি করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলাম। কারণ, আমার বান্দাই আমার প্রিয় ফরজ কাজগুলো আদায় করে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এরপর আমার ভালবাসা পাবার আশায় বান্দাই নফল ইবাদত ও ভাল কাজ করতে করতে আমার আরো নিকটতর হতে থাকে, এক সময় আমিও তাকে ভালবেসে ফেলি, তখন আমিই তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে গ্রহণ করে, তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে, যদি সে কিছু চায়, আমি দিয়ে দেই, যদি সে আমার আশ্রয় চায় আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।'

আমাদের সবারই শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তায়ালা-তিনিই কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচার করবেন। আল্লাহ্ বলেন: "আজ প্রতিটি প্রাণীকে তার অর্জিত কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।" আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কিছুর উল্লেখ করে যা আসলে তার মধ্যে নেই, তবুও তার দোষ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তা করে, তাহলে তাকে আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামের আগুণে বন্দী করে রাখবেন, যে পর্যন্ত না সে তার বক্তব্য আপনদনের জন্য কিছুর অবতারণা করেন। তাবরানীর বর্ণনায় আছে, কেউ যদি কোন মুসলমানকে দুনিয়াতে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা কথাও রটায় তাহলে আল্লাহ্র কর্তব্য হবে দাঁড়ায় তাকে কেয়ামতের দিন আগুনে গলিয়ে দেওয়া যে পর্যন্ত না সে তার বক্তব্য অপনদনের জন্য কিছু উপস্থাপন করে। এছাড়া একজন মুমেন যদি অত্যাচারিত হয় অথচ সে তার উপর চড়াও হওয়া সন্ত্রাসী জালেমের বিরুদ্ধে অক্ষম ও অসহায়-সে মুমেনের সহায়তা করা দ্বিগুন পুণ্যের কাজ। আবু দাউদ-সাহল বিন মোয়ায বিন আনাস আল জুহানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-"যদি কেউ একজন মুমেনকে কোন মোনাফেকের হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে তার জন্য আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন যেন কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষায় তাকে সাহায্য করে। যদি কেউ মুসলমানকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কোন অপবাদ রটায় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের পুলে আটকে রাখবেন যে পর্যন্ত না সে তার বক্তব্যের আযাব ভোগ করার পর বের হতে পারে।" আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, সম্মানের অধিকার-এটি মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার সাথে জড়িত-চাই নিজের ব্যাপারে হোক বা পূর্ববর্তীদের। এই অধিকারকে যে কোন লঙ্ঘন থেকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। অনধিকারভাবে এই সম্মানে আঘাত করাও একটি লঙ্ঘন। এই লঙ্ঘনের মধ্যে অনেক কিছুই শামিল। যেমন-মিথ্যা অপবাদ, গালি-গালাজ, কুৎসা রটনা, চোগলখুরী এবং নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু গুজব ছড়িয়ে দেওয়া। নিরিহ মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কোথাও নিয়ে বিভ্রান্ত করা। বিভিন্নভাবে কোনঠাসা করে অব্যাহতভাবে মানসিক চাপের মুখে টেলে দেওয়া। এসব ব্যাপারে কেয়ামতের দিন কেসাস বা বদলা নেওয়া হবে।

ভাল কার্যসম্পাদনের চেয়ে সৎসঙ্গের মূল্য বেশী। খারাপ কার্য সম্পাদনের চেয়ে অসৎসঙ্গে ক্ষতি বেশী। একজন মানুষের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তুটি হল, অপরের দুঃখ-বেদনায় তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া। মানুষের ভেতর আছে প্রেম ও ভালবাসার শক্তি। একে নাড়া দেবার মতো কোন জিনিস পাওয়া গেলেই তা সচল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তার কাছে ধর্ম-গোত্রের ব্যবধান থাকে না, থাকে না দেশ-কাল-পাত্রের পার্থক্য। সেই চোখ মানুষের চোখ নয় যাতে অর্দ্রতা নেই; তা কিটপতঙ্গের চোখ। সেই দিল মানুষের নয় যাতে কখনো ব্যথার আঘাত লাগেনি, যা কখনো মানুষের শোকে কাতর হয়নি,

PDF by (Masum Billah Sunny)

অন্যের দুঃখে অশ্রুপাত করেনি, আর্তনাদ করতে শেখেনি-তা হিংস্র পশুর হৃদয়। যে ললাট লজ্জায় ও অনুতাপে ঘর্মাক্ত হয়নি, তা ললাট নয়, পাথর। যে হাত মানবতার সেবায় অগ্রসর হয় না, তা অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যে হাত মানুষের জীবন সংহারে উদ্যত, সে হাতের চেয়ে বাঘের থাবাও অনেক ভাল। যদি মানুষ খুন করাই মানুষের কাজ হত তাহলে তার বুকের ভেতর হাতের বদলে তলোয়ারই দিতেন। যদি ধন-সম্পদ জমা করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হত তাহলে তার বুকের ভেতর কম্পমান হৃদয়ের পরিবর্তে লৌহ নির্মিত একটি আলমীরাই রেখে দেয়া হত। ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা তৈরী করাই যদি মানুষের কাজ হত তাহলে তাকে মস্তিষ্ক না দিয়ে শয়তান কিংবা দৈত্য দানবের মস্তিষ্কই দেয়া হত। ক্ষমতা তো এজিদের কাছেও ছিল। এজিদের কাছে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হযরত ইমাম হোছাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হক্বকে হক্ব, না-হক্বকে না-হক্ব বলেছেন। শির চলে যেতে পারে তারপরও হক্বকে হক্ব, না-হক্বকে না-হক্ব বলার নামই হচ্ছে ঈমান-আক্বিদা।

যা হোক, একজন অপরজনকে মান্য করার মধ্যেই শান্তি নিহিত। দুনিয়ার শৃংখলা হচ্ছে একে অপরকে মান্য করার মধ্যেই। যেখানে মান্য করা নেই, শৃংখলা নেই, সেখানে শান্তিও নেই। আত্মা যদি নষ্ট হয়ে যায় তার কোন মূল্য নাই। পেটের চেয়ে আত্মার মূল্য বেশী, আত্মার মূল্য বুঝলে আপনি দামী, আত্মাকে তাজা-শক্তিশালি ও ক্ষমতাশালী করতে পারলে আপনি সফল, আত্মার তো মৃত্যু নেই। এজন্য নবী অলীগণ ওফাতের পরও অমর। কারণ তাঁদের আত্মা তো শক্তিশালী-ক্ষমতাশালী, তাঁদের শরীরের চেয়ে আত্মার শক্তি বেশী। গাউছে পাক বলেছেন-আমি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে নজর করলে সৃষ্টির শুরু হতে শেষ, আরশ হতে পাতাল পর্যন্ত আমার হাতের তালুতে একটি রায় (সরিষা)'র বীজের মত দেখলাম। এটি কপাল চোখে দেখা নয়, আত্মার চোখে দেখা। আত্মার চোখ প্রত্যেকের কাছে আছে। আমরা আত্মার চোখকে যত্ন করিনি। গাউছে পাক আরো বলেছেন-যে কোন বিপদে পড়লে আমার মুরীদ ভক্ত যেখানে হউক না কেন; দুনিয়ার শেষ প্রান্তে থাকলেও আমার দিকে খেয়াল করার সাথে সাথে আমি আবদুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে রক্ষা করব। এটি আত্মার শক্তি। তাইতো খানাপিনা হচ্ছে পেটের খোরাক, আর মীলাদ-মাহফিল, জিকির-আজকার, অলি বুর্যগকে সম্মান করা হচ্ছে আত্মার খোরাক, আমরা তো আত্মাকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলেছি। এজন্য আমাদের কাছে জুমা জামাত নামায রোযা কিছুই সাদ লাগেনা। আত্মার মাঝে আজানের টান পড়ে না, দরূদ সালামের টান পড়ে না, পিতা-মাতার প্রতি মায়া টান পড়ে না।, অলি বুযর্গ সম্পর্কে কিছু বলতে দ্বিধাভোদ হয় না। কারণ আত্মা তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তো আল্লাহ্ পাক এরশাদ করছেন- (الاية) الا ان بذكر الله تطمئن القلوب আল্লাহর যিকর ও এবাদত বন্দেগীতে আত্মা শান্তি হয়, আরাম পায়, আত্মা শক্তিশালী হয়, খুশী হয়।

যাই হোক, আমরা যেই বর্ণ-গোত্র বা স্থানের অধিবাসী হই না কেন, আমরা সবাই তো আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং মাতা-পিতা হযরত আদম ও হাওয়ার সন্তান। এই নীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর এটাই ছিল বিশ্বনবীর মানবপ্রেমের ভিত্তি। ইসলামের সর্বজনীনতার এই আদর্শের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টি জগৎ (বা মানব জাতি আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবারের সদস্যের ন্যায়) পোষা, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যে তাঁর পোষ্যের প্রতি অধিক সদ্ব্যবহার করে। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে ভালবাসে না; আল্লাহ্ তাকেও ভালবাসেন না। মানবপ্রেম তথা সৃষ্টিপ্রেম ছাড়া কোন মতেই স্রষ্টাপ্রেম অর্জন করা যায় না। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবপ্রেমের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই শান্তি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি লাভ করা যায়। আসুন, আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে অশেষ সংযমের আভরণে আবৃত করুন, আপনারই আশ্রয় ও শক্তিতে আমাদেরকে মর্মন্তুদ আযাব থেকে ফানাহ দিন! আমীন!

লেখক: শিক্ষক ও সাবেক ছাত্র: আহ্ছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।
মহা-পরিচালক: ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরাম, চট্টগ্রাম।

ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে নিবেদিত একটি আদর্শ সংগঠন

ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরাম

প্রধান কার্যালয়: সরবারে হাশেমী আশীয়া শরীফ, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম।

০১৮১৯৭৮৫৮১৯

আপনার যে কোন আনন্দ উৎসবকে ইসলামী পরিবেশে রাঙ্গাতে

এক নজরে ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক সেমিনারে এবারের বিষয়সমূহ

১. নূরে মুজাচ্ছম, হাবীবে দৌ জাহা, শাফে মুশাফ্ফাহ এবং তিনি মুখতারে কুল তথ্য ভিত্তিক আলোচনা।
২. সৃষ্টির গোড়া পত্তনে নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথ্য ভিত্তিক আলোচনা।
৩. মেরাজে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানীদের জন্য অনন্ত কালের গবেষণার মাইলফলক।
৪. নবী প্রেম ঈমানের পূর্ব শর্ত এবং বিশ্ব মুসলিমের মুক্তির সোপান।
৫. হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রেক্ষাপট আলোচনা ও মক্কা বিজয়ের স্মারক বর্ণনা। বিশ্ব রাজনীতির নিরিখে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতুলনীয় প্রজ্ঞার উজ্জল প্রমাণ।
৬. হাবীবে লওলাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির নাজির হওয়ার বিশদ আলোচনা।
৭. সফল রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সমর, বিদেশ নীতি, আতঙ্কবাদ ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
৮. বিশ্ব মানব সভ্যতা পুনরুদ্ধারে বিদায় হজ্বের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা।
৯. হাবিবে দো জাঁহা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নবুয়ত প্রকাশ, প্রাক জীবন চরিত, বর্তমান বিশ্ববাসীর সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অতুলনীয় মডেল।
১০. রাহমাতুল্লিল আলামিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরাধামে শুভ পদার্পণের পূর্বে পবিত্র খা'নায়ে কা'বাকে আহসাবে ফিলের আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পবিত্র জমজম কূপ পুনঃ আবিষ্কারের ইতিহাসের আলোচনা।
১১. ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব ও জেহাদের ময়দানে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাহাবায়ে কেরামের সংগ্রামী ত্যাগ এবং বর্তমান বিশ্বে নির্যাতিত মুলসমান তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা।
১২. হযরত রাসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হযরাতে ওয়ালেদাইনে করিমাইন ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা।
১৩. হালফে ফুযুল সংগঠন ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বযুগের মানব সেবা ও সাংগঠনিক তৎপরতার অনন্য উপাদান।
১৪. নুযুলে কোরআনের তাৎপর্য ও মাযহাব অনুসরণের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা।
১৫. হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাল মানব জাতির জন্য চরিত্র গঠনে অনন্য মডেল।
১৬. হযরত রাসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পারিবারিক জীবন সুখী ও সমৃদ্ধপরিবার গঠনের অতুলনীয় মডেল। আজওয়াজে মুতাহারাত ও আওলাদে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জীবনালেখ্যের সার সংক্ষেপ আলোচনা।
১৭. মসজিদে কু'বা ও মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণের ইতিহাস এবং দুই মসজিদে নামায পড়ার ফযিলত।
১৮. পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) হতে শুরু করে জগত খ্যাত মুসলিম অমুসলিম মনীষি পন্ডিতগণের ঐ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণী বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।
১৯. হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মক্কী জীবনে নির্যাতিত মুসলমান অনন্তকাল পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম সত্যের উপর অটল থাকার অনন্য উপমা।
২০. মুসলমান, কাফের, মুনাফেক এর পরিচয় এবং আধুনিক বিশ্বে তাদের চরিত্রের বর্ণনা।
২১. হযরত রাসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হেরা গুহায় তাপস্য প্রেক্ষাপট আলোচনা ইসলামে তাসাওফের গুরুত্ব ব্যাখ্যা।

PDF by (Masum Billah Sunny)

২২. ছরওয়াকে কায়েনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বংশীয় শাজরা শরীফের বর্ণনা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সকলেই মুমিন এবং খোদাপ্রাপ্ত বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।
২৩. আক্বিদার দৃঢ়তার সাথে আমল অপরিহার্য।
২৪. আবিসিনিয়া ও মদিনায় হিযরত বেদনা দায়ক নয় বরং বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিকিরণের সুসংবাদের স্বাক্ষর বহন করে।
২৫. মক্কাবাসী মুহাজির ও মদীনাবাসী আনসারগণের মধ্যে মাওয়াখাত (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) মদীনার ইহুদীদের সাথে মুওয়াহাদা (সন্ধি) সম্পাদন করা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মহা বিচক্ষনতার প্রমাণ এবং মানব সমাজে শান্তি আনয়নের মাইলফলক।
২৬. হযরত রাসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি হযরাতে সাহাবায়ে কেরামদের আনুগত্য ঈমানের মাপকাটি তথা ঈমান ও কুফর যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।
২৭. হাবীবে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেছাল শরীফ হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অন্তরায় নয়।
২৮. সমাজ সেবা ও ব্যবসা বাণিজ্য রাসূলে সাকলাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান বিশ্বের এন.জি.ও. কার্যক্রম ও তৎপরতার তুলনামূলক পর্যালোচনা।
২৯. গাযওয়া ও ছরীয়াসমূহের উপর আলোকপাত। বিশেষত: বদর ও ওহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা।
৩০. শামায়েল ও খাছায়েছে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তৎপর্যপূর্ণ আলোচনা।
৩১. বেলাদতে বা'ছা'আদাতের উপর তাৎপর্যমূলক আলোচনা।
৩২. ১২দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক সেমিনার আল্লামা হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র যুগোপযোগী পদক্ষেপ।
৩৩. ১২দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক সেমিনার সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণে যারা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

হযরত মোহাম্মদ (দ.)'র অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবী, পৃথিবীর বুকে উদীয়মান সূর্যের মত সুবহে সাদিক ছড়িয়ে দেবে আলো, দূর হবে সকল ঝরাজীর্ণতা

ব্লেজ এন্ড ডেজেল

একটি বিশ্বমানের ওয়াশিং হাউস

১২১০ বি, অক্সিজেন কুয়াইশ সংযোগ সড়ক অক্সিজেন বাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৬৮৩৬৮৯, মোবাইল: মোবাইল: ০১৮৩১০৯০১৩৫

সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক মেশিনে সকল ধরণের কাপড় ওয়াশ ও আইরণ করা হয়। আমরা ব্যবহার করি বিশুদ্ধ পানি। আন্তর্জাতিক মানের কেমিক্যাল ব্যবহার করার কারণে কাপড় ওয়াশের সময় উজ্জ্বলতা একটুও কমে না। অত্যাধুনিক মেশিনে কাপড় আইরণ করা হয়। রং ও রিপুর কাজ করা হয়। গাড়ীর সিট কভার ও কার্পেট ধোয়া হয়।

আমরা প্রস্তুত আপনার সেবায়

সংগঠন সংবাদ

আল্লামা আহমদ হাসান (রহ.) ইন্তেকালে আল্লামা হাশেমীর শোক প্রকাশ

প্রবীন আলেমে দ্বীন, ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস, আনোয়ারা নিবাসী ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা আহমদ হাসান (রহ.) এর ইন্তেকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ও আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি-বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী এক বিবৃতিতে গভীর শোক করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন-আল্লামা আহমদ হাসানের ইন্তেকালে দেশবাসী একজন প্রবীন আলেমে দ্বীন, বুযর্গ ব্যক্তিকে হারালো; যার অভাব পুরণ হবার নয়। আল্লামা হাশেমী তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং রাব্বুল আলামীনের দরবারে মরহুমের রাফে দারাজাত কামনা করেন।

দরবারে হাশেমীয়ায় ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম সম্পন্ন

আউলিয়ায়ে কেরামদের প্রদর্শিত পথই আল্লাহ্ পাওয়ার সহজ পথ

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-আউলিয়ায়ে কেরামদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে দিকভ্রান্ত মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের এই উপমহাদেশে মানুষ আল্লাহ ও রাসূল (দ.) কে চিনেছেন আউলিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে। আজ যারা ইসলামের ধারক বাহক সেজে আউলিয়ায়ে কেরামদের বিরোধীতা করছে তারা কি একটু চিন্তা করেছে এদেশে ইসলাম কাদের মাধ্যমে এসেছে। উপমহাদেশের মানুষরা আউলিয়ায়ে কেরামদের আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে দেখে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এখনো আউলিয়ায়ে কেরামদের ইসলামের সত্যিকার চর্চা চলছে। যারা আউলিয়ায়ে কেরামদের বিরোধী করে তারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামেরই বিরোধীতা করছে। আল্লামা হাশেমী গত ১৬ মার্চ ২০১১ইং বাদ মাগরিব হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে ছোবহানী কুতুবে রাব্বানী, বড়পীর, মুহিউদ্দীন, গাউসুল আজম, হযরত শাইখ ছৈয়দ আব্দুল কাদের আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রা.) ওরশ উপলক্ষ্যে জশনে ওরশে গাউসুল আজম জিলানী (রা.) মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-গহিরা আলীয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আল্লামা জুলফিকার আলী, সাইখুল হাদীস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা ওসমান গণি জালালী, মাওলানা জসীম উদ্দীন আল কাদেরী, মাওলানা মুজাম্মেল হক, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাওলানা আহমদ নজীর, মাওলানা নুরুল আবছার আনছারী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশনের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ জাফর আহামদ, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল কুদ্দুস। বক্তারা বলেন: হযরত গাউছে পাক(রা.)'র আদর্শ অনুসরণের মাধ্রমে রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি আর্জনের আহ্বান জানান।

সীতাকুন্ডে মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র গাউছুল আজম জিলানী কনফারেন্স সম্পন্ন

গাউছে পাক (রা.) আদর্শের মাধ্যমে ইসলামকে পূণউজ্জীবিত করেন।

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-পীরানে পীর, হযরত গাউছে পাক, আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রা.) নিজ আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলদের সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল বিভ্রান্তমূলক প্রচারনাকে মোকাবিলা করে ইসলামকে পুন:উজ্জীবিত করেছেন। এখানো যারা ইসলামের লেবাস পরে সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য হযরত গাউছে পাক (রা.) দর্শন চর্চা ও প্রচার সময়ের দাবী। আল্লামা হাশেমী গত ২৯ মার্চ ২০১১ইং আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি সিতাকুন্ড উপজেলা শাখার উদ্যোগে এম.এ. কাশেম রাজা হাই স্কুল ময়দানে জশনে ওরশে গাউসুল আজম জিলানী কনফারেন্সে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আবুল কাশেম মাস্টার এম.পি., বিশেষ অতিথি ছিলেন-স্থানীয় চেয়ারম্যান-আলহাজ্ব নূর উদ্দীন জাহাঙ্গীর, সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোতাহের হোসেন সিদ্দিকী, প্রধান বক্তা ছিলেন-চ্যানেল আই সত্যের সন্ধানের উপস্থাপক আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী, বিশেষ বক্তা ছিলেন-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আল্লামা জুলফিকার আলী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও উপস্থিত ছিলেন-মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ মনির আহমদ হোসাইনী, মাওলানা মুহাম্মদ অলিউজ্জমান, মাওলানা আশরাফুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ শরফুদ্দীন হাশেমী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ রফিক উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল তাহের বুলবুল প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

PDF by (Masum Billah Sunny)

মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) স্মরণ সভা সম্পন্ন

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)'র প্রতি ভালবাসা প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-খলিফাতুর রাসূল (দ.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'কে মানা, না মানার মধ্যে ঈমান কুফর নির্ভরশীল। গাউছে পাক, খাজা বাবা বা আউলিয়ায়ে কেরামদের না মানলে কাফের হবেনা কিন্তু গুনাহগার হবে। কিন্তু হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)'কে না মানলে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সকল আলেমরা একমত যে শিয়া সম্প্রদায় মুসলমান নয় তারা কাফের কারণ তারা হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)'কে মানে না। আল্লামা হাশেমী গত ২৭ মে ২০১১ইং শুক্রবার বাদ জোহর হতে নগরীর জালালাবাদ খাজা রোড়স্থ মদীনা মসজিদ চত্বরে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি মদীনা মসজিদ শাখার উদ্যোগে ইসলামের প্রথম খলিফা, খলিফাতুর রসূল (দ.) হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) স্মরণে আজিমুশ্শান নূরানী মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন-এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-চ্যানেল আই এর সত্যের সন্ধানের উপস্থাপক হযরতুল আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী। শাহাজাদা হযরতুল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার মুফাচ্ছির মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ রেজভী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, মাওলানা কাজী নজরুল ইসলাম, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, মাওলানা জাফর আহম্মদ খান নূরী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মঈনউদ্দীন সমরখন্দী, মাওলানা ইদ্রিস, মাওলানা জাহেদ প্রমুখ। বক্তারা উত্তম চরিত্র গঠনে হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র মিরাজুন্নবী (দ.) কনফারেন্স সম্পন্ন

রাসূল (দ.)'র মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনা নিজ জীবনে বাস্তবায়নই মিরাজের শিক্ষা

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-মিরাজ রজনীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল (দ.)কে সরাসরি সাক্ষাত প্রদান করে উপহার স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সহ মানবজাতীর জন্য যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে নির্দেশনা নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করাই হবে মিরাজের বাস্তব শিক্ষার প্রতি ফলন। আল্লামা হাশেমী গত ২৯ জুন ২০১১ইং বাদ এশা হতে নগরীর জালালাবাদস্থ বটতলী শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে পবিত্র মিরাজ রজনী স্মরণে ৩৯ তম ঐতিহাসিক জশনে ঈদে মিরাজুন্নবী (দ.) কনফারেন্সে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। বিশাল কনফারেন্সে হাজার হাজার সুন্নী জনতা উপস্থিতি মিরাজের মোস্তফা (দ.)'র উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন-ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনী আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আল্লামা আজিজুল হক আল কাদেরী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ বদরী, চ্যানেল আই সত্যের সন্ধানের উপস্থাপক আল্লামা শেখ নুরুল ইসলাম ফারুকী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদের, দরবারে বারীয়া শরীফের সাজ্জাদানশীল আল্লামা সৈয়দ সামশুদ্দোহা বারী, আল্লামা নুর মুহাম্মদ আল কাদেরী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন, দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল আলম খাঁন, মাওলানা আজিজুল হক কুতুবী, নানুপুর গাউছিয়া মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা জসিম উদ্দীন আল কাদেরী, মাওলানা ওসমান গণি জালালী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ, মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মাওলানা আহমদ নজীর, আল্লামা দোস্ত মুহাম্মদ (রহ.) ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ জুননুরাইন, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল কুদ্দুস, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক, মাওলানা জাফর আহমদ নূরী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক আজমী, আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) স্মৃতি সংসদ কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আজিজি, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন, সমরখন্দী, মাওলানা ইদ্রীস আলম, মাওলানা তৌহিদুল ইসলাম, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা জাহেদ, মাওলানা হাফেজ বজল প্রমুখ। মাহফিলে বক্তারা বলেন-এদেশে আমরা সুন্নীয়তের দর্শন পেয়েছি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)'র মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীতে যাঁর কাছে থেকে আমরা সুন্নীয়তের শিক্ষা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন- আল্লামা হাশেমী (মুজিআ)। আল্লামা হাশেমীকে অস্বীকার করা বা তাঁর নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো মানে সুন্নীয়তকে অস্বীকার করা। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

অক্সিজেন আলপনা কমিউনিটি সেন্টারে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.) সেমিনারে-আল্লামা হাশেমী

আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ নমুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.)

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-আরবে যে ভাবে রাসূলে করিম (দ.) কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের শত বাধা,

জুলুম, নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজ উত্তম আদর্শ চরিত্রের গুনে মানুষের হৃদয় মনকে জয় করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে রাসূল (দ.) সেই উত্তম চরিত্রকে মডেল হিসেবে ধারন করে তাঁরই নির্দেশে তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে যিনি এই উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং যাঁর চরিত্রগুনে মুগ্ধ হয়ে এই উপমহাদেশের কাফির, মুশরিকরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ, মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতি আজমীরি (রা.)। আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ নমুনা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.)। আল্লামা হাশেমী গত ১১ জুলাই ২০১১ইং বাদ আসর হতে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপন কমিটির উদ্যোগে নগরীর অক্সিজেন মোড়স্থ আলপনা কমিউনিটি সেন্টারে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈন উদ্দীন হাসান চিশতি (রহ.) ৭৯৯ তম ওরশ শরীফ উপলক্ষে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.) শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস আনচারী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম কাদেরী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন হাশেমী, ফকিরাবাদ গাউছিয়া হাশেমী মসজিদের খতিব শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, বালুছড়া করম আলী শাহ্ (রহ.) মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলানা আবুল কাশেম, মাওলানা মুহাম্মদ রফিক, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, মাওলানা মুহাম্মদ দেলাওয়ার, হাফেজ আলী আসগর প্রমুখ। মাহফিলে বক্তারা বলেন-এদেশে আমরা সুন্নীয়তের দর্শন পেয়েছি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)'র মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীতে যাঁর কাছে থেকে আমরা সুন্নীয়তের শিক্ষা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন- আল্লামা হাশেমী (মুজিআ)। আল্লামা হাশেমীকে অস্বীকার করা বা তাঁর নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো মানে সুন্নীয়তকে অস্বীকার করা। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মুহিব্বানে রাসূল (দ.) নজুমিয়াহাট শাখার মাহফিল সম্পন্ন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে, প্রথমে নিজের আমিত্ব ত্যাগ কর

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-যে নিজেকে চিনেনি সে খোদাকে চিনেনি, খোদাকে চিনতে হলে প্রথমে নিজেকে চিনতে হবে। অন্তরের মধ্যে বড়াই, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ রেখে শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করলে আল্লাহ্ পাওয়া যাবেনা। অন্তর থেকে প্রথমে নিজের আমিত্বকে বিলিন করে দিতে হবে। তারপর মুখ ও অন্তর এক করে আল্লাহকে রাজি করতে ব্রতি হতে হবে। আউলিয়ায়ে কেরামরা সেটি করতে পেরেছেন বলেই তারা অলি হয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হয়েছেন। আল্লামা হাশেমী গত ২২ জুলাই ২০১১ইং বাদ আসর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসুল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি কাপ্তাই রোড নজুমিয়াহাট শাখার উদ্যোগে নজুমিয়া হাটস্থ মা-মনি কমিউনিটি সেন্টারে মাসিক জিকির মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-বারীয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন পীরে কামেল, আল্লামা মুফতি ছৈয়দ শামসুদ্দোহা বারী, গহিরা আলীয়া মাদরাসার সাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, আল আমিন বারীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা আল্লামা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ রুহুল আমিন, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা নজরুল ইসলাম, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, জিয়াউর উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নূর, রাউজান আহমদিয়া আজিজিয়া নুরুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী জিয়া উদ্দীন হাশেমী, আলহাজ মুহাম্মদ আলী, এডভোকেট মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম কাদেরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব আলম, মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। মাহফিলে বক্তারা বলেন-এদেশে আমরা সুন্নীয়তের দর্শন পেয়েছি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)'র মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীতে যাঁর কাছে থেকে আমরা সুন্নীয়তের শিক্ষা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন- আল্লামা হাশেমী (মুজিআ)। আল্লামা হাশেমীকে অস্বীকার করা বা তাঁর নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো মানে সুন্নীয়তকে অস্বীকার করা। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র র‍্যালী সম্পন্ন

মাহে রমজানকে স্বাগত জানানো, এর পবিত্রতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-মাহে রমজানকে স্বাগত জানানো এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে রমজানের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এর পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। শুধুমাত্র উপস থাকার নাম রোজা নয়, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পাপাচার ও সকল প্রকার অন্যায় অনাচার অনৈইসলামীক কার্যাকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে রোজা পালনের তৌফিক দিন। আল্লামা হাশেমী গত ১ আগষ্ট ২০১১ইং সোমবার বাদ আসর নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণ হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া

PDF by (Masum Billah Sunny)

জিলানী কমিটি বাংলাদেশের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারককে স্বাগত জানিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালীত্তোর সমাবেশে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। শাহাজাদা আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা কেন্দ্রীয় পরিষদের সাবেক সভাপতি ছৈয়দ মুহাম্মদ আবু আযম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব আলম, আলহাজ্ব আবুল কাশেম, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আলম, মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, মাওলানা নওশেদ, মুহাম্মদ রায়হান, মুহাম্মদ জয়নাল, মুহাম্মদ মুসা, মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দীন, মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা মাহে রমজানের পবিত্র রক্ষা করা, দিনের বেলায় হোটেল, রেস্তোরা বন্ধ রাখা, অশ্লিলতা বেহায়াপনা থেকে বিরতথাকার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধগতি রোধ করা, এবং আযান, নামায, সেহরী, ইফতারের সময় লোড সেডিং বন্ধ রাখার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

<u>মুহিব্বানে রাসূল (দ.) সম্বর্ধনা সভায় বক্তারা</u>

ছাত্রদের এমন শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যার মাধ্যমে নিজেকে ও সমাজকে আলোকিত করা যায়

.... আল্লামা হাশেমী

আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে এস.এস.সি. দাখিল, এইচ.এস.সি. আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃর্তি শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা সভায় বক্তারা বলেন-আজকের ছাত্ররা আগামী দিনের জাতির কান্ডারী, তাই ছাত্রদেরকে এমন শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যার মাধ্যমে নিজেকে ও সমাজকে আলোকিত করা যায়, জ্ঞান আছে কিন্তু আদর্শ নেই, সেই জ্ঞানের মূল্য নেই। নিজের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে একজন যোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মনুষত্ব বিকশিত করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন প্রধান সহায়ক শক্তি, যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন প্রবেশ করেনি সে পশু সমতুল্য। কারণ তার কাছে কোন নীতি নেই, আদর্শ নেই। গত ২ আগষ্ট ২০১১ইং বিকাল ২টা হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সম্বর্ধনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। দরবারের মেঝ শাহাজাদা আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমীর সভাপতিত্বে আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন-বাঁশখালী নজির আহমদ চৌধুরী কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মদ মাসুম চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন-বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট মুহাম্মদ ইসহাক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব আলম, আল্লামা আহমদ নজির, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা কেন্দ্রীয় পরিষদের সাবেক সভাপতি ছৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম, আশেকানে আউলিয়া কলেজের ভিপি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম, ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরামের মহাপরিচালক শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী, ইমাম হাশেমী যুব কাফেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আলম, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ আবু রায়হান, মুহাম্মদ মুসা, মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন বাবলু, মুহাম্মদ নওশেদ, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ জয়নাল, মুহাম্মদ মুরশেদ আলম, প্রমুখ।

<u>মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র হযরত ফাতেমা (রা.) স্মরণ সভা সম্পন্ন</u>

হযরত ফাতেমাতুয যাহ্‌রা (রা.) নারী জাতীর আদর্শ চরিত্র গঠনের উত্তম মডেল

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-হযরত খাতুন-এ জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.)'র চরিত্র বর্তমান নারী জাতীর আদর্শ চরিত্র গঠনের উত্তম মডেল, তিনি বেহেস্ত মহিলাদের সর্দার, তিনি পাক পাঞ্জেতনের অন্যতম, যাদের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। আল্লামা হাশেমী গত ৫ আগষ্ট ২০১১ইং বাদ তারাবী হতে নগরীর জালালাবাদস্থ গাউছিয়া রিফাইয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি উদ্যোগে হযরত খাতুন-এ জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) স্মরণে আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা আহমদ নজীর, শাহজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা জাফর আহমদ, মাওরানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকোন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা শায়ের ইসহাক, মাওলান ইদ্রিস আলম, প্রমুখ। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

<u>দরবারে হাশেমীয়ায় ছেঠভী শরীফ মাহফিল সম্পন্ন</u>

পর্দাই নারীদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আমল

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-রাসূল (দ.) এরশাদ করেছেন আর হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) বলেছেন-পর্দাই নারীদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আমল। পর্দা ছাড়া কোন আমলের গুরুত্ব নেই। পর্দার যথাযথ অনুসরণের কারণে হযরত মরিয়ম আ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রিয় হয়েছিল। সে জন্যই পবিত্র কোরআনে পাকে তাঁরই নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। আল্লামা হাশেমী গত ৭ আগষ্ট ২০১১ইং বাদ তারাবী নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে মাসিক ছেঠভী শরীফ মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোনায় অংশগ্রহণ করেন-আল আমিন বারীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ বদরী, দরবারের মেঝ শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-আল্লামা আহমদ নজীর, আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল করিম, আল্লামা নুরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসমাম, মাওলানা জাফর আহমদ নূরী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশে চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, শায়ের মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, প্রমুখ। বক্তারা বলেন-হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.)'র আদর্শ চরিত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে বর্তমান নারী জাতির মুক্তির সঠিক দিক নির্দেশনা। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

<u>ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরামের সমাবেশে বক্তারা</u>

মাহে রমজান আমাদের ঈমানী চেতনাকে শানিত করে

ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরামের 'মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে' র‍্যালী উত্তোর সমাবেশে বক্তারা বলেন-মাহে রমজান আমাদের ঈমানী চেতনাকে শানিত করে। এগার মাস মানুষ বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে; কিন্তু রমজান আমাদের কাছে শুভাগমনের ফলে সকল প্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে। কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রমজান মাসকে নিজের মাস ঘোষনা করেছেন এবং বলেছেন: তোমরা বান্দারা কে আছ ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার, আমি (আল্লাহ্) ক্ষমা করে দেব। তাই এই মাসে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থেকে সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থন করা ও রহমত কামনা করার মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করতে হবে। নিজেকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। গত ১০ আগষ্ট ২০১১ বিকাল ২টা হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে সংগঠনের মহা পরিচালক শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালীত্তোর সমাবেশে বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, বিশেষ অতিথি ছিলেন-আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব আলম, ইমাম হাশেমী সাংস্কৃতিক ফোরামের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জাহেদুল আলম, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-দরবারের শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন হাশেমী, মুহাম্মদ ইয়াছিন আরফাত, মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ মাসুদ, মুহাম্মদ ইমরান, মুহাম্মদ এনাম তালুকদার, মুহাম্মদ মুফাচ্ছেল, মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মুহাম্মদ সোহেল , মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন, মুহাম্মদ সাজ্জাত, মুহাম্মদ শাহেদ, মুহাম্মদ ইমন, মুহাম্মদ শাহরিয়ারসহ প্রমুখ। র‍্যালীটি এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে এসে শেষ হয়।

<u>মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র ঐতিহাসিক বদর দিবস সম্পন্ন</u>

সাহাবায়ে কেরামদের নবী (দ.) প্রেম ও কঠিন ত্যাগ বদর যুদ্ধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে।

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-সাহাবায়ে কেরামদের কঠিন ত্যাগ অন্তরে রাসূল (দ.)'র প্রেম, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গায়েবী সাহায্য, ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করে। অন্তরে ঈমানী শক্তি নিয়ে শুধু মাত্র ইসলামের প্রচার প্রসারে আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.) সন্তুষ্টি অর্জানের নিমিত্তে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিল, সাহাবায়ে কেরামদের অন্তরে লিল্লাহিয়াত-খুলুসিয়াত ছিল বলেই সেই দিন যুদ্ধে কাফিরদের অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীদের বিরোদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন নিয়ে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই ইসলামের সেই প্রকৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে ঐতিহাসিক বদরের চেতনায় নিজের ঈমানী চেতনাকে শানিত করে মুখ ও অন্তরকে এক করে লোক দেখানো বা দুনিয়াবী সার্থ হাসিলের জন্য নয়) একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.) সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে ইসলামের যে কোন কাজে অগ্রসর হলে সেখানে সফলতা আসবেই ইনশাল্লাহ্। বদর যুদ্ধে সেটার উজ্জল প্রমান। গত ২২ আগষ্ট ২০১১ইং বাদ তারাবী হতে নগরীর জালালাবাস্থ দরবারে আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক বদর দিবস স্মরণে নূরানী মাহফিলে সভাপতি বক্তব্যে আল্লামা হাশেমী (মুজিআ) একথা বলেন। এতে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন-ছিপাতলী গাউছিয়া বহুমুখী আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল কাদেরী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা মুফতি মাওলানা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আহছানুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ নজীর, আল্লামা ফজলুল করিম দায়েমী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচ রেজভী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল কুদ্দুস, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কারী নজরুল ইসলাম, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, মাওলানা জাফর আহমদ নূরী, মাওলানা ইদ্রিস আনচারী, প্রমুখ।

PDF by (Masum Billah Sunny)

দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে মাসিক ছেঠভী শরীফ সম্পন্ন

শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ধর্ম নয়, শরীয়তের যথাযথ অনুসরণই ধর্ম

.... আল্লামা হাশেমী

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন- আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.)'র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে অন্তরে প্রেম ও ভক্তি রেখে শরিয়তের যথাযথ অনুসরণের নামই ধর্ম। কিন্তু বর্তমানে আমরা শরীয়তের কোন হুকুম-আহকামের তোয়াক্কা না করে লোক দেখানোর বা আত্ম প্রচারের জন্য শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্ম পালন করছি। হজ্ব পালনে, নামাযে, জাকাত ফিৎরা বিতরনে, বিয়ে শাদি ইত্যাদিতে আজ-কাল বেশী আনুষ্ঠানিকতা চলে এসেছে ধর্ম গৌন হয়ে গেছে। এটা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দু:খ জনক। অথচ রাসূল (দ.) পরবর্তী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আউলিয়ায়ে কেরামরা কত আন্তরিকতা ও সর্তকতার সাথে শরীয়তের আরকান-আহকাম পালন করেছেন সেগুলোর প্রতি আমাদের অনুসরণের বা অনুস্কানের চিন্তা চেতনা নেই। আমাদের উচিত ছিল সেগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করে যথাযথ অনুসরণ। আউলিয়ায়ে কেরামরা সেটা পেরেছেন বলেই তাঁরা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হয়েছেন। আল্লামা হাশেমী গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ইং নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রা.)'র পীর মুরশিদ হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রা.) বার্ষিক ওরশ শরীফ ও শাওয়াল মাসে ওফাত প্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের ফাতেহা শরীফ উপলক্ষে মাসিক ছেঠভী মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা মুফতি মাওলানা আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আহছানুল উলুম আলীয়া মদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ নজীর, মাওলানা শায়ের মুহাম্মদ ইসহাক, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কারী নজরুল ইসলাম, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা ইদ্রিস আনচারী, প্রমুখ।

দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে হযরত ইমাম বোখারী (রহ.)'র স্মরণে পবিত্র খতমে বোখারী শরীফ সম্পন্ন

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন- মুসলিম জাহানের প্রতি হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র.) অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি হচ্ছেন রাসূল (দ.) চরিত্রের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। রাসূল (দ.)'র হাদীসকে অবিকৃত ভাবে মুসলমানদের কাছে উপস্থাপনের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ মুসলিম জাহান চিরকাল স্মরণ রাখবে। তিনি সত্যানুসন্ধানীদের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। আল্লামা হাশেমী গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ইং বাদ আসর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র.) ও মুফতি আজম, আল্লামা মুফতি ছৈয়দ আমিমুল এহছান মুজাদ্দেদী বরকতী (রহ.) এবং শাওয়াল মাসে ওফাত প্রাপ্ত হযরাতে মাশাইখে কেরাম (র.) স্মরণে আয়োজিত পবিত্র খতমে বোখারী শরীফ ও আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ এনামুল হক, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-হাটহাজারী অদুদীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ হোসাইন, নোমানীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা নুরুল আলম খাঁন, ছিপাতলী আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা ফজলুল করিম দায়েম, শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আল আমিন বারীয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, নানুপুর গাউছিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা জসিম উদ্দীন আল কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল আলম শাহ্ আল হাদী, কাঠিরহাট মফিজুল ইসলাম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ কামরুল আহছান, মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, রাউজান আহমদিয়া আজিজিয়া নুরুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, মাওলানা জাফর আহমদ নূরী, মাওলানা নুরুল কুদ্দুস, মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ আল উদ্দীন, মাওলানা মঈন উদ্দীন রেজভী, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন, রাউজান কদলপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এস.এম. ফারুক, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মফিজুল হক, মাওলানা আবু তাহের বুলবুল, প্রমুখ। বক্তারা বলেন-শিক্ষার বিকল্প নেই, ধর্ম পালন করতেও জ্ঞান লাগবে। জ্ঞানহীন মানুষ পশুসমতুল্য। শিক্ষা ছাড়া আমল হয়না, সে জন্য বিদ্যা অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে। আবার জ্ঞান অর্জন করে সেটার যথাযথ অনুসরণ বা আমল না করলে সেই জ্ঞানের বা জ্ঞানীর কোন মূল্য নেই। জগতে যারা জ্ঞান অর্জন করছেন এবং সেটা প্রথমে নিজে অনুসরণ করেছেন এবং সমাজকে সেটা শিক্ষা দিয়েছেন; তারাই সফল ও স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র মাসিক তালিমী জলসা সম্পন্ন

আউলিয়ায়ে কেরামদের আলোচনা করা আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার অনন্য মাধ্যম

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন- আউলিয়ায়ে কেরামদের আলোচনা করা, তাঁদের স্মরণে ওরশ, মাহফিল, সভা, সেমিনার করা আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার অনন্য মাধ্যম। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও শরীয়তের বিভিন্ন আরকান-আহকামের পাশাপাশি নবী ও অলিদের আলোচনাও করেছেন। তাই কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে আমরা যে সওয়াবের অংশিদার হব তথা আল্লাহ্র রহমত পাব, তেমনি ভাবে আউলিয়ায়ে কেরামদের স্মরণ করলেও আমরা একই সমপরিমাণ আল্লাহ্র রহমত পাব। আল্লামা হাশেমী গত ৩ নভেম্বর ২০১১ বাদ মাগরিব হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল

ইয়ামানী (রহ.) কুতুবে চাটগাম হযরত শাহ্ আমানত (রহ.) ও হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (রহ.) ওরশ উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভা ও মাসিক তালিমি জলসায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন-আহছানুল উলুম জামেয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা ফজলুল করিম দায়েম, উপাধ্যক্ষ মাওলান মুহাম্মদ আজিজুল হক কুতুবী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ জাফর আহমদ নূরী, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, মাওলানা মুহম্মদ আবু তাহের বুলবুল, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারমান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ পেয়ারুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল মান্নান, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী। বক্তারা বলেন-এদেশে ইসলাম এসেছে আউলিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে, এক্ষেত্রে আউলিয়ায়ে কেরামদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আজকে যারা ইসলামী দাওয়াতের কথা বলে কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরামদের অবদানকে অস্বীকার করে তাদের সেই দাওয়াত প্রকৃত ইসলামী দাওয়াত নয়, তাদের সেই দাওয়াত হচ্ছে ওহাবী, ও মওদুদী মার্কা ইসলামী দাওয়াত। যার মাধ্যমে এদেশের জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর আউলিয়ায়ে কেরামদের ইসলামী দাওয়াতে শান্তি সৃষ্টি হয়েছে, আদর্শ সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। বক্তারা বলেন-আউলিয়ায়ে কেরামদের আদর্শ চর্চা ও তা নিজ নিজ জীবনে যথাযথ অনুসরন ও অনুকনের মধ্যেই প্রকৃত শান্তি। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মুহিব্বানে রাসূল (দ.)'র হযরত ফারুকে আযম (রা.) স্মরণ সভা সম্পন্ন

হযরত ফারুকে আযম (রা.) শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনার উত্তম মডেল।

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-যে শাসন ব্যবস্থায় ছিলনা কোন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস সহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত একটি শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে আমিরুল মোমেনিন হযরত ফারুকে আযম (রা.)'র শাসন ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে তিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করে ছিলেন। যার শাসন ব্যবস্থা মানতে বলে পশুপাখি পর্যন্ত বাধ্য ছিল। আল্লামা হাশেমী গত ২৫ নভেম্বর ২০১১ইং বাদ মাগরিব হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি-বাংলাদেশের উদ্যোগে আমিরুল মুমিনিন, হযরত ফারুকে আযম (রা.) ও জামেউল কোরআন, হযরত ওসমান জিননুরাইন (রাদ্বি.) স্মরণে আয়োজিত আজিমুশশান নূরানী মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন-গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাইখুল হাদিস, আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান জালালী, পীরে তরীকত, মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুজাদ্দেদী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আবছার আনচারী, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনির উদ্দীন, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, প্রমুখ। বক্তারা বলেন-হযরত ফারুকে আজম (রাদ্বি.) ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের প্রচার-প্রসারকে তরান্বিত করেছে। রাসূল (দ.) বিশেষ দোয়ায় হযরত ফারুকে আযম (রাদ্বি.)'র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুশি হয়েছেন। যাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুশি হন তাঁর শান-মান মর্যাদা কত উর্দ্ধে সেটা আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে তাহলেই আমরা দুনীয়া আখেরাতের কাজে সফল হব। সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা হাশেমী হযরত ওসমান (রাদ্বি.)'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-কোরআন পাক রাসূল (দ.)'র উপর অবর্তিন হলেও সেটা এক সাথে ছিলনা। বিভিন্ন যায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে সংরক্ষন ছিল বা মুখস্থ ছিল। সর্বপ্রথম হযরত ওসমান (রাদ্বি.) বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সেটা কারো কাছ থেকে আয়াত, কারো কাছ থেকে সূরা সংগ্রহ করে পবিত্র কোরআন শরীফকে একত্রিত করন করে ছিলেন। আজকের এই পূর্নাঙ্গ কোরআন পাক পেয়ে হযরত ওসমান (রাদ্বি.) অবদান। তাই ওই সব মহান মনিষিদের স্মরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধামে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ায় হিজরী নববর্ষ বরণে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও দোয়া সম্পন্ন

অতীতের সকল পাপ ও গ্লানিকে ভূলে মুসলিম কৃষ্টি-কালচারকে লালন-পালন করাই হোক নববর্ষের শপথ

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-ইসলামী সন তথা হিজরী নববর্ষকে স্বাগত জানানো এবং এই উপলক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ ও পালন করা মুসলিম জাতির অপরিহার্য্য কর্তব্য। আমরা বাঙ্গালীরা বাংলা সংস্কৃতিকে লালন-পালনের জন্যে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করি, খৃষ্টানরা তাদের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের জন্য তথা লালনে খৃষ্টাব্দকে বিপুল আয়োজনে উদযাপন করে এবং অত্যন্ত দু:খজনকভাবে তাদের সাথে আমরা মুসলিমরাও নিজস্ব

PDF by (Masum Billah Sunny)

সংস্কৃতিকে বাধা দিয়ে খৃষ্টাব্দের নতুন বছর উদযাপন করি। অথচ আমরা মুসলমানদের নিজস্ব ইতিহাস, গৌরব উজ্জল ঐতিহ্য আছে। নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার আছে। আমরা আজ সবগুলি ভূলে গিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছি ফলে বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদেরকে গ্রাস করে পেলেছে। এর থেকে উত্তরনের জন্য আমাদের নিজস্ব গৌরবউজ্জল ইতিহাস ও ঐতিহ্য লালন-পালনের বিকল্প নেই। আর হিজরী সন তথা মুহররম মাস হচ্ছে মুসলিম জাতীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক। তাই মুসলিম জাতীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে দরার জন্য সর্বস্তরে আমাদের সংস্কৃতিকে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য আজ হিজরী নববর্ষ পালন করা মুসলমানদের অপরিহার্যা কর্তবা। তাই আসুন অতীতের সকল পাপ ও গ্নানি বিদ্বেষ-বিভেদ ভূলে মুসলিম কৃষ্টি-কালচারকে লালন-পালনে সকলে ঐক্যবদ্ধ শপথ গ্রহণ করি। আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ প্রাঙ্গণে প্রতি বছরের ন্যায় হিজরী নতুন বছর তথা হিজরী ১৪৩৩ এর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে গত ২৬ নভেম্বর ২০১১ইং রোজ শনিবার সকাল ১০ টায় হতে শুরু হওয়া বিশাল বর্ণাঢ্য র‌্যালীত্তোর দোয়ার মাহফিলে আল্লামা হাশেমী উক্ত আহ্বান জানান। আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‌্যালীটি এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় দরবারে হাশেমীয়া আলীয়ায় এসে মিলিত হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-এডভোকেট মুহাম্মদ ইসহাক, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হক কুতুবী, মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ নজির, মাওলানা নাছির উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, মাওলানা খলিলুর রহমান, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, হাফেজ নূর হোসাইন, মাষ্টার আহমদ ছফা, হাজী মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এহছান হাশেমী, মাওলানা হাফজ মুহি উদ্দীন হাশেমী, হাজী মুহাম্মদ আবুল কাশেম, কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, হাজী ইদ্রিস সওদাগর, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ তৌহিদুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আলম কাদেরী, মাওলানা জাহেদুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, আবুল কালাম আবু, মুহাম্মদ আবদুস সালাম, কাজী ওসমান গণি, মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ আরাফাত, মুহাম্মদ রাশেদ তালুকদার। প্রমুখ। আল্লামা হাশেমী আরো বলেন-বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের জীবনধারা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সাথে উতপ্রোতভাবে জড়িত আছে হিজরী হিজরী সন তথা আরবী তারিখ। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র দাবী করি আমরা। এদেশের সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। কত দিবস যে আমরা রাষ্ট্রিয় ভাবে পালন করি তার ইয়াত্ত নেই। রাষ্ট্রিভাবে বাংলা ও ইংরেজী নববর্ষ পালন করা কিন্তু দু:খের বিষয় আমরা মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও রাষ্ট্রিভাবে হিজরী নববর্ষ বা আরবী নববর্ষের কর্মসূচী নেই। তাই আল্লামা হাশেমী ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং প্রত্যেক সংগঠনও প্রতিষ্ঠানে হিজরী নববর্ষ পালন করার জন্য সরকার, সংগঠন প্রধান ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান। মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

আল্লামা আহছানুজ্জামান হাশেমী (রহ.) ৪৩তম ওফাত বার্ষিকীতে বক্তারা

আল্লামা আহছানুজ্জামান হাশেমী (রহ.) ছিলেন ইলাম ও আমলে পরিপূর্ণ একজন যুগশ্রেষ্ঠ কামেল বুজর্গ ব্যক্তিত্ব

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, সুলতানুল ওয়ায়েজীন, জুবদাতুল আরেফীন, পীরে কামেল, হযরতুল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আহছানুজ্জামান হাশেমী (রহ.) ছিলেন শরীয়ত ও তরীকতের ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ একজন সফল যুগশ্রেষ্ঠ কামেল বুজর্গ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মূখ ও অন্তরের কথায় মিল ছিল বলেই তাঁর ওয়াজ তথা বক্তব্যে মানুষ সহজে আকৃষ্ট হত। সে কারণে তখনকার যুগে তিনি সুলতানুল ওয়ায়েজীন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যে কত উচ্চস্তরের কামিল বুযর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর উত্তরসূরীরাই তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ। বক্তারা আরো বলেন-তাঁর অসংখ্য কারামাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারামাত হচ্ছে তিনি জগতবাসীকে তথা সুন্নী জনতা একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ইমামে আহলে সুন্নাত দিয়েছেন। আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসা ময়দানে গত ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমা হতে সুলতানুল ওয়ায়েজীন, পীরে কামেল আল্লামা আহছানুজ্জামান হাশেমী (রহ.) ৪৩ তম বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত আজিমুশ্‌শান নূরানী মাহফিলে বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, সাইখুল হাদিস ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব কেবলা মু.জি.আ. সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-গহিরা আলীয়া মদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, হাটহাজারী দরবারের বড় শাহাজাদা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আমিনুল হক আল কাদেরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উত্তর জেলার সভাপতি আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, ছোবহানিয়া আলীয়া মদ্রাসার সাইখুল হাদিস, আল্লামা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী, দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেঝ শাহাজাদা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মাওলানা ফজলুল করিম দায়েম, মাওলানা আজিজুল হক কুতুবী, মাওলানা আহমদ নজীর, মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি জালালী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, মাওলানা শাহ্ এমরান বোখারী, মাওলানা নজরুল ইসলাম, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা আবু তাহের বুলবুল, মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুদাচ্ছের হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আসরার

উদ্দীন, কদলপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফারুক, কাটিরহাট মদ্রাসার শিক্ষক-মাওলানা নুরুল কদ্দুস, মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল। বক্তারা বলেন-অলির চেয়ে আলেমের মর্যাদা অনেক বেশী, প্রত্যেক অলি আলেম নয়, কিন্তু প্রত্যেক হক্কানী রব্বানী আলেম অলিও। অথচ আজ আলেমরা আলেমদের শ্রদ্ধা করেনা। পরস্পর কাদাছুটাছুটির মধ্যে মত্ত। সাধারণ মুসলমানরা কিভাবে আলেম সমাজকে শ্রদ্ধা করবে। তাই আলেমরা আলেমদের শ্রদ্ধা মর্যাদা দানের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সেই চেতনা জাগত করার আহ্বান জানান। পরিষেশে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র বিশেষ মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

৮৩তম পবিত্র খোশরোজ শরীফে বক্তারা

আল্লামা হাশেমী (মু.জি.আ.) পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামদের নমুনা, যুগশ্রেষ্ট রাহবার

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামদের নমুনা, যুগশ্রেষ্ট রাহবার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। সে গুরু দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। বিনয়ী স্বভাব, অগাধ জ্ঞান, তাকওয়া ও খোদাভিরুতা ও কোরআন হাদীসের অকাট্য জ্ঞানের মহিমায় ভাস্বর আল্লামা হাশেমীর তুলনা সত্যিই বিরল। এদেশে তরীককত, তাছাউফ ও সুফিবাদের সঠিক রূপরেখা আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তার জীবন এমন মহিমাময় যে, তাঁর সাহচর্যে যে কোন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মুত্তাক্বি পরহেযগার ও নবী প্রেমিক হয়ে যায়। তাঁর নিজ হাতে গড়া হাজারো আলেম ওলামা এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুন্নিয়তের আদর্শ প্রচারে কাজ করে যাচ্ছেন। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১১ইং বুধবার বিকাল ২টা হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া প্রাঙ্গণে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মু.জি.আ.)'র ৮৩ তম পবিত্র খোশরোজ শরীফে বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত খোশরোজ শরীফে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মনোয়ার, ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ এনামুল হক ওয়াজেদী, ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুস সাত্তার আনোয়ারী, আল আমীন বারীয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহম্মদ বদরী, হাটহাজারী দরবার শরীফের বড় সাহেবজাদা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আমিনুল হক আলী কাদেরী, গহিরা আলীয়া মাদ্রাসা সাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, বারীয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা বারী, আশেকানে আউলীয়া মাদরাসা অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ খাইরুল বশর হক্কানী, আহছানুল উলুম জামেয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা ফজলুল করিম দায়েম, আহলে সুন্নাত ইমাম সংস্থার সভাপতি মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফের মেজ শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, রওজান মুনিরীয়া দারুস্ সুন্নাহ মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী হারুনুর রশীদ, ইসলামীক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর পরিচালক মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণী জালালী, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুজাদ্দেদী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, আনোয়ার শাহী দরবার কমপ্লেক্স এর উপধ্যাক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, মাওলানা আবু তাহের বুলবুল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আল্লামা হাশেমীকে বিপুল সংখ্যক ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। মাহফিলে বক্তারা বলেন-এদেশে আমরা সুন্নীয়তের দর্শন পেয়েছি আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)'র মাধ্যমে তাঁর পরবর্তীতে যাঁর কাছে থেকে আমরা সুন্নীয়তের শিক্ষা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন-আল্লামা হাশেমী (মুজিআ)। আল্লামা হাশেমীকে অস্বীকার করা বা তাঁর নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো মানে সুন্নীয়তকে অস্বীকার করা। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

নগরীর আহছানুল উলুম মাদ্রাসা রোডে সম্প্রতি অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে মুহিব্বানে রাসূলের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।

নগরীর জালালাবাদস্থ আহছানুল উলুম মাদ্রাসা রোডে সম্প্রতি অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী এর পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী নগত টাকা, গেনজি, শার্ট, পান্জাবী, শাড়ী, লুঙ্গি, সুইটার, কম্বল ইত্যাদি শাহাজাদা হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমীর নেতৃত্বে বিতরন করা হয়। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, হাজী আলী আকবর, হাজী মাহবুব আলম, আবুল কালাম আবু, মুহাম্মদ আবদুস সালাত, কাজী আবুল বোরহান হাশেমী, কাজী মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, হাজী শাহজাহান কোম্পানী, মুহাম্মদ শাহ আলম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, মুহাম্মদ আবদুল খালেক, মুহাম্মদ এসহাক, প্রমুখ। ত্রাণ বিতরণ শেষে মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে এলাকাবাসী ও বিত্তশালীদের এগিয়ে আশার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে মুনাজাত পরিচালনার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী সমাপ্ত করেন। উল্লেখ্য যে, গত ৩ জানুয়ারী ২০১২ইং সন্ধ্যার এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় ৬টি পরিবারের ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

PDF by (Masum Billah Sunny)

১২ দিনব্যাপী মীলাদুন্নবী দ. সেমিনার সফল করার আহ্বানে নগরীতে মোটর শোভাযাত্রা

আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া মদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনার ২০১২ইং গত ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার হতে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেমিনার সফল করার আহ্বানে গত ২২ জানুয়ারী ২০১২ইং সকাল ১০টায় দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ থেকে এক মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়ে নগরীর অক্সিজেন মুরাদপুর, চকবাজার, দেওয়ানবাজার, আন্দরকিল্লাহ্, কতোয়ালী, নিউমার্কেট, ডিসিহিল, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামাল খাঁন প্রেস ক্লাব চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। উক্ত সমাবেশের বক্তব্য রাখেন-আল্লামা হাশেমী ইসলাম মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আলম, মাওলানা জাহেদুল ইসলাম, মুহাম্মদ মুনির, মুহাম্মদ মনছুর, মুহাম্মদ এমরান, মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, মুহাম্মদ ইছা, শফিউল আলম জুয়েল সহ ইমাম হাশেমী যুব কাফেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তারা ১২ দিনব্যাপী ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনার সফল করার জন্য সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন-উক্ত সেমিনার একটি ব্যক্তিক্রমধর্মী সেমিনার। যেখানে রাসূল করিম (দ.) শিশু কাল, শৈশব, কৈশর, যৌবন, নবুয়্যাত প্রকাশ কাল, হিজরত ইসলামের প্রচারে জিহাদ সমূহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যববস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম কুরআন, সুন্নাহর আলোক আলোচনা করবেন। তাই উক্ত সেমিনারে যোগদান করে রাসূল (দ.) এর জীবন চরিত সম্পর্কে জেনে তাঁর যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ঈমানী দায়িত্ব।

গাউছিয়া হাশেমী কমিটির র‍্যালী সম্পন্ন
দরবারে হাশেমীয়ার ১২ দিনব্যাপী মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনার সফল করুন

গত ২৪ জানুয়ারী ২০১২ইং মঙ্গলবার হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে অনুষ্ঠিত ১২ দিনব্যাপী ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনার সফল করার আহ্বান জানিয়ে গত ২২ জানুয়ারী ২০১২ বিকাল ৩টা গাউছিয়া হাশেমী কমিটি বাংলাদেশের ভাটিয়ারী পূর্বহাসনাবাদ শাখার উদ্যোগে মাওলানা আবু তাহের বুলবুল এর নেতৃত্বে এক বিশাল র‍্যালী ভাটিয়ারী শহিদ মিনার থেকে শুরু হয়ে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, মাদামবিবির হাট সহ এলাকার গুরুত্ব পূর্ব সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, বিশেষ অতিথি ছিলেন-মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী, মাওলানা শাহ্ এমরান বোখারী, মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকিম, মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন, হাজী মুহাম্মদ ইসহাক, মুহাম্মদ জালাল, মুহাম্মদ কামাল, মাওলানা বশির, মুহাম্মদ পারভেজ, মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ শাহেদ, মতিউর রহমান, নুরুল আলম, জাহেদ, আনোয়ার হোসেন, জোবাইদ, মুহাম্মদ এমরান, মুহাম্মদ মইনুল, মুহাম্মদ রায়হান চৌধুরী প্রমুখ। র‍্যালী সমাবেশে বক্তারা বলেন, আল্লামা হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী পবর্তীত ১২ দিনব্যাপী মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনার একটি ব্যতিক্রমধর্মী মীলাদুন্নবী (দ.) অনুষ্ঠান। কারণ দেশে তত্তা বিশ্বের প্রত্যেক দেশে মীলাদুন্নবী (দ.) অনুষ্ঠান হয় কিন্তু কোথাও রাসূল (দ.)'র পরিপূর্ণ ৬৩ বছরের হায়াতে জিন্দেগীর উপর আলোচনা হয় না। বা আলোচনা করার সুযোগ সময় থাকেনা। তাই ১২ দিনব্যাপী মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনার রাসূল (দ.)'র জীবনীর উপর দীর্ঘ আলোচনার করার এবং তা শ্রবণ করার সুযোগ এনেদিয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা তাঁর জীবনী অনুসরণ অনুকরণের সুযোগ পাব। তাই বক্তারা ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারে দলে দলে যোগদান করার জন্য সর্বস্তরের সুন্নী জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হল ১২ দিনব্যাপী মীলাদুন্নবী (দ.) সেমিনার
রাসূল (দ.)'কে মানবরূপে সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবতার কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-বিশ্বনবী (দ.) 'নূর' ও 'বশর' এ সমন্বিত অনন্য সৌন্দর্য্য মন্ডিত সত্তা। আমাদের আক্বিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে হুজুর সরকারে দু'আলম (দ.) হাকিকত বা বাস্তবিক পক্ষে 'নূর'। আকৃতিগতভাবে 'বশর' মানব তিনি অতুলনীয় 'বশর' ও 'নূর'। নূরের নবী (দ.) কে মানবরূপে সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবতার কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লামা হাশেমী গত ২৪ জানুয়ারী ২০১২ইং মঙ্গলবার বাদ যোহর হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় মদ্রাসা ময়দানে ঐতিহাসিক ৩৫ তম ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী দিবসে সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য রাখছিলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-ভারতের বিহার শরীফ থেকে আগত হযরত সৈয়্যদ মুন'ইম পাকবাজ (রহ.) দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আওলাদ আল্লামা প্রসেফর ডক্টর সৈয়্যদ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সভাপতি আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসা আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহাজাদা আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আল্লামা আহমদ নজীর, মাওলানা মতিউর রহমান জিহাদী, মাওলানা কারী নজরুল ইসলাম, মাওলানা জাফর আহম্মদ নূরী, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মোদাচ্ছের হাশেমী সহ অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম। আলোচক আল্লামা ইব্রাহীম আল কাদেরী বলেন, ক্বোরআনে পাকে নূর নবী (দ.) সম্পর্কে এ মর্মে সুস্পষ্ট এরশাদ এসেছে যে, তিনি 'বশর' ও 'নূর'ও। কোন মুসলমানের জন্য তার বশরিয়াতকে অস্বীকার করার যেমন অবকাশ নেই; তেমনি তার নূরানিয়াত (নূর হওয়া) এর বিষয়টাকে অস্বীকার করারও সুযোগ নেই।

আল্লামা হাশেমী ও ভারত থেকে আগত আল্লামা সৈয়্যদ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর নেতৃত্বে জিয়ারতে আউলিয়া সম্পন্ন

পাক ভারত উপ মহাদেশে ইলমে ত্বরীক্বতের প্রচার প্রসার যেসব আউলিয়া-ই কেরামের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে কু-তুবুল আক্বতাব হযরত শাহ্ সূফী আমানত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি ও কুতুবুল আলম হযরত শাহ্ সূফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ মুন'ইম পাকবাজ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মাধ্যমে ক্বাদেরীয়া চিশতীয়া সহ ত্বরীক্বায়ে আবুল ওলা'ইয়া, ফেরদৌসীয়া ইত্যাদির ফায়জ-বরকত এদেশে বিতরণ করা হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের সামনে ঢাকায় আজিমপুর দায়রা শরীফ, চট্টগ্রামে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, মির্জাখীল দরবার শরীফ সহ আরো অসংখ্য বড় বড় দরবার বিদ্যমান। উল্লেখিত আধ্যাত্মিক সাধকপুরুষ হযরত শাহ্ সুফী সৈয়্যদ মুন'ইম পাকবাজ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি দরবারের সাজ্জাদানশীন হযরত শাহ্ সুফী আল্লামা সৈয়্যদ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী ভারত থেকে বাংলাদেশের ঢাকা-চট্টগ্রামে তরিক্বতের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে তশরীফ আনয়ন করেন। ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর উদ্যোগে আয়োজিত ১২ দিন ব্যাপী পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারে প্রথম দিবস ২৪ শে জানুয়ারী ২০১২ইং থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কর্মসূচীর ছিল: গত ২৫ জানুয়ারী ২০১২ইং বুধবার সকাল ৮ ঘটিকায় দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ থেকে যাত্রা করেন: মাইজভান্ডার দরবার শরীফ। * মাওলানা সৈয়্যদ রহিমুল্লাহ্ (রহ.)'র মাজার সহ। * মাওলানা সৈয়্যদ মছিহুল্লাহ্ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, মির্জাপুর। * ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, হাটহাজারী। * মাওলানা সৈয়্যদ হুসাইনুজ্জামান রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, লালিয়ারহাট। * হযরত সালেহ্ লাহরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবদুন্ নবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির একমাত্র খলিফা সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরত মাওলানা আহছানুজ্জামান হাশেমী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির মাজার। গত ২৬ জানুয়ারী ২০১২ইং বৃহস্পতিবার সকাল ৮ ঘটিকায় দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ থেকে যাত্রা করেন * মাওলানা সৈয়্যদ আবদুন্ নবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, বলিরহাট, বাকলিয়া। * মাওলানা সৈয়্যদ মুজিবুল্লাহ্ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, মরিয়ম নগর, রাঙ্গুনীয়া। * মাওলানা সৈয়্যদ আবদুল আযীয কদলপুরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, রাউজান। * মাওলানা সৈয়্যদ সমীউদ্দীন রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার, বৈজ্জাখালি, রাউজান। গত ২৭ জানুয়ারী ২০১২ইং শুক্রবার রাত ১১ ঘটিকায় দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ থেকে যাত্রা করেন * কুতুবুল আকতাব হযরত শাহ্ আমানত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার। * হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আবদুল আযীয পাঠানতলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহির দরবার।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের দ্বিতীয় দিবস সম্পন্ন
হুদায়বিয়ার সন্ধি বিশ্বনবী (দ.)'র অতুলনীয় বিচক্ষনতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উজ্জল দৃষ্টান্ত

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসূল (দ.) তাঁর চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমূখে রওয়ানা হল। কিন্তু মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করে মক্কা প্রবেশের প্রক্কালে মক্কাবাসীদেরকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলে তারা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হল। সন্ধির শর্তসমূহ তাৎক্ষনিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অত্যাধিক ছাড় দেয়া হয়েছে বলে মনে হলেও পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়ে তা কল্পনাতীত ফল প্রসূ প্রমানিত হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে ওই সন্ধিকে "ফতহে মুবীন' সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর মাত্র দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ওই সুস্পষ্ট বিজয় এর বাস্তব ও চূড়ান্ত চিত্র ফুটে উঠেছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে মক্কার কাফিরের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ঠেকানোর জন্য আরোপিত শর্তাবলী অধিকাংশ শর্ত তারা নিজেরাই বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। মোট কথা ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বনবী (দ.)'র সিদ্ধান্ত তাঁর অলৌকিক রাজনৈতিক বিচক্ষনতার দৃষ্টান্ত। আল্লামা হাশেমী গত ২৫ জানুয়ারী ২০১২ইং বুধবার বাদ আসর হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় মদ্রাসা ময়দানে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে আয়োজিত ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের দ্বিতীয় দিবসে সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন-ভারত থেকে আগত হযরত সৈয়দ মুন'ইম পাকবাজ (রহ.)'র দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আওলাদ প্রফেসর আল্লামা ড. ছৈয়দ শামীম আহমদ মুন'ইমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-ওয়াজেদীয়া আলীয়া মদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি এনামুল হক ওয়াজেদী, গহিরা আলীয়া মদ্রাসার মুফাসসির মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউনুছ রেজভী, হাইদগাঁও মুজাহেরুল ইসলাম সিনিয়র মদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ আলা উদ্দীন। প্রধান অতিথি ড. আল্লামা প্রফেসর সৈয়দ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী বলেন-ছোহবত ইখতেয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লামা রাব্বুল আলামীনও ছোহবত ইখতেয়ার করার জন্য বলেছেন। রাসূল (দ.) এর ছোহবত পেয়ে সিদ্দিকে আকবর (রা.) ওসমান জিননুরাই (র.) ফারুকে আজম (রা.) মাওলা আলী (রা.) হয়েছেন। ছোহবতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লামা রুমী বলেছেন-এক যামানা ছোহবতে বা আউলিয়া বেহতর আজ সদ সা-লে তা'য়াত বে রিয়া। মুহূর্তকাল অলির সাহচর্য শত বৎসর ইবাদত হতে উত্তম। তাই তিনি আউলিয়ায়ে কেরামদের ছোহবত ইখতেয়ার করার আহ্বান জানান। আলোচক মাওলানা

PDF by (Masum Billah Sunny)

কাজী ইউনুচ রেজভী বলেন-যাদের অন্তরে রাসূল (দ.)'র প্রেম ভালবাসা নেই। তাঁকে সাধারণ মানুষের মত বলেন, তাঁর দুষত্রুটি অন্বেষণ সহ বিভিন্ন বেয়াদবী মুলক উক্তি করে ও লেখে তারা কখনো প্রকৃত ইমানদার হতে পারে না বরং তারা ইসলামের লেবাসদারী শত্রু। কারণ ঈমানের পূর্ব শর্ত হচ্ছে রাসূল (দ.) প্রেম। রাসূল (দ.)'র প্রেম ছিল বলেই সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জান-মাল সর্বস্ত কোরবানী দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ইসলামে দাওযাত পৌঁছায়ে দিতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচ, মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, শায়ের মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হোসেন প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের তৃতীয় দিন অতিবাহিত

সেই আল্লাহর প্রিয়, যে মুহূর্তের জন্যও রাসূল (দ.) স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয় না

.... ড. শামীম মুন'ইমী।

ভারত থেকে আগত প্রফেসর ড. আল্লামা ছৈয়দ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন-রাসূল (দ.)'র স্মরণ, চর্চা, অনুসরণ অনুকরণই ইবাদত। সেই ঈমানদার, আল্লাহ্‌র প্রিয়, আল্লাহ্‌র বন্ধু, যে রাসূল (দ.) স্মরণ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয় না। আর তাঁর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না হলেই আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে যায়। যে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে যায় সে আল্লাহর কাছে যখন যা চান আল্লাহ্ তা দেন। সে যা বলেন তা হয়ে যায়। অর্থাৎ সে বান্দা আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাঁর হয়ে যায়। ড. আল্লামা সৈয়দ শামীম উদ্দীন মুন'ইমী গত ২৬ই জানুয়ারী ২০১২ইং বৃহস্পতিবার বাদ জোহর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার মাদ্রাসা ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের তৃতীয় দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যের একথা বলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল ওস্তাযুল ওলামা, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন- চ্যানেল আই 'সত্যের সন্ধানের' উপস্থাপক আল্লামা শেখ নুরুল ইসলাম ফারুকী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস শাহাজাদা আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান আলোচক আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেন-রাসূল (দ.)'র সমরনীতি সর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে, তিনি জিহাদ করেছেন প্রায়ই আত্মরক্ষা মূলক এবং তিনি সর্বদা ন্যায় নীতি ও মানবতার অন্যান্যদের বিষয়ে সর্তক ছিলেন এবং সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকেও হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এর আলোকে বর্তমানে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামী জিহাদের দূরেরও কোন সম্পর্ক নেই। বরং তাদের অপতৎপরতা ইসলামকে বিশ্ব সমাজের কাছে খাট করছে। তাই আজ মুসলমানদের নিকট নবী করিম (দ.)'র সমরনীতি উপস্থাপন করা সময়ের দাবী। যাতে সাম্প্রতিক কাছে জঙ্গিবাদকে কেউ ভুলবশতঃ ইসলামী জিহাদ মনে না করে। আলোচক মুফতি আবুল এরফান হাশেমী বলেন-রাসূল (দ.) হাজির-নাজির হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানী পূর্ণতার প্রমাণ। যারা রাসূল (দ.) হাজির-নাজির হওয়ার উপর বিশ্বাস করেনা তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে রাসূল (দ.) হাজির-নাজির হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তিন পর্বে বিভক্ত সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল পবিত্র খতমে বোখারী শরীফ। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ কাদেরী, অধ্যক্ষ মাওলানা ছৈয়দ খোরশেদ আলম, অধ্যক্ষ মাওলানা তৈয়ব আলী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ নুরুল আমিন, মাওলানা আবদুল মাবুদদ, মাওলানা ফজলুল করিম দায়েম, মাওলানা আহমদ নজীর, মাওলানা মুক্তার, মাওলানা মুজাম্মেল হক, মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, মাওলানা মনির আহমদ হোসাইনী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন হাশেমী প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ৪র্থ দিন অতিবাহিত

বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (দ.) আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-বর্তমান বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (দ.) আদর্শই সর্বশ্রেষ্ট মডেল। রাসূল (দ.)'র নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে ও পরে রাসূল (দ.) একটি অন্ধকার বিশৃংখল জাতির মধ্যে আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে যে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা এখানো বিরল। তাঁর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে যেমন তাঁর চরিত্র অনুসরণীয় তেমনী নবুয়ত প্রকাশের পরেও তাঁর চরিত্র অনুস্বরণীয়, তাঁর চরিত্রকে খন্ডিতভাবে দেখা বা অনুস্বরণ করার সুযোগ নেই। আল্লামা হাশেমী গত ২৭ জানুয়ারী ২০১২ইং শুক্রবার বাদ আসর হতে নগরীর জালালাবাদ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের চতুর্থ দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-ভারত থেকে আগত হযরত সৈয়দ মুন'ইম পাকবাজ (রা.) দরবার শরীপের সাজ্জাদানশীন আওয়াদ, প্রফেসর ড. আল্লামা ছৈয়দ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী (মুদ্দাজিল্লুহুল

আলী) সেমিনারের নিদ্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-দরবারে বারীয়ার সাজ্জাদানশীন আল্লামা মুফতি সৈয়দ শামসুদ্দোহা বারী। আশেকানে আউলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা খাইরুল বশর হক্কানী, আনোয়ারা শাহী দরবার ইসলামী কমপ্লেক্স এর উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. আল্লামা সৈয়দ শামীম উদ্দীন আহমদ মুন'ইমী বলেন-রাসূল (দ.) রাহমাতুল্লীল আলামীন হিসেবে জগতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমত ও অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে সর্বচেয়ে শ্রেষ্ট অনুগ্রহ হল রাসূল (দ.) এর পবিত্র সত্তার আর্বিভাব। এই অনুগ্রহ উপলক্ষে আনন্দোৎসব করার জন্য আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ রয়েছে। যাকে সৃষ্টি না করলে রাব্বুল আলামীন আসমান জমিন, চাঁদ, সুর্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না। আলোচক মাওলানা মুজাম্মেল হক বলেন-রাসূল (দ.)'কে রাব্বুল আলামীন মানবতার কল্যাণের জন্য জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি আদর্শের মাধ্যমে তখনকার অন্ধকার যুগকে পদদলীত করে একটি মানবতার সমাজ তথা শান্তি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে সেটা মানবতার সামনে সুস্পষ্ট করেছেন। এবং ওই শান্তির সমাজ অটুট রাখার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা আজ সেটা থেকে বিচ্যুত। তাই চতুরদিকে অশান্তি আর অশান্তি। তাই এই অশান্তি দূর করে বিশ্ব মানব সভ্যতা পুনরুদ্ধারে বিদায় হজ্বের ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটহাজারী দরবার শরীফের আওলাদ মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ আমিনুল হক আল কাদেরী, সোহাগ পরিবহনের এমডি আলহাজ্ব তৌহিদুল মোস্তফা সোহাগ। এতে অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেনঃ আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, মাওরানা নঈম উদ্দীন মজাদ্দেদী, মাওলানা জসিম উদ্দীন রেজভী, মাওলানা মুফতি শহিদুল্লাহ্, মাওলানা জসিম উদ্দীন আল কাদেরী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, মাওলানা জাফর আহমদ নুরী, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ শাহ আলম নঈমী আশরাফী, মাওলানা ওসমান গণি জালালী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা জুলফিকার আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহছান, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আলম, প্রমুখ।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ৫ম দিবস সম্পন্ন

হালফে ফুযুল গঠন রাসূল (দ.) এর মানব সেবা ও সাংগঠনিক প্রজ্ঞার উজ্জ্বল উদাহরণ

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-দুঃস্থ মানবতার সেবা করা, অত্যাচারিকে বাধা দেয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ও মৈত্রী স্থাপন করাই ছিল হাফযে ফুযুল গঠন করার উদ্দেশ্য। এই সংগঠন করে রাসূল (দ.) এক দিকে যেমন বহু গোত্রে বিভক্ত আরব জাতিকে একত্রিত করেন অন্যদিকে উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে মানবসেবায় ব্রতী হতে এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লামা হাশেমী গত ২৮ জানুয়ারী ২০১২ইং শনিবার বাদ জোহর হতে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ময়দানে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের পঞ্চম দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন-শাহ আমানত দরবার শরীফের মতোয়াল্লী মাওলানা মুহাম্মদ বেলায়েত উল্লাহ্ খাঁন। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন-ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি ফটিকছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওসমান গণি জালালী। বক্তরা বলেন, ইসলামের জন্য যত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল প্রতিটি যুদ্ধে রাসূল (দ.) সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও প্রতিটি যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের মূল অস্ত্র ছিল রাসূল (দ.)'র প্রতি প্রেম ও অকৃর্ত্তিম আনুগত্য। ইসলামের যুদ্ধ ছিল হিংস্র নয়, আত্ম রক্ষা মূলক। ইসলামের প্রথম যুদ্ধে বদরের প্রান্তরে হাজার হাজার কাফিরদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবর্তিণ হয়ে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাস্ত করে চির বিজয় অর্জন করে এবং কাফিরদের পরাজয় বণ করে। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানী ও আল্লাহ্ এবং রাসূল (দ.) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে বর্তমানে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার কারণে আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে কাফির ইহুদী শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালাচ্ছে। এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল (দ.) এর আদর্শকে ধারণ করে বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, ঈমানী শক্তিকে জোরদার করাই হবে সঠিক পথ। সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম কাশেম কাঞ্চনপুরী, আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী, মাওলানা আহমদ হোসাইন, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী, মাওলানা আবু তাহের ছিদ্দিকী, মাওলানা বোরহান উদ্দীন নূরানী, মাওলানা মুহাম্মদ জমির উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাওলানা মহিউদ্দীন আব্বাস, হাফেজ মুহাম্মদ আবুল কালাম, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন সমরখন্দী প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ৬ষ্ঠ দিন অতিবাহিত

মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে কুরআন প্রেরিত হয়েছে আর রাসূল (দ.) সেটার সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজিদ প্রেরণ করেছেন আর সেটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেয়ার জন্য রাসূল (দ.) এর

PDF by (Masum Billah Sunny)

শুভাগমন। রাসূল (দ.)'র হায়াতে জিন্দেগীতে যে কথা-বার্তা, কাজ কর্ম, লেন-দেন, আদেশ-নিষেধ করেছেন সেটাই হাদীস, সেটাই শরীয়ত। তাই রাসূল (দ.) আদর্শ অনুসরন মানে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। কুরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিস শরীফ। কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য হাদীস লাগবে। কুরআন পাকে রাব্বুল আলামীনের উপস্থাপিত সটিক পথ ও মতের বাস্তবনমুনা হচ্ছেন রাসূল (দ.)। তাঁর আদর্শ অনুসরনই সঠিক পথ। এই পথ থেকে যারা বিচ্যুত তারা বাতিল। আল্লামা হাশেমী গত ২৯ জানুয়ারী ২০১২ই রবিবার বাদ জোহর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের ৬ষ্ঠ দিবসে পভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনপর্বে বিভক্ত সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে ছিল-খতমে খাজেগান ও খতমে সুরা আনআম আদায়। তৃতীয় অধিবেশন সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-সাতকানিয়া আধুনগর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আল্লামা শফিক আহমদ, আহলে সুন্নাত ইমাম সংস্থার সভাপতি মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, নানুপুর গাউছিয়া মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল কাদেরী। আলোচক আল্লামা শফিক আহমদ বলেন-রাসূল (দ.) এর পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সুস্থ পরিবার বির্নিমানে এক আদর্শ মডেল। পরিবার হলো রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি। পরিবার ও সমাজের সুসংঘবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এই সমাজ ও রাষ্ট্রের অবক্ষয় শুরু হয় পারিবারিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে। রাসূল (দ.) মানুষের পারিবারিক জীবনের উপর বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন। শুধু তা নয় নিজ পরিবার গঠন করে বাস্তবদৃষ্টান্ত রেখে গেছেন উম্মতের সম্মুখে। রাসূল (দ.) তাঁর পবিত্র জাহেরী জীবনে নানা কারণে ১২/১৩ জন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এসব নারীরা তাঁর মহোত্তম আদর্শের স্পর্শে এসে বিশ্বের সকল নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তাঁরা উম্মতের মাতা তাঁদের আদর্শের মাঝে নিহিত রয়েছে আজকের হতভাগ্য নারীদের মুক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মুসলিম নারীরা আজ তাঁদের আদর্শ পরিত্যাগ করে বিজাতীয় নারীদের অনুসরণে লিপ্ত। তাই নারী সমাজ আজ চতুরদিকে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। আলোচক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী বলেন-রাসূল (দ.) শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কালের মধ্যে নিহিত রয়েছে চরিত্র গঠনের সফল দিক-নির্দেশনা। বিশেষ করে ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত সফলতা নির্ভর করে যৌবন কালের চরিত্র মাধুর্যের উপর, সত্যবাদিতা সেই চরিত্র গঠনের প্রথম উপকরণ। আর রাসূল (দ.)'র চরিত্র সেই সত্যবাদিতা অনুপম চরিত্র মাধুর্য, সততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানবপ্রেম ছিল বলেই নীতি ধর্ম বিবর্জিত ঈর্ষা বিদ্বেষ কলুষিত পরশ্রীকাতর দুর্ধষ আরব সমাজে একজন যুবক হয়ে সে জাতি থেকে 'আল আমিন' উপাধী অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-মাওলানা ওসমান গণি জালালী, মাওলানা নুরুল কুদ্দুস, মাওলানা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা নুরুল আবছার আনচারী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন, হাফেজ মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মহিউদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, হাফেজ কাজী গোলাম মোরশেদ প্রমুখ।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের সপ্তম দিন অতিবাহিত

রাসূল (দ.)'র মক্কী জীবনে নির্যাতিত মুসলমান সত্যের উপর অটল থাকার অনন্য উপামা

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের উপর কাফের মুশরেকদের যে অত্যাচার নির্যাতন এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি সে রকম পরিবেশেও মুসলমানদের সত্যের অটল থাকা বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের সত্যের উপর অটল থাকার অনন্য উপামা। আল্লামা হাশেমী গত ৩০ জানুয়ারী ২০১২ইং সোমবার বাদ জোহর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের সপ্তম দিবসে সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। তিনপর্বে বিভক্ত সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে ছিল পবিত্র খতমে বোখারী শরীফ আদায়। তৃতীয় পর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন- আল্লামা মুফতি এনামুল হক ওয়াজেদী, কর্ণফূলী জুট মিল জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ রুহুল আমিন, হাদিনগর দরবার শরীফের মাওলানা শহিদুল আলম শাহ্ আল হাদী, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুস সাত্তার আনোয়ারী, আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, অধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল বশর হক্কানী, অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম কাশেম আল কাদেরী, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী, মাওলানা মফিজুল হক, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ নাছের জদীদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ফারুকী, মাওলানা জসিম উদ্দীন আল কাদেরী, মাওলানা বশির আহমদ, মাওলানা জসিম উদ্দীন আবেদী, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এরফান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনচারী, মাওলানা ফজলুল করিম দায়েম, আল্লামা আহমদ নজির, মাওলানা মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন রেজভী, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্বি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ৮ম দিবস সম্পন্ন

অসৎ কাজ ত্যাগ করে সৎকাজের অনুসন্ধান ও চর্চা করাই হচ্ছে তাসাওউফ

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-যেই ইলমের মাধ্যমে

সৎ গুণাবলীর প্রকারভেদ এবং তা হাসিল করার পদ্ধতি জানা যায় এবং অসৎ গুণাবলীর শ্রেণী বিভাগ এবং সেগুলো হতে নাজাত বা মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি জানা যায় সেটাই ইলমে তাসাওউফ। অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য অন্তর থেকে অসৎ অব্যাস সমূহ দূর করে সৎ অব্যাস সমূহ অন্তরে হাসিল করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। আর এটাই তাসাওউফ অর্জন করার মূল লক্ষ্য। শরীয়তকে ছেড়ে দিয়ে নয়, শরীয়তকে পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাসাওউফ অর্জন সম্ভব। আল্লামা হাশেমী গত ৩১ জানুয়ারী ২০১২ইং মঙ্গলবাল বাদ জোহর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের অষ্টম দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক জননেতা এম.এ. সালাম, নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী, আল আমিন বারিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ বদরী, রাউজান দমদমা নুরুল উলুম আজিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা কাজী ওমর ফারুক আজমী, উপস্থিত ছিলেন আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করিম দায়েম, আলহাজ্ব মাওলানা কামাল উদ্দীন আল কাদেরী, শায়ের মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী, প্রমুখ। আলোচক আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম আল কাদেরী তার নির্ধারিত বিষয়ের-"সরওয়ারে কায়েনাত (দ.)'র বংশীয় শাজরা শরীফের বর্ণনা, আদম (আ.) থেকে রাসূল (দ.) পর্যন্ত সকলেই মুমিন এবং খোদাপ্রাপ্ত বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন" উপর বক্তব্যে বলেন-সরওয়ারে কায়েনাত (দ.)'র বংশ হচ্ছে সোনালী বরংশ এবং পবিত্র বংশ। সেই বংশের সকল ব্যক্তি নিজ নিজ আদর্শ গুণে সুশৃঙ্খল ও শান্তি ভাবে সমাজ পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর বংশের প্রত্যেকেই মুমিন ছিলেন এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। এবং খোদা প্রদত্ত বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ৯ম দিবস সম্পন্ন

রাসূল (দ.)'র হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করে

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন-মক্কাবাসীরা যখন রাসূল (দ.) এর বিরুদ্ধে চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগল। এমনকি তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল তখন আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল (দ.) মদীনা হিজরত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সকল প্রকার বাধা বিঘ্নতা অতিক্রম করে হযরত (দ.) বিজয়ী বীরের বেশে মদীনায় প্রবেশ করেন। আপন দেশে যাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হল পরের দেশে তিনি সাদরে গৃহীত হলেন। ইসলামের প্রচারে আপন দেশে বাঁধা গ্রস্থ হন, তাই ইসলামের বিজয়ের জন্যে হিজরতের প্রয়োজন ছিল এবং হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। রাসূল (দ.) এর হিজরত ইসলামের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। তাই মদীনায় হিজরত বেদনা দায়ক নয় বরং বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো বিকিরণের মহা-সংবাদের সাক্ষর বহন করেন। আল্লামা হাশেমী গত ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং বুধবার বাদ জোহর হতে আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের নবম দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন-চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর সাবেক মেয়র আলহাজ্ব এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন- আঞ্জুমানে রজভীয়া নূরীয়া ট্রাস্ট-চেয়ারম্যান-আল্লামা আবুল কাশেম নূরী, ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ-আল্লামা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-মাওলানা জাফর আহমদ নূরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত পীরে তরীকত মাওলানা আবু জাফর মুনিরী, মাওলানা জিয়াউল হোসাইন, আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ আসহাব উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব খন্দকার সিরাজুল আলম, সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ, মুহাম্মদ শফি বি.কম, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইব্রাহীম প্রমুখ। আলোচক আল্লামা আবুল কাশেম নূরী বলেন, রাসূল (দ.)'র নির্দেশে মক্কার নির্যাতিত মুসলমানরা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে ইসলামের জন্য নবী প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে হিজরত করে মদীনার চলে আসেন। সেখানে মদীনার মুসলমানরা (আনসাররা) তাদেরকে (মুহাজিরদরকে) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন এবং প্রত্যেকের ধন সম্পদ থেকে সমান সমান ভাগ করে মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন, এমনকি যাদের দু'টি স্ত্রী ছিল তাদের একটিকে তালাক দিয়ে তা মুহাজির ভাইকে দিয়ে দেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অথচ আমরা আজ মুসলমান দাবী করে মুসলমানদের সেই ইতিহাস ভূলে গিয়ে ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হয়ে দুনিয়ার ক্ষমতা ও ধন সম্পদ নিয়ে পরস্পর দ্বন্ধে লিপ্ত রয়েছি ফলে সেই সুযোগে কাফির-মুনাফিকরা সারা বিশ্বে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তাই সেই নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে মুহাজির ও আনসারদের মত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ইতিহাস আমাদের জন্য পাথেয় স্বরূপ, মুক্তির অনন্য পথ।

দরবারে হাশেমীয়ায় ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের ১০ দিবস সম্পন্ন

রাসূল (দ.)'র প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (দ.)'র আনুগত্য ঈমান যাচায়ের কষ্টিপাথর

.... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) বলেন- রাসূল (দ.)'র প্রতি সাহাবায়ে কেরাম এর এত বেশী আনুগত্য ছিল যে, যা দেখে বিধর্মীরা পর্যন্ত অভিভূত হত। সাহাবায়ে কেরাম এর আধ্যাত্মিক নবী প্রেম ও ময়দানে কঠিন পরিশ্রম ধর্ম ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। আজকে যারা ইসলামের কথা বলে নবী করিম

(দ.)'র শানে কটূক্তি করে, বেয়াদবী করে তাদের সেই ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়। আল্লামা হাশেমী গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং বৃহস্পতিবার বাদ জোহর হতে আছমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের নবম দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুস সালাম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ছোবহানীয়া আলীয়া মদ্রাসা শাইখুল হাদীস-আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, কাটিরহাট মফিদুল ইসলাম ফাযিল মদ্রাসার অধ্যক্ষ, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহছান, আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসার আরবী প্রভাষক-আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনচারী। প্রধান অতিথি আব্দুস সালাম বলেন- গোলামের কাজ হচ্ছে মালিকের নির্দেশ মত কাজ করা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলামী করার জন্য। তিনি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথ পালন করাই আমাদের জন্য কর্তব্য। আলোচক আল্লামা আশরাফী বলেন-সমাজ শোষনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে 'সুদ' সুদরে কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনীরা আরো ধনবান হচ্ছে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে মানুষ সুদ গ্রহণে বাধ্য হয়। সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাদকতার কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে মানুষ দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে। আর সেই সুযোগে দরিদ্রতা মুছনের নামে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও, সংস্থা গুলো ব্যাপক সুদের প্রচলন করে আমাদের দেশকে শোষণ করছে এর থেকে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে বাচানোর জন্য রাসূল (দ.) নীতি অনুসরণের বিকল্প নেই। সুদের এই ভয়াবহ ও জঘন্য কুফল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্যে প্রিয় নবী (দ.) সুদকে নিষিদ্ধ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ সর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। রাসূল (দ.) নিজে ব্যবসা করেছেন এবং ব্যবসা করার জন্য উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বেতাগী আস্তানা শরীফের সাজ্জাদানশীন মাওলানা গোলামুর রহমান আশরাফ শাহ, হযরত মাওলানা শাহ এমরান বোখারী, মাওলানা আবু তাহের বুলবুল, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস শুক্কুর, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলম, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম, রাউজান কদলপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এস.এম. ফারুক, আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আছহাব উদ্দীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোতালেব সওদাগর, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

দরবারে হাশেমীয়ার ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী (দ.) সেমিনারের একাদশ দিবস সম্পন্ন

রাসূল (দ.)'র মাথা থেকে চরণ মোবারক পর্যন্ত ফযিলত বরকত ও মুজেযায় পরিপূর্ণ

..... আল্লামা হাশেমী।

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মুদ্দাজ্জিলুহুল আলী) বলেন- রাসূল (দ.)'র মাথা মোবারক থেকে চরণ মোবারক পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি-প্রকৃতি রূপগুন, ফযিলত বরকত ও মুজেযায় পরিপূর্ণ। রাসূল (দ.)'র পবিত্র গড়ন মোবারক সম্পর্কে ঈমানদার মুসলমানদের জানা উচিত, কারণ এই সম্পর্কে আলোচনা করলে তাঁর অবয়ব, রূপ ও সৌন্দর্যের ঝলক আমাদের এসে যায়, বৃদ্ধি পায় রাসূল (দ.) সাথে দীদার লাভের আগ্রহ, দৃঢ় হয় তাঁর সাথে প্রেম ও ভালবাসা, সত্রীব হয় ঈমান, পরম আনন্দ ও তৃপ্তি পায় মোমিনের আত্মা। আল্লামা হাশেমী গত ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং বৃহস্পতিবার বাদ জোহর হতে আছমানে মুহিব্বানে রাসূল (দ.) গাউছিয়া জিলানী কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর জালালাবাদস্থ দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফে আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মদ্রাসার ময়দানে ৩৫ তম ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) শীর্ষক সেমিনারের একাদশ দিবসে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- গহিরা এফ কে জামেউল উলুম আলীয়া মদ্রাসা-সাবেক অধ্যক্ষ, আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মুনাওয়ার, দারুস সুন্নাহ আহছানিয়া ফাযিল মদ্রাসার অধ্যক্ষ-মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, । আলোচক আল্লামা নুরুল মনাওয়ার বলেন, আল্লাহ তাঁর হাবীব (দ.)কে রূপ ও সৌন্দর্য দান করেছেন তার বিশদ বিবরণ দান ও রূপায়নে ভাষা অক্ষম। রাসূল (দ.) এর চেহারা রূপ, সৌন্দর্য, শোভা ও পূর্ণতার বিকাশ স্থল। তিনি হলেন সৌন্দর্যের পূর্ণ রূপ। হযরত ইউসুফ (আ.) এর রূপ, নবী করিম (দ.)'র রূপের একটি আলোক রশ্মি মাত্র এবং সমগ্র দুনিয়ার রূপবান ও সুন্দর ব্যক্তিরা হল রাসূল (দ.) এর সৌন্দর্যের একটি ঝলক মাত্র। আলোচক আল্লামা আবু জাফর হেলাল উদ্দীন বলেন- ইসলামের জন্য যত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল প্রতিটি যুদ্ধে রাসূল (দ.) সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও প্রতিটি যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের মূল অস্ত্র ছিল রাসূল (দ.)'র প্রতি প্রেম ও অকৃত্রিম আনুগত্য। ইসলামের যুদ্ধ ছিল হিংস্র নয়, আত্ম রক্ষা মূলক। ইসলামের প্রথম যুদ্ধে বদরের প্রান্তরে হাজার হাজার কাফিরদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাস্ত করে চির বিজয় অর্জন করে এবং কাফিরদের পরাজয় বরণ করতে। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানী ও আল্লাহ্ এবং রাসূল (দ.) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে বর্তমানে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার কারণে আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে কাফির ইহুদী শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালাচ্ছে। এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল (দ.) এর আদর্শকে ধারণ করে বদরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, ঈমানী শক্তিকে জোরদার করাই হবে সঠিক পথ। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল কাদেরী, শাহাজাদা আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবুল এহছান হাশেমী, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব আহমদ নজীর সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কাশেম সরওয়ারী, মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আল কাদেরী, শাহাজাদা মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবুল এহছান হাশেমী, মাওলানা মুহাম্মদ কামরুল আহছান, মাওলানা ইদ্রিস আনচারী, মাওলানা আবু জাফর কামালী, আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী, মাওলানা লোকমান হাকিম আল কাদেরী প্রমুখ। পরিশেষে মিলাদ কিয়াম ও দেশ, জাতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সর্বশেষে তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

PDF by (Masum Billah Sunny)

দুধের সেরা দুধ

কোয়ালিটি

গুঁড়ো দুধ

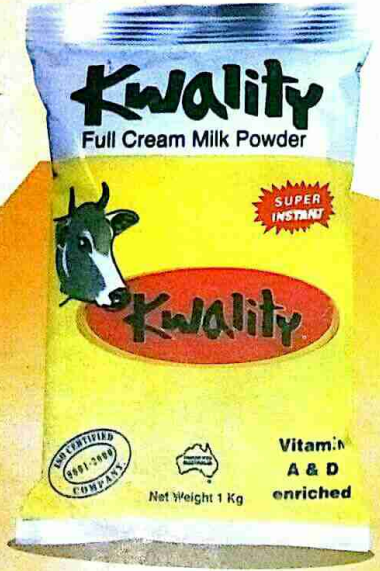

গুনে ও মানে বাজারের সেরা

সানোয়ারা গ্রুপের একটি পণ্য